আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস

(ভেষজ-বিভাগ)

—ঃ০ঃ—

ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, এল. এম এস. প্রণীত।

—ঃ০ঃ—

১৯১২

প্রথম খণ্ড ॥০ ॥ মূল্য ॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥০

পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্বেদ

দ্বিতীয় খণ্ড।

—:•:—

(ভৈষজ্যাধিকার)

আত্রেয় এবং ধন্বন্তরি যুগের ভেষজ-বিভাগ।

——১——

চরকসংহিতার মতে ঔষধ ত্রিবিধঃ—দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয়, এবং সত্ত্বাবজয়।

ত্রিবিধমৌষধমিতি—

১। দৈবব্যপাশ্রয়ং

২। যুক্তিব্যপাশ্রয়ং

৩। সত্ত্বাবজয়শ্চ।

তত্র

দৈবব্যপাশ্রয়ং

মন্ত্রৌষধিমণি

মঙ্গলবল্যুপহার

হোমনিয়ম

প্রায়শ্চিত্তোপবাস

স্বস্ত্যয়ন-প্রণিপাতগমনাদি;

যুক্তিব্যপাশ্রয়ং

পুনরাহারৌষধদ্রব্যাণাং

যোজনা;

সত্ত্বাবজয়ঃ

পুনরহিতেভ্যোঽর্থেভ্য

মনোনিগ্রহঃ।

যদি সত্ত্বাবজয়কে যুক্তিব্যপাশ্রয়ের অন্তর্ভুক্ত মনে করা যায়—তাহা হইলে, স্বীকার করিতে হইবে, দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ যথাক্রমে অদৃষ্টদ্বারোপকারী এবং দৃষ্টদ্বারোপকারী ভেদে দ্বিবিধ।

দৃষ্টদ্বারোপকারী ভেষজ প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষা এতদুভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর অদৃষ্টদ্বারোপকারী ভেষজ প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে; মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতদিগের দ্বারা প্রযুজ্যমান অপৌরুষেয় বেদবাক্যের অদ্ভুত প্রভাবে ইহা ব্যাধি প্রশমক হইয়া থাকে।

আয়ুর্বেদের মতে রোগসকল শারীর ও মানসভেদে দ্বিবিধ। চরক-সংহিতায় আছে, শারীরিক রোগ সকল দৈব এবং যুক্তিব্যপাশ্রয় ঔষধে উপশমিত হয়; আর মানসিক ব্যাধি সকল জ্ঞান বিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি ও সমাধি বলে বিনষ্ট হইয়া থাকে। এ ছাড়া আয়ুর্বেদে ব্যাধিনিবারণের জন্য অদ্রব্য-ভূত যে সকল করণের উল্লেখ আছে, তাহা উপায়াভিপ্লুত অর্থাৎ তাহারা উপায় বলিয়া গণ্য।

উপায় যথাঃ—

ভয়প্রদর্শন,

বিস্ময়োৎপাদন,

ক্ষোভোৎপাদন,

হর্ষোৎপাদন,

ভর্ৎসন,

বন্ধন,

নিদ্রাকর্ষণ,

সংবাহনাদি

অমূর্ত্ত ভাববিশেষ এবং জল বায়ু পরিবর্ত্তনাদি অপরাপর সিদ্ধির উপায় সমূহ।

ফলতঃ দৈব ও যুক্তিব্যাপাশ্রয় ভেষজ, সত্বাবজয় এবং ভর্ৎসনবন্ধনাদি উপায় লইয়া চিকিৎসা—এ ছাড়া চিকিৎসার অপর কোন করণ নাই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মন্ত্র, হোম, প্রায়শ্চিত্ত উপবাস ও প্রণিপাতগমনাদি লইয়া দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ, আর

অন্তঃপরিমার্জ্জন

বহিঃপরিমার্জ্জন

শস্ত্রপ্রণিধান

লইয়া যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ। ইহাদের মধ্যে অন্তঃপরিমার্জ্জন—তাহাই যাহা শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আহারজাত ব্যাধিসমূহকে নষ্ট করে। বহিঃমার্জ্জন বলিতে অভ্যঙ্গ, স্বেদ, প্রলেপ, পরিষেক, মার্জ্জনাদি বুঝায়। ইহারা শরীরের বহির্ভাগে স্পর্শেন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া রোগ সকলকে ধ্বংস করে। আর শস্ত্রপ্রণিধান বলিতে ভেদন, ব্যধন, দারণ, লেখন, উৎপাটন, প্রচ্ছন, সীবন, প্রভৃতি এবং ক্ষার জলৌকা দ্বারা রোগের বিনাশ সংসাধন বুঝায়।

ঔষধের এই কয়েকটি বিভাগ ছাড়া অন্য কোন প্রকার বিভাগ আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থে আর একটি ভেষজ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়—তাহার নাম কালকৃত। যথা—

প্রবাত,

নিবাত,

আতপ,

জ্যোৎস্না,

তমঃ,

শীত,

উষ্ণ,

বর্ষা,

অহোরাত্র,

পক্ষ,

মাস,
ঋতু এবং,
অয়নাদি।

সুশ্রুত বলিয়াছেন ঃ—

তে এতে স্বভাবত এব দোষাণাং সঞ্চয় প্রকোপ প্রশম প্রতীকার হেতবঃ প্রয়োজনবন্তশ্চ।

ভরদ্বাজ যুগের উদয়কাল হইতে আত্রেয় এবং ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণকে আমরা রোগপ্রতিকারার্থ এই ভেষজাঙ্গসকল করণরূপে চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যবহার করিতে দেখি। এই সময়ে আমরা আরও দেখিতে পাই, চিকিৎসকগণ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতগণ একদিকে, আর রসবিশারদ বৈদ্যগণ আর একদিকে; উভয়ে সমানভাবে বিজ্ঞানমঞ্চের উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান। রসবিশারদ বৈদ্য আপন প্রতিভায় ও যত্নে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় চিকিৎসাক্ষেত্রে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে ক্রমশঃ সমর্থ হইলেও, তখনও তাঁহাকে মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতের মতের অনুবর্ত্তন করিতে হইতেছে। মন্ত্র, হোম, নিয়ম, প্রায়শ্চিত্তোপবাস প্রভৃতি দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ—তখনও পুরোহিতের হস্তে দুঃসাধ্য ব্যাধির একমাত্র প্রতিকাররূপে মানবসমাজে বিবেচিত ও পরিগৃহীত। বিষচিকিৎসায় তখনও মন্ত্রশক্তি অদ্ভুত কার্য্যকরী। লোকে প্রথমেই মন্ত্রের সহায়ে রোগ প্রতিকারে প্রযত্নশীল হইয়া যদি দেখে, মন্ত্রশক্তি কার্য্যকরী হইতেছে না, তাহা হইলে তখন তাহারা অগদ সকল প্রয়োগ করিয়া রোগের প্রতিকারে ব্যস্ত হয়। তখনও সাধারণের ধারণা—আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ বিপজ্জনক। মন্ত্র—বড় জোর প্রলেপ এবং পথ্যের দ্বারা রোগ প্রতিকার সংসাধিত হইলে, সংশোধন এবং সংশমন ঔষধের আর কেহ শরণাপন্ন হইতে চাহে না! সাধারণের যখন এই অবস্থা, তখন রসবিশারদ বৈদ্যকে চিকিৎসাক্ষেত্রে আপন প্রভুত্ব সংস্থাপনের জন্য, প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট হইতে তাঁহাদের উপসেবিত যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইয়াছে। এই ব্যস্ততার ফলে আমরা দেখি

শিক্ষাস্রোতঃ এক নূতন খাতে প্রবাহিত। এতদিন অঙ্গভেদে চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ বিষহর, কেহ শল্যহর, কেহ কায়চিকিৎসক, কেহ কৃত্যাহর, কেহ ভূতহর—যেরূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন এই নবশিক্ষার প্রবর্ত্তনে, আমরা দেখি সে বিভাগ পরিবর্ত্তিত হইয়া একাধারে "স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রে কুশল" —বৈদ্য সকলের সমুদয় আরম্ভ হইয়াছে ;—

"স্বতন্ত্রে কুশলোহন্যেষু শাস্ত্রার্থেষ্ববহিষ্কৃতঃ।
বৈদ্যো ধ্বজ ইবাভাতি নৃপতদ্বিদ্যপূজিতঃ॥"

এখন যিনি শল্যহর, তিনিই শালাকাহর, তিনিই রোগহর—কি ভূতবিদ্যায়, কি রসায়নে, কি বাজীকরণে, কি কুমারতন্ত্রে, এমন কি মন্ত্রচিকিৎসায় তাঁহার সমান অধিকার। শেষ এই দাঁড়াইয়াছে, যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত যে কেহ পীড়িত হইলে, আর পুরোহিতের মুখাপেক্ষী না হইয়া একবারে বৈদ্যের নিকট গিয়া উপস্থিত হয়—তা বিষ পীড়িতই হউক, আর শল্য পীড়িতই হউক, আর রোগ পীড়িত হউক।

তত্রস্থমেনং ধ্বজবদ্‌যশঃখ্যাতিসমুচ্ছ্রিতম্।
উপসর্পন্ত্যমোহেন বিষশল্যাময়ার্দ্দিতাঃ॥

মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতকে এখনও বৈদ্য উচ্চ সম্মান প্রদান করেন, সত্য কিন্তু ইহা শিক্ষার উৎকর্ষে নহে ; আভিজাত্যের গুণে। ব্রহ্মা বেদাঙ্গ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের সংস্কর্ত্তা ; পুরোহিত তাঁহারই বংশোদ্ভব, সুতরাং এ সম্মান আভি-জাত্যের সম্মান।

ব্রহ্মা বেদাঙ্গমষ্টাঙ্গমায়ুর্ব্বেদমভাষত।
পুরোহিতমতে তস্মাদ্বর্ত্তেত ভিষগাত্মবান্॥

সুশ্রুতসংহিতা, যুক্তসেনীয় অধ্যায় সূত্রস্থান।

যে মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতের প্রবল প্রতাপে একদিন খরতোয়া স্রোতঃস্বিনীকে আপন বক্ষঃ সঙ্কুচিত করিয়া, তাঁহার গমনাগমনের পথ উন্মুক্ত করিতে হইয়াছে, সেই পুরোহিত বৈদ্য হইতে এখন কেবল আভিজাত্যে বড়। কে না স্বীকার করিবেন, বৈদ্যের অসামান্য প্রতিভা এবং আত্মোৎকর্ষসংসাধনই ইহার মূলে

দণ্ডায়মান? পূর্ব্বে নৃপতির স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্যের জন্য একমাত্র পুরোহিতই দায়ী ছিলেন। এখন মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত এবং রসবিশারদ বৈদ্যকে একসঙ্গে নৃপতির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। যুদ্ধে বাহির হইলে, পুরোহিত থাকেন, রাজার সমীপে, বৈদ্য থাকেন অদূরে, শিবিরে।

কেবল রাজার চিকিৎসার্থই যে বৈদ্য ও পুরোহিত উভয়কেই তৎসমীপে সমুপস্থিত থাকিতে হয়, তাহা নহে, শস্ত্রচিকিৎসার পর যে কোন ব্রণিত রোগীকে আমরা দেখি, দুই সন্ধ্যা উপাধ্যায় এবং ভিষক্ উভয়ে অথর্ব্ববেদবিহিত কিম্বা অপরাপর মন্ত্রের দ্বারা সংরক্ষা করিতেছেন। বৈদ্য এখন কেবল যে রসবিশারদ তাহা নহে, তিনি মন্ত্রবিশারদও! এইরূপ স্থলে যাহা ঘটা স্বাভাবিক,—মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতের সেই আসন অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে; বিশেষতঃ মন্ত্র যথোচিতভাবে গ্রহণ না করায়, এবং বর্ণস্বরতঃ হীন হওয়ায়,—পুরোহিতগণ আপনাদের পূর্ব্ব গৌরব হইতে ক্রমশঃ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং বৈদ্যের জয় জয়কারের বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে শেষে এমন সকল কথা পর্য্যন্ত শুনা যাইতে লাগিল, যে ভূতবিদ্যায় অধিকার হইতে মন্ত্রচিকিৎসকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত। তাহারা জানে না, ভূতবিদ্যা ব্যাপারটা কি? মূর্খেরা বলে কি না, স্কন্দ এবং স্কন্দাপস্মার একই গ্রহ! ইহারা যে কেবল অবৈজ্ঞানিক তাহা নহে, অর্থগৃধ্নুতায় এই সকল ব্যক্তি অদ্বিতীয়! তাই এখন ইহাদের নাম হইয়াছে—অবৈজ্ঞানিক দেহচিন্তক! মন্ত্রবিদ্দিগের অধঃপতন ইহা হইতে আর অধিক কি হইতে পারে? এই অধঃপতনের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, মন্ত্র শক্তির উপর ক্রমশঃ সাধারণের অশ্রদ্ধার সমুৎপত্তি ইহার মূলে অবস্থিত নহে; মন্ত্রবিদ্দিগের অযোগ্যতা ও অশিক্ষা—ইহার মুখ্য কারণ, গৌণ কারণ, আত্রেয় সম্প্রদায়ে যত না হউক, ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ে সর্ব্বতন্ত্রবিশারদ বৈদ্যদিগের অভ্যুত্থান।

এতদিন আয়ুর্ব্বেদ অষ্টাঙ্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভক্ত ছিল। ধন্বন্তরির উপদেশ শল্যপ্রধান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সময় হইতেই শিক্ষাস্রোতঃ এক অভিনব খাতে প্রবাহিত হইয়া সংগ্রহাকারে পরিদৃষ্ট হয়। তাই আমরা দেখিতে পাই, সুশ্রুতসংহিতা একাধারে শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কুমারতন্ত্র, রসায়ন তন্ত্র, বাজীকরণ তন্ত্র। বৈদ্য এখন

যেমন স্বতন্ত্র কুশল তেমনি অন্য তন্ত্রেও অবহিত। আত্রেয় সম্প্রদায়কে গুরুতর শস্ত্রপ্রণিধানের জন্য ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে, কিন্তু ধন্বন্তরি সম্প্রদায় কাহারও মুখাপেক্ষী নহেন। তাঁহারা শস্ত্র-চিকিৎসায় যেমন সুদক্ষ, কায়চিকিৎসাও তেমনি সুনিপুণ। পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে যদিও ভগবান্ ধন্বন্তরি দিবোদাস শিষ্যদিগকে অষ্টাঙ্গভেদে বিভিন্ন তন্ত্র উপদেশ প্রদান করিবার জন্য প্রথমতঃ সমুৎসুক হইয়া বলিতেছিলেন,—

"তত্র কস্মৈ কিমুচ্যতাম্"।

কিন্তু, তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিশ্বামিত্রতনয় সুশ্রুতের বিনীত নিবেদনে তাঁহাকে স্বমত পরিবর্ত্তিত করিয়া শিষ্যদিগকে সর্ব্বতন্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে হইয়াছিল। ডল্লন তাঁহার সুবিখ্যাত নিবন্ধসংগ্রহনামক সুশ্রুতটীকায় ধন্বন্তরির এই কথাটি পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে বুঝাইতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম 'এক মাত্র আমার পুস্তকেই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ একাধারে অবস্থিত, অন্য সূত্রকারদিগের পুস্তকে এরূপ দেখা যায় না; তাহাতে আয়ুর্ব্বেদের কোন একটি অঙ্গবিশেষের বর্ণনা আছেমাত্র।

"ময্যেব আয়ুর্ব্বেদোঽষ্টাঙ্গো নান্যেষু সূত্রকারেষু অন্যেষামেকস্যৈবাঙ্গস্য প্রণেতৃত্বাৎ।"

ফলতঃ ধন্বন্তরি দিবোদাসের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদোপদেশ অঙ্গভেদে আর প্রদত্ত না হইয়া সর্ব্বাঙ্গীনভাবে প্রদত্ত হইতে আরম্ভ হয়। সর্ব্বতন্ত্র কুশল বৈদ্যের উদয়কাল ঠিক এই ধন্বন্তরিযুগে। কেবল তাহা নহে, এতদিন, তপশ্চক্ষু, জ্ঞান চক্ষুর সাহায্যে রোগতত্ত্ব সকল পর্য্যালোচিত হইত,—এখন এই পুণ্যযুগে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা প্রথম, তাহার উপর তপশ্চক্ষুর যোগ—সোণায় সোহাগায় এক হইয়া গেল! এখন শবদেহের ব্যবচ্ছেদে (ব্যবচ্ছেদে নহে অবঘর্ষণে!) ছাত্র জীবনের আরম্ভ হয়, আর ইহার পরিসমাপ্তি হয়—জ্ঞানচক্ষু তপশ্চক্ষুর উন্মীলনে। এখন আপ্তবাক্য পর্য্যন্ত পরীক্ষা না করিয়া কেহ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন। সুশ্রুত-যুগ পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষের যুগ। সুতরাং বলিতে হইবে rational therapeutics এর প্রকৃত উদয়কাল, বিজ্ঞানক্ষেত্রে ঠিক এই সময়ে। বৈদ্য যাহা করেন সমস্তই এখন প্রত্যক্ষ ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কেবল জীব শরীরে

যিনি সূক্ষ্ম বিভূ বলিয়া অভিহিত তিনি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হওয়ায় এই স্থানে জ্ঞানচক্ষু এবং তপশ্চক্ষুর সাহায্য গ্রহণে তৎসম্বন্ধে যে কোন মীমাংসা স্থিরীকৃত হয়।

ন শক্যশ্চক্ষুষা দ্রষ্টুং
দেহে সূক্ষ্মতমো বিভুঃ।
দৃশ্যতে জ্ঞানচক্ষুর্ভি-
স্তপশ্চক্ষুর্ভিরেব চ।
শরীরে চৈব শাস্ত্রে চ
দৃষ্টার্থঃ স্যাদ্বিশারদঃ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং সন্দেহ-
মবাপো হ্যাচরেৎ ক্রিয়াঃ।

ফলতঃ এখন সকলেরই ধারণা,—চিকিৎসাবিজ্ঞানে সম্যক্ অধিকার লাভ করিতে হইলে, শাস্ত্রদৃষ্টি যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা, আর সেই সঙ্গে জ্ঞানচক্ষু এবং তপশ্চক্ষুর সাহায্য। বলিতে কি আমাদের মনে হয়, এ ধারণা ঠিক বর্ত্তমান মাইকেল ফষ্টারের ধারণার অনুরূপ; তিনি বলিয়াছেন,—

"The problems of Physiology are largely concerned in arriving, by experiment and inference, by the mind's eye, and not by the body's eye alone, assisted as that may be by lenses yet to be introduced, at a knowledge of the molucular construction of the protean protoplasm, of the laws according to which it is built up, and the laws according to which it breaks down, for these laws when ascertained will clear up the mysteries of the protean work which the protoplasm does."—*M. Foster.*

বাত পিত্ত শ্লেষ্মাকে একদিকে physiology অন্যদিকে pathologyর সহিত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া স্বাস্থ্য এবং ব্যাধির ইতিহাসে সাম্য এবং বৈষম্যকে যথোচিত উজ্জ্বলতররূপে সংস্থাপন তাহাও এই সুশ্রুত যুগের ঘটনা? ফলতঃ rational therapeuticsএর যে সকল সূত্র বর্ত্তমান যুগে প্রতীচ্য

বিজ্ঞানক্ষেত্র আলোকিত করিয়া দণ্ডায়মান, তৎসমুদায়ই ন্যূনাতিরেকে আমরা মহানুভব দিবোদাসের উপদেশে পরিজ্ঞাত হই। এমন কি মনে করা যাইতে পারে এই যুগে প্রাচীন যুগের ভূতাবেশ "disease-demon re-appeared in the form of a germ." ভাস্করযুগে, স্বর্বৈদ্যদিগের হস্তে চিকিৎসা-বিজ্ঞান যেরূপ সমুন্নত স্তরে দণ্ডায়মান হইয়া শল্যে, শালাক্যে কায়চিকিৎসায়, রসায়নে, বাজীকরণে, ভূতবিদ্যায়, কৌমারতন্ত্রে অত্যাশ্চর্য্য শুভ ফল প্রসব করিয়াছিল, ধন্বন্তরি সম্প্রদায়ের বৈদ্যগণও তদ্রূপ একাধারে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সর্ব্বতন্ত্রবিশারদ ছিলেন। ইহা একমাত্র ধন্বন্তরি দিবোদাসেরই প্রসাদে। আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু যে বর্ত্তমান বিজ্ঞানমঞ্চের মধ্যস্থান অধিকার করিবার জন্য আজ অগ্রসর, আমাদের মনে হয়, মহাত্মা দিবোদাসের বাত পিত্ত শ্লেষ্মার ব্যাখ্যা অর্থাৎ বায়ুকে বা ধাতুর ভিতর দিয়া গতি motion বা cor-relative functionএর সহিত, পিত্তকে তপ্ ধাতুর ভিতর দিয়া উত্তাপ heat বা Metabolismএর সহিত এবং শ্লেষ্মাকে শ্লিষ্ ধাতুর ভিতর দিয়া স্নেহালিঙ্গনের সহিত একত্রীকরণ এতদ্বিষয়ে প্রধান সহায়। যদিও স্নেহা-লিঙ্গন বুঝাইতে প্রতীচ্যবিজ্ঞানে কোন সমানার্থক শব্দ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি অধ্যাপক মাইকেল ফষ্টরের নিম্নলিখিত গবেষণাটি যখনই আমরা পাঠ করি, তখনই আমাদের মনে হয়, শ্লেষ্মা শব্দেরই ঠিক পূর্ণরূপ তাঁহার এই রচনায় ছত্রে ছত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

The animal body dies daily, in the sense that at every moment some part of its substance is suffering decay, is undergoing combustion. Combustible in the ordinary sense of the word an animal body is not, by reason of the large excess of water which enters into its composition, but an aaimal body throughly dried will in the presence of oxygen burn like fuel and like fuel give out energy as heat.—*Foster.*

৩৬০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূত্র সকল প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর এইরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার ভেষজবিভাগ তখন পর্য্যন্তও যে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষাকে আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান হইতে পারে নাই, সুশ্রুতসংহিতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাহার প্রমাণ :—

অমীমাংস্যান্যচিন্ত্যানি প্রসিদ্ধানি স্বভাবতঃ।
আগমেনোপযোজ্যানি ভেষজানি বিচক্ষণৈঃ॥

কেবল সুশ্রুত নহে, চরকেও এইরূপ একটি শ্লোক আছে, তাহারও মর্ম্ম "বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গণোদ্দিষ্ট ঔষধের যোগ ও বিয়োগ করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থাই অনুসরণীয়।"

"মন্দবুদ্ধেস্তু যথোক্তানুগমনমেব শ্রেয়ঃ"।

চক্রদত্ত তাঁহার টীকায় সুশ্রুত হইতে এতদ্বিষয়ক যে প্রমাণটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা আরও স্পষ্টতর; যথা—

"এষ চাগমসিদ্ধত্বাৎ
তথৈব ফলদর্শনাৎ।
মন্ত্রবৎ সংপ্রয়োজ্যো
ন মীমাংস্যঃ কথঞ্চন॥"

ইংরাজীতে ইহাকেই reverence for authority কহে। দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই অধিকাংশ প্রাচীন দেশে বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের অন্তরায় রূপে দণ্ডায়মান। প্রাচীন মিশর তৃণগুল্মের দেশ। ইহার মৃত্তিকা কেম অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ। মৃত্তিকা কেম বলিয়া ইয়ুরোপীয়দিগের নিকট ইহা কেম নামে পরিচিত; এখান হইতে ইয়ুরোপের সর্ব্বত্র রসায়নের বিস্তৃতি ঘটে, সুতরাং কেম হইতে আগত বলিয়া তৎপ্রদেশের রসায়নের নাম আলকেমি বা কেমিষ্ট্রি। যদিও কেমিষ্ট্রির মত একটি উন্নত বিজ্ঞানের মিশরই শিক্ষয়িত্রী, কিন্তু এমন সকল সুলক্ষণ সত্ত্বেও এই প্রাচীন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করিতে না পারার একটি প্রধান কারণ এই reverence for authority—ঐ একই কথা—"মন্ত্রবৎ সংপ্রয়োজ্যো ন মীমাংস্যঃ কথঞ্চন"। Birdœ তাই বলিয়াছেন—

"The principle of authority was paramount in Egyptian medicine. So long as the doctors faithfully followed the instructions of the ancient exponent of his art, he could do as he liked with his patient; but if he struck out a path for himself, and his patient unhappily died, he forfeited his own life. Medicine in Egypt, after all, was only an art, the absurd reverence for authority prevented any real progress. Kept back by these fixed regulationc, its freedom was restricted on every side. otherwise, with the unbounded fecility for making post-mortem examinations, Egyptian medicine would have made immense advance."

কেবল মিশর একা নহে, প্রাচীন যুগে সর্ব্বত্রই এই principle of authority বিজ্ঞানের উন্নতির পথের এক প্রধান অন্তরায়রূপে পরিগণিত; কেবলমাত্র ভারতে, মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অনুশাসনের জন্য রাজাদেশে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হইলেও, এখানে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদিগের অবারিত গতি।

"বুদ্ধিমতামুপাহোঽবিতর্কাঃ।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে,—কৃষ্ণসর্পদষ্ট ফলের দ্বারা উদর রোগের চিকিৎসা; চরকে আছে, যদি চিকিৎসক মনে করেন, রোগীর অন্য চিকিৎসায় প্রতিকারের আর কোন সম্ভাবনা নাই—তখন তিনি যদি বুঝেন, বিষপ্রয়োগে রোগীর বাঁচিবার আশা আছে, তাহা হইলে তিনি কুপিত কৃষ্ণসর্পদষ্ট ফল রোগীকে ভোজন করাইবেন। কিন্তু এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে, একবার রাজাদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

জ্ঞাতীন্ স সুহৃদো দারান্
ব্রাহ্মণান্ নৃপতীন্ গুরূন্।
অনুজ্ঞাপ্য ভিষক্ কর্ম্ম
বিদধ্যাৎ সংশয়ং ব্রুবন্॥

পানভোজনসংযুক্তং বিষমস্মৈ প্রয়োজয়েৎ।
যস্মিন্ বা কুপিতঃ সর্পঃ বিসৃজেদ্ধিফলে বিষম্।
ভক্ষয়েত্তদুদরিণং প্রবিচার্য্য ভিষগ্বরঃ।

আর তাঁহাকে দেখিতে হইবে তিনি এই কার্য্যের উপযুক্ত কি না। কোন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাই চরকসংহিতায় উপদিষ্ট হইয়াছে, চিকিৎসক অগ্রে আপনাকে পরীক্ষা করিবেন।

"আত্মানমেবাদিতঃ পরীক্ষেতঃ।"

পরীক্ষা করিতে হইবে, গুণবান্‌গণ যে সকল গুণে কার্য্য সম্পাদন করেন, আমার সেই সকল গুণ আছে কি না; অর্থাৎ আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ কি না।

বহুদর্শিতা,
নিপুণতা,
জিতহস্ততা,
উপকরণবিশিষ্টতা।
শৌচ,

প্রভৃতি চিকিৎসকের প্রধান প্রধান গুণে আমি গুণবান্ কি না।

ফলতঃ চিকিৎসক উপযুক্ত হইলে তাঁহার সাত খুন মাপ। অনুপযুক্ত ছদ্মচর কিম্বা সিদ্ধসাধিত বৈদ্যের অনুশাসনের জন্য রাজার যা কিছু কঠোর নিয়ম। আত্রেয় এবং ধন্বন্তরি যুগেই কেবল আমরা চিকিৎসাক্ষেত্রে রাজাকে প্রথম চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ইহার পৃষ্ঠপোষকরূপে দণ্ডায়মান হইতে দেখিতে পাই। আমাদের মনে হয় কাশীরাজ ধন্বন্তরি দিবোদাস নিজ রাজ্যে চিকিৎসকদিগের জন্য প্রথম এই সকল কঠোর অনুশাসন সংস্থাপন করিয়া যান। তিনি যে কেবল আয়ুর্ব্বেদের উপদেষ্টা তাহা নহে,—তিনি একজন সে সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি।

তাঁহার সময়ে ভিষক সম্প্রদায় দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়; এক শ্রেণীর লোক কেবল ভেষজ পরীক্ষায় আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। ঔষধের নাম, রূপ, গুণ, এবং যোগ নির্দ্ধারণ করাই তাঁহাদের কার্য্যের মধ্যে; ইহাদের নাম—ভেষজতত্ত্ববিৎ।

যোগবিন্নামরূপজ্ঞস্তাসাং তত্ত্ববিদুচ্যতে।

আর যাঁহারা ঔষধের নাম, রূপ ও যোগ অবগত হইয়া, দেশ কালপাত্র বিবেচনা করিয়া, রোগীর রোগ প্রতিকারার্থ, ঔষধ প্রয়োগ করিতে সক্ষম, তাহাদিগের নাম—ভিষক্তম অর্থাৎ বৈদ্যরাজ।

যোগমাসান্তু যো বিদ্যাদ্দেশকালোপপাদিতম্।
পুরুষং পুরুষং বীক্ষ্য সবিজ্ঞেয়ো ভিষক্তমঃ॥

ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সকলেই প্রকারান্তরে সর্ব্বত্র নিরঙ্কুশ। ভেষজ-বিভাগের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার ভার যাহাদের উপর এই

সমস্তে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায় দ্রব্যের গুণাগুণ, রস, বীর্য্য, বিপাকাদি পরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত ; তাঁহারা রসবিৎ (Pharmaceuitsts) বলিয়া পরিচিত ; আর যাঁহারা ভিষক (Physicians) তাঁহারা রাজ-সম্মানে সম্মানিত হইয়া "রাজার্হ বা রাজবৈদ্য" বলিয়া সাধারণে পরিচিত হয়েন।

ভিষকৃছদ্মচরাঃ সন্তি সন্ত্যেকে সিদ্ধসাধিতাঃ।
সন্তিবৈদ্যগুণৈর্যুক্তাস্ত্রিবিধা-ভিষজো ভুবি ॥
প্রয়োগ জ্ঞানবিজ্ঞান সিদ্ধিসিদ্ধাঃ সুখপ্রদাঃ।
জীবিতাভিসরা যেস্যুর্বৈদ্যত্বং তেষবস্থিতম্ ॥

সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় চিকিৎসাক্ষেত্রের শীর্ষদেশ সুশোভিত করিয়া দণ্ডায়মান—একাধারে তন্ত্রমন্ত্র, উভয়বিৎ এই বিজ্ঞানপ্রিয় বৈদ্যসম্প্রদায় যে পুরোহিত-সম্প্রদায় হইতে ভিন্নশ্রেণীয়, তদ্বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ কি না ইহাই এখন বিচার্য্য। পুরোহিত ব্রহ্মার বংশ-সম্ভূত—সুশ্রুতসংহিতায় একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে ; এবং ইহা হইতেই বুঝিতে হইবে, বৈদ্য ব্রহ্মার বংশসম্ভূত নহেন। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, বৈদ্য অপর কোন স্বতন্ত্র জাতি -যাঁহারাই রসমন্ত্রবিশারদ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রসবিৎ এবং ভিষক্ দুই শ্রেণীর লোক, ভরদ্বাজ যুগের উদয়ের পর হইতে ভারতের চিকিৎসা-ক্ষেত্র অধিকার করিয়া আপনাদিগের যত্নে, পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে এ দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষার আলোকে ধীরে ধীরে এক অপূর্ব্ব উজ্জ্বল শ্রীতে সংস্থাপন করিতে আরম্ভ করেন। এক কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, এদেশের rational therapeutics এই জাতিবিশেষের দ্বারা সংস্থাপিত। প্রাচীন জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, মহর্ষি গালব কিম্বা তৎকালীন ঋষিমণ্ডলী অশ্বিনীকুমারের সাহায্যে এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের বিরচিত সমগ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ইঁহাদিগকে প্রদান করেন। যে পুণ্য পুরুষ হইতে এই জাতির উৎপত্তি তাঁহার নাম অমৃতাচার্য্য—বর্ত্তমান বৈদ্য জাতির আদিপুরুষ। ইহার পুত্র রক্ষিতকে আমরা ধন্বন্তরির অষ্ট শিষ্যেরমধ্যে অবস্থিত দেখি। রক্ষিত সুশ্রুতের সহাধ্যায়ী। সুশ্রুতসংহিতায়

চন্দ্রকালের অন্ততঃ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে ধন্বন্তরির অন্যতম প্রাচীন শিষ্য মহর্ষি গালব হইতে অম্বষ্ঠাচার্য্যের উদ্ভব। সুতরাং স্বীকার্য্য যে সুশ্রুতসংহিতার উদ্ভবের পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদ উপজীব্যরূপে বৈদ্যজাতিতে সম্পূর্ণরূপে উপগত হয়।

সেই জন্য আমরা বলিতে সাহসী হইতেছি, যে রসমন্ত্রবিশারদ বৈদ্য সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদমঞ্চ সুশোভিত করিয়া আত্রেয় ও ধন্বন্তরি যুগের ভিষক্‌-রূপে দণ্ডায়মান, তিনি নামে বৈদ্য, জাতিতেও বৈদ্য। ফলতঃ বৈদ্যজাতিই সমুন্নত আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহের মেরুদণ্ড। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই বৈদ্যজাতির অদ্ভুত প্রতিভা যেমন একদিকে, তেমনি ব্রাহ্মণ জাতির অদ্ভুত দানশক্তি অন্য দিকে—উভয়ই উজ্জ্বলশ্রীতে বিভূষিত। যোগ্যপাত্রে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণজাতি তাঁহাদের এই আত্মত্যাগের জন্য সকলেরই আজ ধন্যবাদের পাত্র।

আয়ুর্ব্বেদ উপজীব্যরূপে বৈদ্য জাতির হস্তে আগমন করিয়া কেবল যে ভারতেই ইহা শতধারে অমৃত প্রসব করিয়াছিল, তাহা নহে, বৈদ্যদিগের সন্তান সন্ততি দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া সেখানকার চিকিৎসা প্রণালী এই অভিনব আলোকে আলোকিত করিয়া সর্ব্বত্রই এমন এক উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান সংস্থাপন করেন, যাহার সহিত ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞান মাতৃ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, সকলেরই যেন এক ইতিহাস। পুরোহিত মন্ত্রবিশারদ, বৈদ্য রসমন্ত্রবিশারদ। দেবাসুরের যুদ্ধের পর দৈবব্যপাশ্রয়ের প্রবল বন্যায়—কেবল ভারত নহে, সমস্ত প্রাচীন দেশ—পরিপ্লাবিত হইয়া যায়; আর ধন্বন্তরিযুগে যুক্তিব্যপাশ্রয়ের অমৃতধারায় সমস্ত দেশ পরিপ্লাবিত করিতে, আমরা দেখি, এক অম্বষ্ঠজাতি অমোঘশক্তিসম্পন্ন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আমরা এখানে আয়ুর্ব্বেদের তুলনায় উদ্ধৃত করিতেছি :—

১। মিশর

Berdoe বলিয়াছেন, সভ্যতার ইতিহাসে প্রাচীন মিশর এবং প্রাচীন ভারতের মধ্যে কাহার প্রাচীনত্ব বেশী, তাহা যদি এখনও মীমাংসিত হয় নাই, কিন্তু প্রাচীন মিশরকে, চিকিৎসাপ্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠস্থান প্রদান করাই, মনে হয়, যুক্তিসঙ্গত।

"So far as we are able to judge from the records of the past which recent in vestigation have made familiar to us, the civilization of Egypt is the most ancient of which we have any accurate knowledge. The contending claims of India to a higher antiquity for its civilization can not here be discussed, and for the purpose of this work the oldest place in the civilization of the world must be assigned to Egypt,"

মিশর দেশের প্রথম রাজবংশের অভ্যুত্থান, এখন হইতে ৮০০০ বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা, এরূপ মনে করিতে অনেকে এখন আর দ্বিধা বোধ করেন না।

"It is highly probable that the first kingdom of Egypt existed eight thousand years back."

চীন প্রভৃতি প্রাচীন দেশের ইতিহাস জনশ্রুতিমাত্র। এই জনশ্রুতির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেও পারা যায় না। কিন্তু প্রাচীন মিশরের কীর্ত্তিস্তম্ভ হইতে যে সকল বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে ও হইয়াছে, তাহাতে আর অবিশ্বাস করিবার জো নাই। প্রাচীন কলডিয়া, প্রাচীন বাবিলনিয়া প্রাচীন এসিরিয়ার ও সভ্যতার ইতিহাস খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু মিশরের সহিত তুলনায় এই সকল দেশের পুরাবৃত্ত ও পরবর্ত্তী যুগের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়।

"Chaldea was only probably second to Egypt in the antiquity of its civilization."

অপরাপর উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও এক প্রাচীন মিশরের মমি সকল এই প্রাচীন জাতির চিকিৎসা বিজ্ঞানের অদ্ভুত উন্নতির সাক্ষীস্বরূপ আমাদের সম্মুখে প্রথমেই দণ্ডায়মান হয়। আমরা দেখি কি শারীর স্থান, কি ভৈষজ্য বিদ্যা, কি শল্য চিকিৎসার জ্ঞানে, এই জাতি বর্ত্তমানে কোন উন্নত জাতি হইতে কোনরূপে নিকৃষ্ট নহে ; বরঞ্চ অনেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। ১০০০ গজ দীর্ঘ (Bandage) ব্যাণ্ডেজ, অথচ তাহাতে একটি সন্ধিও নাই, ইহা নিশ্চয়ই এই প্রাচীন জাতির অদ্ভুত নৈপুণ্যের পরিচায়ক। Berdoe বলিয়াছেন :—

"We require no other proof than the mummies in the museum to convince us that the Egyptians * * * must have possessed a very accurate knowledge of anatomy, of pharmacy, and a skill in surgical bandaging very far surpassing that possessed now-a-days by even the most skilful professors of the art. Dr. Granville says, there is not a single form of bandage known to modern surgery, of which

far better and cleverer examples are not seen in the swathings of the Egyptian mummies. The strips of linens are found without one single joint, extending to 1000 yards in length. It is said that there is not a fracture known to modern surgery which could not have been successfully treated by the priest-physicians of ancient Egypt."

ফলতঃ ব্রণবন্ধন, ও অস্থি-ভগ্নের চিকিৎসা প্রাচীন মিশরের পুরোহিত-বৈদ্যগণ যেভাবে, পারদর্শিতার সহিত সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত তুলনায় বর্ত্তমান যুগের প্রতীচ্য শল্য-চিকিৎসাবিজ্ঞান যে উন্নতির পথে অধিক অগ্রসর, এইরূপ মনে করিতে পারা যায় না।

কোথা হইতে, কেমন করিয়া, এই প্রাচীন জাতি, চিকিৎসাক্ষেত্রে এমন অদ্ভুত নৈপুণ্য উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, পৃথিবীর পৃষ্ঠে এমন কোন প্রাচীন জাতির চিকিৎসাবিজ্ঞান আছে কি না, যাহার সহিত মিশরের চিকিৎসা বিজ্ঞানের একতা আছে, আর সে বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি সঙ্কীর্ণভাবে দুই একটি স্থানের উপর নহে, বহুল প্রদেশে ইহা সুবিস্তৃত। তাহা ছাড়া দেখাইতে হইবে, প্রাচীনতায় সেই জাতি, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিম্বা সমসাময়িক, আর এতদুভয়ের মধ্যে নানাবিধ আদান প্রদান ও সে সময়ে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে একটি মারাত্মক বিশ্বাস আছে, যাহার ফল-স্বরূপ এখন অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতের ধারণা, ইয়ুরোপ সভ্যতার জন্য অপর কোন দেশের নিকট ঋণী নহেন। মিশর, বাবিলন, প্রভৃতি প্রাচীন দেশও তাই; ভারতবর্ষও সেইরূপ। ইহার নাম indigenous civilization বা স্বাতন্ত্র্য উন্নতি। Mr. Flinders Petrie বলিয়াছেন, তাঁহার মত :—

"That Europe had an indigenous civilization, as independent of Egypt and Babylonia, as was the indigenous civilization of India, that this civilization has acquired arts independently just as much as India has."

"স্বাতন্ত্র্য উন্নতি" দেশবিশেষের পক্ষে সম্ভবপর হইলেও, প্রাচীন মিশর এবং প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূত্রের সহিত সূত্রের, চিকিৎসা প্রণালীর সহিত চিকিৎসা প্রণালীর, বিধি নিষেধ, শিক্ষায়,—সর্ব্বাবয়বে এমন সাদৃশ্য আছে, যে মনে হয়, যেন একটি অপরটির যথাযথ অনুকরণ।

(ক)

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎপত্তি।

আমরা দেখি ভারতে ভাস্করের উপদেশ যেমন, ব্যাধিপ্রণাশ বীজের উৎপত্তির মূলে অবস্থিত, তেমনি প্রাচীন মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎপত্তির সহিত ভাস্করের নাম বিজড়িত।

১। ব্রহ্মা স্মৃত্বায়ুষো বেদং
প্রজাপতিমজিগ্রহৎ !

1. The Egyptian Priests believed that Thoth was the inventor of the arts and science in general and the king Osiris and the queen Isis invented those which were necessary to life. Isis therefore invented agriculture and Osiris is credited with having invented medicine.

২। ঋগ্‌যজুসামাথর্ব্বাখ্যান্‌
দৃষ্ট্বাবেদান্‌ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থং চৈব
আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ॥
কৃত্বাতু পঞ্চমং বেদং
ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ।
স্বতন্ত্র সংহিতাং তস্মাৎ
ভাস্করশ্চ চকার সঃ॥
ভাস্করশ্চ স্বশিষ্যেভ্য
আয়ুর্ব্বেদং স্বসংহিতাং।
প্রদদৌ পাঠয়ামাস
তে চক্রুঃ সংহিতাস্ততঃ॥

2. Horus the son of Isis and Osiris was the Egyptian sun-god and was the same as Apollo of the Greek. Diodorus attributes to Horus the invention of medicine.

এখন যদি Thothকে ব্রহ্মস্থানীয় এবং Osirisকে দক্ষ এবং Horusকে

ভাস্কর স্থানীয় মনে করা যায়, তাহা হইলে আমরা দেখি ভারতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তির ইতিহাস আর মিশরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস উভয় দেশেই সমান।

Thothকে ব্রহ্মাস্থানীয় মনে করিবার একটি কারণও আছে; আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে ব্রহ্মা প্রথমে লক্ষ শ্লোক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া আয়ুর্ব্বেদের একটি সুবিস্তৃত সংস্করণ প্রস্তুত করেন; এই প্রথম সংস্করণ আয়ুর্ব্বেদ তিনি দক্ষকে প্রদান করেন। এইসময়ে আয়ুর্ব্বেদ বেদের ভিতর বিক্ষিপ্ত ছিল, দক্ষ ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব হইতে এই বিক্ষিপ্ত শ্লোক সকল সংগ্রহ করিয়া "পঞ্চম বেদ" নাম দিয়া একখানি স্বতন্ত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন, এবং ইহার সমগ্র অংশ ভাস্করকে প্রদান করেন। ভাস্কর ইহাই ভাস্করসংহিতা নামে অভিহিত করিয়া আপনার শিষ্যদিগকে প্রদান করেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র কেবল যে তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে—

"প্রদদৌ পাঠয়ামাস।"

সুতরাং ব্রহ্মা ও দক্ষ হইতে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি এবং সংগ্রহ হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভাস্করই আয়ুর্ব্বেদের প্রচারক।

সুশ্রুতে আছে, ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজাসৃষ্টির পূর্ব্বে, লক্ষশ্লোক আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদোনাম যদুপাঙ্গমথর্ব্ববেদস্য
অনুৎপাদ্যৈব প্রজাঃ
শ্লোকশতসহস্রঞ্চাধ্যায়সহস্রন্তু
কৃতবান্ স্বয়ম্ভূঃ।

ইহার বহুদিন পরে, মানুষ যখন অল্পায়ু এবং অল্পমেধা হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় পুনরায় ব্রহ্মা পঞ্চমবেদস্বরূপ মূল আয়ুর্ব্বেদকে অষ্টাঙ্গে বিভক্ত করেন।

প্রাচীন মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে Berdœ বলিয়াছেন :—

ততোঽল্পায়ুস্ত্বমল্প
মেধস্ত্বঞ্চাবলোক্য
নরাণাং ভূয়োঽষ্টধা
প্রণীতবান্।

তদযথা—
শল্যং,
শালাক্যং,
কায়চিকিৎসা,
ভূতবিদ্যা,
কৌমারভৃত্যং,
অগদতন্ত্রং,
রসায়নতন্ত্রং,
বাজীকরণতন্ত্রমিতি।

The Egyptian Thoth was considered the father of all knowledge and everything that committed to writing was looked upon as his property. He was therefore * * * the superlatively greatest. The authorship of the oldest Egyptian works on medicine is ascribed to Thoth. These were engraved on pillars of stone. The works of Thoth was ultimately incorporated into the so-called Hermetic Book.

Clement of Alexandria who is our only ancient authority on these Hermetic works, says they were forty two in number. Of the fortytwo most useful books of Hermes six treated of medicine anatomy and the cure of diseases; the first of which related to Anatomy. Hermes Trismegistus of the Greeks was indentified in the time of Plato with Thoth Thot or Theut of the Egyptians.

ভারতের আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাসে যেমন আমরা দেখি ব্রহ্মার নামের সহিত আয়ুর্ব্বেদের দুইটি সংস্করণ জড়িত; প্রথম সংস্করণ লক্ষশ্লোকের এবং দ্বিতীয় সংস্করণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের; সেইরূপ প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, চিকিৎসাবিজ্ঞান কেবল একা নহে, Science in general Thoth হইতে উৎপন্ন। চিকিৎসাবিজ্ঞান—ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব বেদের উপাঙ্গ। আয়ুর্ব্বেদ এই Science in generalএর উপাঙ্গরূপে প্রথমে অবস্থিত ছিল। তার পর—আবার এই Thothএর দ্বারাই ইতস্ততঃ

বিক্ষিপ্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূত্র সকল ছয়খানি Hermetic booksএর আকারে সংপ্রবিভক্ত হইয়া পুনরায় প্রাচীন মিশরে একদিন প্রচারিত হয়। ইহার প্রথম পুস্তকখানি Anatomy। অবশিষ্ট কয়েকখানির কোনখানিতে চিকিৎসাস্থান (cure of dsiease), কোনখানিতে দ্রব্যগুণ (medicine) বা শল্যবিজ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদের অষ্টাঙ্গ বিভাগের সহিত এই পুস্তক সকল যেন এক সূত্রে গাঁথা। প্রভেদের মধ্যে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের পুস্তকসংখ্যা আটখানি—আর এই Hermetie booksএর সংখ্যা ছয়খানি; এই ছয়খানির মধ্যে আর দুই-খানির বিষয় সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ আছে; কিম্বা এমনও হইতে পারে, যে ভূতবিদ্যা ও অগদতন্ত্রের মত মন্ত্রবিদ্যা সংযুক্ত দুইখানি তন্ত্র, ৪২ খানির ছয়খানি বাদে অবশিষ্ট ৩৬ খানির কোন দুইখানি;—মন্ত্রবিশারদ (priest physicians) পুরোহিতদিগেরই ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার বিদ্যমান ছিল। রসবিশারদ বৈদ্য বা Pastophoriরা ইহাদিগের অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিলেন। একথা বলিতেছি, তাহার কারণ আছে। Berdoe লিখিয়াছেন :—

সুশ্রুতের যুক্তসেনীয় অধ্যায়েও আমরা ঠিক এই দুইটি সম্প্রদায়—বিভাগ দেখিতে পাই। দেখি রসবিশারদ বৈদ্য এবং মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত উভয়েই চিকিৎসাক্ষেত্রে দণ্ডায়মান; কিন্তু একসঙ্গে এক-স্থানে অবস্থিত হইলেও বৈদ্য পুরোহিতের মতের অনুবর্ত্তন করিতেছেন।

দোষাগন্তুজমৃত্যুভ্যো
রসমন্ত্রবিশারদৌ।
রক্ষেতাং নৃপতিং নিত্যং
যত্নাৎবৈদ্যপুরোহিতৌ॥

The art of medicine in ancient Egypt consisted of two branches—the higher which was the theurgic part and the lower, which was the art of the physician proper. The Theurgic class devoted themselves to magic, counteracting charms by prayers, and to the interpretation of dreams of the sick who had sought their aid in the temples, The inferior class were practitioners who simply used natural means in their profession as healers. * * * The higher physiciane were Priest Magicians; the lower class were priests who were called Pastophori. It was

ব্রণোপাসনীয়াধ্যায়ে আছে—

ঋগ্ যজুসামার্থর্ব্বাভিহিতৈ
রপরৈশ্চাশীর্ব্বিধানৈ
রুপাধ্যায়া
ভিষজশ্চ
সন্ধ্যয়ো
রক্ষাং কুর্য্যুঃ।

their duty to study the last six of the Hermetic books, as it wes that of the highei grade .o study the first thirty six.

প্রাচীন ভারতে যেমন মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত বৈদ্য অপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত, প্রাচীন মিশরের সেইরূপ priest-magicians, Pastophori সকল হইতে, উচ্চ সম্মানভাজন। উচ্চ সম্মানভাজন হইবার কারণ—

সুশ্রুতের মতে ব্রহ্মা বেদাঙ্গ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ প্রচার করেন, পুরোহিত শ্রেণী সেই ব্রহ্মার সহিত বংশক্রমে সংসৃষ্ট, সুতরাং তাঁহাদেরই উচ্চ সম্মান পাওয়া উচিত।

ব্রহ্মাবেদাঙ্গমষ্টাঙ্গ-
মায়ুর্ব্বেদমভাষত।
পুরোহিতমতে তস্মা-
দ্বর্ত্তেত ভিষগাত্মবান্॥

Theurgy was supposed to have been revealed to men by the gods themselves in very ancient times and to have been handed down by the priests.

ভারতের উপাধ্যায় এবং ভিষক্ প্রাচীন মিশরের মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত (priest-magicians) এবং রসবিশারদ (Pastophori)। প্রাচীন ভারতে, উপাধ্যায় এবং ভিষক্ উভয়কেই পীড়িতের গৃহে একসঙ্গে উপস্থিত থাকিতে হইত এবং পূর্ব্বে বলিয়াছি, সুশ্রুতের ব্রণিতোপাসনীয় অধ্যায়ে আছে, উপাধ্যায় এবং ভিষক্ উভয়েই দুই সন্ধ্যা ব্রণিত রোগীকে ঋক্, যজু, সাম, অথর্ব্ব বেদবিহিত

কিম্বা অন্য বিধানানুযায়ী আশীর্ব্বচনের দ্বারা রক্ষা করিতেন। এ ছাড়া সুশ্রুতের যুক্তসেনীয় অধ্যায়ে আছে,—

রসবিশারদ বৈদ্য এবং মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত, রাজাকে বিষাদি প্রয়োগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য সতত তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। পুরোহিত রাজার সমীপে আর সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন বৈদ্য তাঁহার শিবিরের সন্নিকটে অবস্থান করিতেন ; কেন না শাস্ত্রে আছে—

মন্ত্রতন্ত্রভ্যাং বিষপ্রতীকারঃ।

অর্থাৎ মন্ত্রতন্ত্র উভয়ের সাহায্যেই বিষ প্রতিষিদ্ধ হয়, কিন্তু ব্রণিত ব্যক্তির নিকট উভয়েরই সান্নিধ্যের প্রয়োজন,—কেন ? এতদুত্তরে Berdœ তাহার প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই তাহার ব্যাখ্যা স্বরূপ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

The actual medicaments used in Egyptian medical practice were not considered effectual without combination with magical remedies. The prescriptions might contain nitre or ceder chips, or deer-horn or it might be an ointment, or application of some herbs, but it would not be efficacious without some charm to deal with the spiritual mischief of the case. In administering an emetic, for example, it was necessary to employ the following appeal to the evil spirit of the disorder. "Oh, demon, who art lodged in the stomach of M., son of N., thou whose father is called Head Smiter, whose name is Death, whose name is cursed for ever &c."

ডাক্তার Ebers বলেন,—

The ancient Egyptians were zealous students of medicine, yet they also thought that the efficacy of the treatment was enhanced by magic formulæ. The prescriptions in the famous Ebers Papyrus are accompanied by form of exorcism to be used at the same time, and yet many portions of this work, give evidence of the advanced knowledge of its authors.

ঔষধের শক্তি মন্ত্রশক্তি দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় একথা আয়ুর্ব্বেদের ভিতর তেমন স্পষ্টতঃ উল্লিখিত না থাকিলেও, আমরা দেখি মন্ত্র এবং ঔষধের একসঙ্গে প্রয়োগ কিম্বা প্রথম মন্ত্রপ্রয়োগ, তাহাতে ফললাভ না হইলে পরে অবিলম্বে ঔষধ প্রয়োগ। মন্ত্রশক্তিতে ফল নিশ্চয় হওয়ার কথা, তবে যদি না হয়, বুঝিতে হইবে,

মন্ত্র বর্ণস্বরতঃ যথাযথ উচ্চারিত কিম্বা বিধিপূর্ব্বক গৃহীত হয় নাই। বিষাদির চিকিৎসায় মন্ত্রের পর তন্ত্র প্রযুক্ত হইলেও, ব্রণিত ব্যক্তির চিকিৎসায় এবং বালরোগাদিকারে আমরা দেখি, ঔষধ আশীর্ব্বিধানের সহিত মিশ্রিত। ইহা কতকটা প্রাচীন মিশরের মত।

পাষ্টফোরীর সকলেই যে বৈদ্য ছিলেন তাহা নহেন; ইহাদিগের মধ্যে যাহারা বিদ্যানুরাগী তাঁহারা ভাস্কর রচিত চিকিৎসাবিজ্ঞান পাঠ করিয়া বৈদ্য বলিয়া সম্মানভাজন হইতেন, এমন কি ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের পুরোহিতদিগের মন্ত্রবিদ্যাও অধ্যয়ন করিতে কোন বাধা ছিল না। Pastophori শ্রেণী হইতে বৈদ্যের উৎপত্তি হইলেও সকল Pastophori বৈদ্য ছিলেন না। মন্দিরে পূজারীর মত তাঁহাদের অনেকের অন্য কর্ম্মও ছিল। এদেশে দোল দুর্গোৎসবে পূজারী এবং পুরোহিত ব্রাহ্মণের যেরূপ প্রভেদ, পাষ্টফোরী এবং উচ্চ শ্রেণীর Magiciansদিগের সম্ভবতঃ সেইরূপ উচ্চাবচ প্রভেদ ছিল।

বৈদ্যকেও পুরোহিতের মত নিয়মাদি প্রতিপালন করিতে হইত। চিকিৎসা শাস্ত্রাধ্যয়ন তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। উচ্চ মন্ত্রবিদ্যাও ইচ্ছা করিলে তিনি পাঠ করিতে অধিকারী ছিলেন।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে বৈদ্য যেমন অথর্ব্ববেদের অধিকারী ছিলেন, ইহাও সেইরূপ। প্রথম পুরোহিতই সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন, পরে কালক্রমে পুরোহিত এবং বৈদ্য অভিন্নের দুইটি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। হেরোডোটসের সময়ে, কিন্তু এ প্রাচীনতম যুগের প্রথা আর ছিল না। তখন মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত এবং রসবিশারদ বৈদ্য চিকিৎসক সমাজ কেবল এই দুইটি মাত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত না থাকিয়া বৈদ্যের ভিতর অঙ্গবিশেষে চিকিৎসা (specialism) আসিয়া পড়িয়াছিল। তখন, কেহ চক্ষুর চিকিৎসক, কেহ দন্তের চিকিৎসক, কেহ শিরোরোগের চিকিৎসক, কেহ উদর রোগের, কেহবা জ্বরাদি ব্যাধির। Berdoe লিখিয়াছেন:—

Concerning the specialism which prevailed amongst the Egyptian Doctors Herodotus says, "The art of medicine is thus divided amongst them; each physician applies himself to one disease only and not more. All places abound in physicians, some physicians are for the eye, others for the head, others for the teeth, others for the parts about the belly and others for internal disorders."

এত specialismএর মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতি যথেষ্ট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হইতে পারে নাই ; তাহার কারণ :—

"The principle of authority was paramount in Egyptian medicine."

"The absurd reverence for authority prevented any real progress. So long as the doctors faithfully followed the instructions of the ancient exponents of his art, he could do as he liked, with his patient, but if he struck out a new path for himself, and his patient unhappilly died he forfeited his own life. Kept back by these fixed regulations, its freedom was restricted on "every side" "otherwise with the undoubted fecility for making post-mortem examinations, Egyptian medicine would have made immense progress." "Medicine in Egypt, after all was only an art,"

প্রাচীন মিশরের specialismএর উদয় যেমন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির কারণ না হইয়া বরং তাহার অধঃপতনের কারণরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, আমরা দেখি আমাদের দেশেও প্রাচীন যুগে অর্থাৎ ভরদ্বাজের আবির্ভাবের পরে, অথচ অগ্নিবেশ ও সুশ্রুতের উদয়কালের পূর্ব্বে, চিকিৎসাক্ষেত্রে, ঐকাঙ্গিক চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত হইয়া, ইহা চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে যে যথেষ্ট প্রতিকূল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও একটি কারণ principle of authority—

"অমীমাংস্যানি শাস্ত্রাণি"।

সুশ্রুত বলিয়াছেন, এই সময়ে অপণ্ডিত, অল্পবিজ্ঞান, দেহচিন্তক চিকিৎসকের এদেশে অভাব ছিল না। চরকেও ছদ্মবেশী বৈদ্যের কথা যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও মনে করা যাইতে পারে, যে তিনিও এই ঐকাঙ্গিক আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষিত লোকের কথাই উল্লেখ করিতেছেন।

Berdœ বলেন—প্রাচীন মিশরে এনাটমি (Anatomy) বলিয়া কোন স্বতন্ত্র তন্ত্র ছিল এমন বোধ হয় না। জানিবার মধ্যে তাঁহারা জানিতেন, হৃদয় হইতে রক্তের স্রোতঃ সকল উত্থিত হইয়াছে, ইহাদের সাহায্যে শরীরে রক্ত সঞ্চালিত হয়। প্যাপিরস এবারসে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য একখানি প্যাপিরসে আছে, মানুষের শিরোদেশে ৩২টি ধমনী আছে। ইহাদের সাহায্যে তাহারা হৃদয়ে শ্বাস আনয়ন করে, এবং সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

বলাধান করে। বক্ষঃস্থলের ধমনীসংখ্যা দুইটি—এই দুইটি ধমনীর সাহায্যে ফুস্‌ফুসে তাপ বিকীর্ণ হয়। তা ছাড়া জানিতে পারা যায়, আয়ুর্ব্বেদের মত, ইহাদের মতে,

জঙ্ঘায় ধমনীসংখ্যা	দুইটি
বাহুতে	দুইটি
মস্তকের পশ্চাতে (Occiputএ)	দুইটি
সম্মুখে (Sinciputএ)	দুইটি
অভ্যন্তরে	দুইটি
ভ্রূদ্বয়ে	দুইটি
নাসিকায়	দুইটি
দক্ষিণকর্ণে	দুইটি } ইহাদের সাহায্যে শরীরে জীবন
বামকর্ণে	দুইটি } বায়ু প্রবেশ করে।

স্রোতঃ বলিতে প্রাচীন মিশরের চিকিৎসকগণ কি বুঝিতেন তাহা ঠিক বলা যায় না। স্রোতঃ শব্দে, artery, veins, nerves বুঝায়, কি একটা কাল্পনিক কোন ছিদ্রপথ বুঝায়, তাহা ঠিক নিশ্চয় করা সুকঠিন। আয়ুর্ব্বেদেও এইরূপ।

প্রাচীন মিশরে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ প্রচলিত থাকিলেও, ইহা ঠিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আচরিত হইত কিনা সন্দেহ। মমি প্রস্তুত করিবার সময় শবদেহের অভ্যন্তর হইতে মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা, হৃদয়, আমাশয় ও অন্ত্র সকল পৃথক পৃথক বাহির করিয়া পৃথক পৃথক আধারে সংস্থাপন করা হইত। আমাশয় (stomach) এবং বৃহৎ অন্ত্র আমশেট্‌কে, ক্ষুদ্র অন্ত্র তাপীকে, ফুসফুস এবং হৃদয় তোমা টপ্‌কে, যকৃতের পিত্তকোষ কেরসেনফকে উপহার দেওয়া নিয়ম ছিল। পচন হইতে রক্ষা করিবার জন্য শবদেহের মধ্যে, মসলা সকল আবদ্ধ করা হইত। রাজা রাজ্‌ড়াদিগের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু শবব্যবচ্ছেদকগণ সমাজে এজন্য সমাদৃত না হইয়া বরং এমনভাবে লাঞ্ছিত হইতেন, যে—সে লাঞ্ছনার কথা শুনিলে মনে হয়, এ শবব্যবচ্ছেদ বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে কখনই সমাচরিত হইত না। শবব্যবচ্ছেদকগণকে parascheusistes নামে অভিহিত করা হইত; শবব্যবচ্ছেদ সমাপ্ত হইলে পেরাসকিসটিসগণকে প্রাণভয়ে সে স্থান

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইত। পথের দুদিকের লোকেও তাহাদিগকে মারিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ গালি দিতে দিতে ধাবমান! কি ভয়ানক।

কেহ কেহ অনুমান করেন, শবদেহে অস্ত্রাঘাত ধর্ম্মবিরুদ্ধ, এই জন্য তাহাদের এইরূপ শাস্তির বিধান ছিল। শবব্যবচ্ছেদকগণের যেমন একটি সম্প্রদায় ছিল, তেমনি যাঁহারা শবদেহ মসলা দিয়া সংবদ্ধ করিতেন, তাঁহাদেরও একটি পৃথক সম্প্রদায় ছিল। ইঁহারা যে চিকিৎসক এরূপ বোধ হয় না। চিকিৎসা কার্য্য না করিলেও ইঁহাদের সকলের জানা ছিল, কোন্ দ্রব্যের কি গুণে পচন নিবারণ হইতে পারে; শবদেহের সংস্কারের সময় যে যে শারীরিক অংশ সকল পচন হইতে রক্ষা করা প্রয়োজন তাহাও তাহারা জানিত। ক্ষণস্থায়ী অংশ সকল প্রথম তাহারা শরীর হইতে যত্ন পূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া অবশিষ্ট অংশে মশলা মাখাইয়া দিত। রোমানদিগের মিশরে রাজ্য সংস্থাপন-কালেও এইরূপ শবদেহ ব্যবচ্ছেদ. এবং ইহার সংস্কার প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইহা হইতে এতদ্দেশের বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানার্জ্জন করাই সম্ভবপর, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য, যে তাহাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে শারীর-বিদ্যা বিষয়ক জ্ঞানের কোন বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না।

শবদেহের এইরূপ সংস্কার প্রথা তাহাদের ভিতর কোথা হইতে অবতীর্ণ হয়, তাহা ঠিক বলা যায় না। মনে হয়, ইহা যেন তাহাদের নিজস্ব। থতের রচিত ৪২ খানি তন্ত্রগ্রন্থের মধ্যে ৬ খানি চিকিৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক, আর এই ৬ খানির মধ্যে প্রথম দুইখানি পুস্তক Anatomy ও Surgery। কথিত আছে মিশরে প্রাচীন রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা Athothes, Anatomy সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। বর্ত্তমান আবিষ্কারের মধ্যে মিশরের পঞ্চম রাজার রাজত্বকালে, প্রচারিত একখানি পুস্তকের কতক অংশ হইতে জানিতে পারা যায় (পূর্ব্বে যে স্রোতঃ সকলের কথা বলিয়াছি সেই) tubes সকল সংখ্যায় কত এবং তাহাদিগের প্রয়োজনই বা কি ? চক্ষু দন্ত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের চিকিৎসা প্রাচীন মিশরে সম্প্রদায়ভেদে চিকিৎসকগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল; এইজন্য মনে হয়, এ বিষয়েও তাহাদের যে একবারে জ্ঞান না ছিল এমত নহে, কিন্তু মোট কথা, Anatomy বলিয়া যে স্বতন্ত্র তন্ত্র তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা বিজ্ঞানের নামের যোগ্য নহে।'

"The Egyptian doctors knew very little of anatomy as a science ; they were, however, acquainted with the fact that the blood-vessels had their origin from the heart, and that the blood was distributed to the body from that organ. There is an interesting treatise on the heart in the Papyrus Ebers. In another medical papyrus we find the following anatomical details concerning the blood-vessels :—

"'The head of man has thirty-two vessels ; they carry the breath to his heart ; they give inspiration to all his members. There are two vessels to the breasts ; they give warmth to the lungs—for healing them, one must make a remedy of flour of fresh wheat, herb haka, and sycamore *teput*—make a decoction and let the patient drink it ; she will be well. There are two vessels to the legs. If any one has a disease of the legs, if his arms are without strength, it is because the secret vessel of the leg has taken the malady, —a remeey must be made. . . . There are two vessels of the arms ; if a man's arm is suffering, if he has pains in his fingers, say that this is a case of shooting pains. . . . There are two vessels of the occiput, two of the interior, two of the nostrils, and two of the left ear. The breath of life enters by them. There are two vessels of the right ear ; the breath enters by them."

It is uncertain whether by the term vessels the Egyptians understand the arteries, the veins, the nerves, or some imaginary conduits.

শল্যতন্ত্রে ইহাদিগের উন্নতির নিদর্শন, ইহাদিগের যন্ত্রে এবং শস্ত্রে ; Thoth প্রণীত ছয়খানি পুস্তকের মধ্যে একখানি শারীরবিদ্যা, আর একখানি শল্যতন্ত্র ; ইহাতে যন্ত্র এবং শস্ত্রাদির বিবরণ ও প্রতিকৃতি আছে। প্রস্তর (Flint) নির্ম্মিত ছুরিকার সাহায্যে ইহারা ছেদন, ভেদনাদি যাহা কিছু শস্ত্রক্রিয়া তৎসমুদায়ই নির্ব্বাহ করিত। প্রাচীনকালে, মিশরে যে সকল অস্ত্রের সাহায্যে যে সকল শস্ত্রচিকিৎসা ইহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার আদর্শ, এখনও অনেক মন্দিরের গাত্রে পরিদৃষ্ট হয়। মমির পার্শ্বে, ছিন্ন পদ এবং হস্ত অনেকস্থলে সযত্নে রক্ষিত হইতে দেখা যায়।

ফলতঃ কায়চিকিৎসা, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং শল্যতন্ত্র, প্রাচীন মিশরে যতই কেন অসম্পূর্ণ হউক না, তখনকার কালে যে ইহাই বিজ্ঞানক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

ভেষজ-বিভাগ।

"In Anatomy, Physiology, Surgery, Therapeutics and Chemistry it is evident that Egypt was far in advance of any other nation of the same period of which we have authentic accounts."

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেমেষ্ট্রি এবং অ্যালকেমি এই দুইটি শব্দের নামকরণ প্রাচীন মিশরের নামে। মিশর কৃষ্ণ মৃত্তিকার দেশ, এইজন্য ইহার নাম কেম। রসায়ন কেম হইতে আনীত বলিয়া, ইয়ুরোপখণ্ডে রসায়নের নাম, অ্যালকেমি বা কেমিষ্ট্রি।

কাচনির্ম্মাণ, সুবর্ণের তার নির্ম্মাণ, গিলটি করা, রং দেওয়া, মশলার দ্বারা পচন হইতে শবদেহের সংরক্ষা, রসায়নশাস্ত্রে তাহাদের বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক। তাহা ছাড়া, ডাক্তার পেটিগ্রু বলেন, একখানি প্যাপিরসে, তিনি শতাধিক chemical এবং alchemical formulæ লিপিবদ্ধ আছে, এইরূপ কথা শুনিয়াছেন।

চুলের কলপ কি কি উপাদানে প্রস্তুত করিতে হয়, অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন মিশর প্রথমে তাহার উদ্ভাবন করেন। ছারপোকা, মশা প্রভৃতি কীট কিরূপ বিষপ্রয়োগে বিনষ্ট হইতে পারে, প্রাচীন মিশরের একখানি প্যাপিরসে সে কথা লেখা আছে। প্রাচীন মিশরের অনেক ঔষধ গ্রীশের চিকিৎসকগণ পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

চিনির পরিবর্ত্তে মধু অনুপানে ঔষধ সেবন, বস্তি প্রয়োগে মদ্য ও স্তন্য দুগ্ধের ব্যবহার এবং তাহার সহিত দুগ্ধ, কাথ এবং লবণাদির সংযোগ, গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন এবং ডায়সকোরাইডস মিশর হইতে শিক্ষালাভ করেন। আস্থাপন, অনুবাসন প্রভৃতি বস্তির সাহায্যে নানাবিধ রোগের প্রতিকার প্রাচীন মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞান হইতে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ পরিগ্রহণ করিলেও, সার উইলিয়ম জোন্স্ প্রভৃতি অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির বিশ্বাস, মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞান, ভারতবর্ষের আদর্শে পরিনির্ম্মিত। ভারতের ভেষজ মিশরের গৃহে গৃহে। পোষাক, পরিচ্ছদ, ধর্ম্ম, নীতি, শিল্প, জ্যোতিষ, উভয় দেশে এমন মিল যে মনে হয়, ইহারা মূলে কোন এক আদি স্রোতঃ হইতে দুইটি বিভিন্ন শাখারূপে সমুৎপন্ন।

অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন মিশর হইতে, ধর্ম্মযাজকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া

ব্রাহ্মণজাতির নিকট তাঁহাদিগের দর্শনবিজ্ঞান প্রচার করিয়া যান, কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্স বলেন ঃ—

"He is strongly inclined to believe that the Egyptian priests have actually come from the Nile to the Ganges and Yamuna, which the Brahman most assuredly would never have left. They might indeed, have come either to be instructed or to instruct, but it seems more probable that they visited the Sarmans of India, as the sages of Greece visited them, rather to acquire, than to impart, knowledge, nor is it likely that the self-sufficient Brahmans would have received them as their preceptors."

ডাক্তার রয়লি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Antiquities of Hindu Medicine নামক গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন—

"The Hyksos or Shepherd Kings, who conquered and held possession of the lower Egypt from about 1800 to 1600 B. C. are supposed, by some authors, to have been an Arabian, and by others, a still more Eastern Asiatic (the Pali) race,"

এখন যদি ধরা যায়, এখন হইতে ২৭০০ বৎসর পূর্ব্বের এই ঘটনা, তাহা হইলে. আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, প্রাচীন মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞান এই পালী জাতির সংস্রবে, চরক এবং সুশ্রুতসংহিতার অনুকরণে নূতন করিয়া পরিগঠিত হয়। এই সময়ে ভারতের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বৈদ্যজাতির হস্তে আগমন করিয়া তন্ত্রেমন্ত্রে সংমিশ্রিত হইয়া যে উজ্জ্বল শ্রীধারণ করে, মিশরের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে সে শ্রী এখনও প্রতিফলিত। সেইজন্য আমরা দেখি, প্রাচীন মিশরের পুরোহিতদিগের বিশুদ্ধ মন্ত্রচিকিৎসা, পরবর্ত্তী যুগে তন্ত্রে মন্ত্রে সংমিশ্রিত। ভারতের বমন, বিরেচন, অনুবাসন, আস্থাপন, সব আছে, কিন্তু বমনকারক ঔষধ পান করিবার সময় (pastophori) বৈদ্য মন্ত্রপাঠ করিয়া বলিতেছেন,—

"Oh Demon, who art lodged in the stomach of M., son of N., &c."

সুশ্রুতযুগে ভারতের বৈদ্যের মত এখানে যিনি ভিষক্ তিনিই মন্ত্রবিৎ পুরোহিত। কেবল ঔষধের প্রয়োগ বিষয়েই যে এই উভয় দেশে এই সময়ে একই পন্থা অবলম্বিত হইত, তাহা নহে, শ্রদ্ধাস্পদ রয়লি বলিয়াছেন,—

"We can hardly deny (the Indians) the early cultivation of medicine ; and this so early as, from internal evidence to be second apparently to none with whom we are acquainted. This is further confirmed by the Arabs and Persians early

translating their works; so also the Tamuls and Cingalese in the south; the Tibetans and Chinese in the East and likewise from our finding, even in the earliest of the Greek writers, Indian drugs mentioned by corrupted Sanskrit names. We trace them at a still earlier periods in Egypt, and find them alluded to even in the oldest Chapters of the Bible."

প্রাচীন ভারতই যে প্রাচীন মিশরের অবিকল আদর্শ এ সম্বন্ধে সার উইলিয়ম জোনসের মত আরও সুন্দর। তিনি বলেন, heiroglyphics দ্বারা যত না হউক, একমাত্র পুরাণের সাহায্যে আমরা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতে যে একদা সমর্থ হইব, ইহা সুনিশ্চিত।

"He thinks that by means of Puranas we shall in time discover, all the learning of the Egyptians, without deciphering their huroglyphics, and states having no doubt, that their Osiris and Isis are the Iswara and Isi of the Hindoos."

"The resemblance in the colossal sculpture and general appearance of the deities in the two countries, has also been frequently remarked so striking was it to the Hindoo-soldiers, who accompanied the expedition from India, that scrupulous as they usually are, they did not hesitatate to perform their devotions in the temple of Egypt, on recognising the characteristics of their own places of worship. Besides the above Arts and Sciences, and perhaps still better calulated to show the resemblance between the ancient Egyptians and the present Hindoos; is the Physiognomy, dress, (নর্ম্মেরের বিজয়কাহিনীর শিলালিপি দেখ) and the representation of the different Arts as practised by the former, and figured on their monuments."

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, পণ্ডিত বয়লি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন ভারতের সহিত প্রাচীন মিশরের ঘনিষ্ঠতা বিষয়ে আর কোনরূপ সংশয় নাই। এমন কি অনেকের বিশ্বাস, মিশরের মমির বস্ত্রাচ্ছাদন পর্য্যন্তও ভারত হইতেই সে দেশে প্রেরিত হইত।

"It is mentioned as an article of export from India to Egypt."

সার উইলিয়ম জোন্স যে বলিয়াছেন, প্রাচীন মিশর ও প্রাচীন ভারতের মতামত পুরাণের আলোকে পরস্পর অনুরূপ বলিয়া অনুভূত হইবার কথা;—বাস্তবিক ঘটনাও তাই।

মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রথম স্তর ভারতের মার্কণ্ডেয়পুরাণের যথাযথ অনুকরণ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে ব্যাধির উৎপত্তির মূলে পাপাচার সকল (evil spirits) মানুষের শরীরের অঙ্গবিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকে; ইহাদের মধ্যে ৩৭ জন প্রবল পরাক্রান্ত। প্রাচীন মিশরের পাপাচার সংখ্যা ৩৬, ইহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় মন্ত্রচিকিৎসা। পাপাচারদিগকে পরাভূত করিতে হইলে দেবতাদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়; পাপাচারগণ দেবতাদিগের হুকুম মান্য করিয়া চলে।

"Disease-demons recognised the power of the Gods and obeyed their commands."

দেব কনসুর (Khansu) নিকট প্রার্থনায় দুরারোগ্য রোগ আরোগ্য হয়। ইহাদিগের পুরোহিতগণ রোগ প্রতিকারের জন্যই সচেষ্ট; অভিচারাদি ক্রিয়ার আচরণে রোগোৎপাদন করা ইহারা নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন; তবে যে ইঁহাদের মধ্যে অভিচার একবারেই ছিল না, তাহা নহে; মোমের প্রতিকৃতির সাহায্যে তাঁহারা লোকের অনিষ্টসাধনে সময়ে সময়ে যে আপনাদিগকে নিয়োজিত করিতেন, তাহার প্রমাণও আছে।

এ সকল প্রণালী ঠিক আমাদের অথর্ব্ববেদের সমাচরিত প্রণালীর অনুরূপ। অন্যান্য দেবতার সাহায্যে রোগ প্রতিকার কিম্বা অভিচারের দ্বারা রোগোৎপাদন সম্ভব হইলেও, এতদ্বিষয়ে, দেব ভাস্করের (The sun-god Ra.র) স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিয়া সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন।

বার তিথি ধরিয়া ঔষধ প্রয়োগ—পরবর্ত্তী সময়ে মিশরদেশে প্রচলিত হয়। জ্যোতিষের সহিত মন্ত্রতন্ত্রে সম্মিলিত চিকিৎসায় মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর পরিগঠিত। ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে মন্ত্রের প্রয়োগ এই সময়ে। সম্ভবতঃ প্যাষ্টফোরী নামক বৈদ্যসম্প্রদায়ের চেষ্টা ও যত্ন এই পরিবর্ত্তনের মূলে অবস্থিত। মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতদিগের অধঃপতন, এই সময়ে আরম্ভ। মনে হয় এই সময়ে—যেন একটি অভিনব চিকিৎসাস্রোতঃ প্রাচীন মিশরে প্রবেশ করিয়াছে। ভারত হইতে ভরদ্বাজ এবং চরক ও সুশ্রুতযুগের উদয়ের মধ্যবর্ত্তী কিম্বা পরবর্ত্তী সময়ে যে ইহা সমুপাগত, এবারস প্যাপিরসে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। প্রমাণ—ইহাদের অঙ্গভেদে রোগচিকিৎসা (specialism)। প্রমাণ

ইহাদের কুষ্ঠের (Leprosyর) চিকিৎসা, ইহাদের দন্তের চিকিৎসা,—ইহাদের কেশপ্রসাধন, আস্যসৌগন্ধিকরণ। আর প্রমাণ ইহাদের ঔষধের প্রয়োগ ও তালিকা। Ladanum. Myrobolan. Cypros. Opium. Cannabis Sativa (Nepenthene) প্রভৃতি ভেষজ এবং মধু প্রভৃতি অনুপান, ও Clyster প্রভৃতি সমস্তই ভারতীয়।

২। চালডিয়া, বাবিলনিয়া এবং এসিরিয়া

কাহারও কাহারও বিশ্বাস চালডিয়া প্রাচীনতায় মিশরের ঠিক নিম্নে; কেহ বলেন তাহা নহে, আকাডিয়ান জাতির শিল্পনৈপুণ্যের ইতিহাস মিশরের পিরামিড যুগের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত—খুব কম হইলেও খৃষ্টাব্দের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে।

চালডিয়া এবং বাবিলনিয়া রাজ্য সেমিটিক জাতির দ্বারা সংস্থাপিত। ধাতু পদার্থের ব্যবহার এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের অনুশীলন, ইহাদিগের মধ্যে প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদের সময়ে যে বিজ্ঞান কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইহা বলা অযৌক্তিক নহে। অন্য বিষয়ে উন্নতির অভাব না ঘটিলেও ইহাদের চিকিৎসাপ্রণালী কিন্তু একমাত্র মন্ত্রচিকিৎসা ও তাহারই রূপভেদ।

"Inextricably mixed with conjurations of spirits, magic and astrology."

বাবিলনের প্রাচীন জাতিকে আকাডিয়ান বলে। Sayce বলেন পূর্ব্ব এসিয়ায় প্রাচীন যুগে যাহা কিছু সভ্যতা তাহা এই অকাডিয়ান জাতি হইতে। এসিরিয়া ফিনিসিয়া এবং গ্রীশ আপনাদিগের দর্শন এবং শিল্প এই জাতির অনুকরণে পরিগঠিত করেন। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বে এদেশে, পুস্তকাগার সংস্থাপনের কথা জানিতে পারা গিয়াছে। আকাডিয়ার প্রাচীন ধর্ম্ম সাইবিরিয়ার অধিবাসী এবং সাময়েড (Samoyed) জাতির ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরূপ। ইহাকে ইংরাজীতে Shamonism বলে।

ইহাদের মতে, জগতের প্রত্যেক বস্তুতে, এক একটি spirit অবস্থিত। ইহাদের মধ্যে কেহ ধর্ম্মের দলে, কেহবা অধর্ম্মের দলে। জগতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা পাপদেবতাদিগের দ্বারা কলুষিত না হইতে পারে। মন্ত্রবিৎ পুরোহিতগণের মন্ত্রশক্তি ও ভূতবিদ্যাবিশারদদিগের প্রক্রিয়ায় এই দেবাসুরের দল উভয়েই পরিচালিত হইয়া থাকেন।

These good and bad spirits were controlled by priests and sorcerers.

ব্যাধি পাপদেবতার সৃষ্টি। গৃহদ্বারে বৃষ প্রভৃতি জন্তুর আকৃতি পরিরক্ষা করিলে সে গৃহে পাপদেবতার প্রবেশাধিকার থাকে না।

All disease were caused by evil spirits, and the bulls and other creatures which guarded the entrance to houses were there to protect them from their power.

প্রাচীন বাবিলনে লোকের একসময়ে বিশ্বাস ছিল, পুণ্যদেবতাদিগের সংখ্যা তিনশত, আর পাপদেবতা সংখ্যায় ছয় শত।

ইহারা ঊর্দ্ধরেতা, ইহাদের স্ত্রীপুত্র নাই, দয়া মায়া নাই, অনুরোধ উপরোধ ইহারা মানে না। এই সাত জনের একজনের নাম Namtar; মরক ইহার সৃষ্টি, আর একজনের নাম Idpa; জ্বর ইহার প্রেরিত।

Namtar মানুষের প্রাণবায়ুকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন করে, Idpaর আবাস মস্তকে। এ দুইজন ছাড়া—

Utug	মানুষের	ললাটে
Alal	মানুষের	বক্ষঃস্থলে
Gigim	মানুষের	অন্ত্রে
Telal	মানুষের	হস্তে

অবস্থিত হইয়া তত্তৎ প্রদেশের রোগ সকল সমুৎপাদন করে। ইহাদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায়—

ঔষধিধারণ, মণিধারণ, তাগা, তাবিজ, মাদুলি, জলপড়া, কবচ, রক্ষোঘ্ন মন্ত্র, ইত্যাদি।

এই সকল প্রক্রিয়ায় ইহারা আবেশ করিতে পারে না। য়িহুদিদিগের Phylacteriesএর প্রচলন এই আকাডিয়ান জাতির শিক্ষা হইতে। আবিষ্ট ভূতসকলকে দেহ হইতে বহিষ্কৃত করিবার একমাত্র উপায় দেবতাদিগের স্মরণ ও সাহায্যগ্রহণ।

কিন্তু এ সাহায্য লাভ করিতে হইলে, প্রথম কর্ত্তব্য :—

দেবতাদিগকে মন্ত্রের দ্বারা আহ্বান করা।

তারপর তাহাদিগকে, যজ্ঞ ও হোম দ্বারা বলাধান করা।

তাই প্রাচীন চালডিয়ার একটি মন্ত্রে আছে :—

"O sun come at the raising of my hand,
Eat his food and absorb his victim."

বলাধান করিয়া তারপর দেবতাদিগকে পাপমতি অধর্ম্মের দলের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করা ইহার উদ্দেশ্য।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, ইহাদের মতে যজ্ঞদ্রব্য ভক্ষণ না করিলে দেবতারা দুর্ব্বল অবস্থায় পাপ দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়েন না। সুতরাং তাহাদিগের পান ভোজন, যথাবিহিত সুসম্পাদিত হওয়া চাই। পুরোহিতগণ এ বিষয়ে একমাত্র পারদর্শী—সুতরাং তাঁহাদের সাহায্য ভিন্ন এ সকল গুরুতর ব্যাপার নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

যদি এমন ঘটনা ঘটে, যে পাপদেবতাকে দেহ হইতে দেবতারাও বহিষ্কৃত করিতে সক্ষম না হয়েন, তাহা হইলে Heaর নাম করিতে হয়। Hea সকলের উপর; তাহার নামে, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম উভয়েরই নতশির। কিন্তু এই নাম, যথাযথভাবে উচ্চারণ করা চাই; এরূপ উচ্চারণে একমাত্র পুরোহিত সম্প্রদায়ই অভিজ্ঞ। ইহাই এ দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আদি স্তর। ইহার দ্বিতীয় স্তরে পূর্ব্ব জন্মকৃত অপরাধ, ব্যাধির উৎপত্তির অন্যতম হেতু, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়; হইলেও ইহাদিগের প্রতিকারের জন্যও দেবতাদিগের প্রসাদ আবশ্যক। এরূপ বিশ্বাসের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না। তাঁহাদিগের নিকট মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা, এবং তাঁহাদিগের পূজার জন্য নৈবেদ্যাদি আহরণ করা, যথোচিত প্রয়োজন।

পরকৃত অভিচার হইতে ব্যাধির সমুৎপত্তি ঘটে, এ বিশ্বাসও এ দেশের প্রাচীন মত। অভিচারের প্রতিকার ও মন্ত্রশক্তির উপর নির্ভর করে। অথর্ব্ব-বেদীয় পুরোহিতগণের মত এখানকার পুরোহিতগণেরও বিশেষত্ব এই যে, যেমন তাঁহারা রোগ নিবারণ করিতে সমর্থ, তেমনি তাঁহারা রোগের সৃজনও করিতে পারেন। যে সকল মন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ বিবিধ রোগ এই প্রাচীন দেশে, প্রাচীন যুগে নিবারিত হইত, নিম্নে তাহার কয়েকটি নমুনা উদ্ধৃত হইল :—

পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধ হইতে সমুৎপন্ন ব্যাধি প্রতিষেধ করিতে কৃতসংকল্প পুরোহিত, দেব ভাস্করকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন :—

হিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, হিয়া—যিনি সকলের অধীশ্বর।

হে দেব ভাস্কর! তুমি আসিলেই মানবজাতি রোগ হইতে বিমুক্ত হয়, তুমি আমার এই রোগীর দেহে, এমন বিষনাশক রশ্মি প্রেরণ কর যাহাতে এ সুস্থ হইতে পারে।

মানুষ দেবতার সন্তান, কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য সে সম্পন্ন করে নাই, সে নানা অপরাধে অপরাধী।

এই অপরাধের ফল সে ভোগ করিতেছে; তাহার হস্ত, পদ, গুরুতর ব্যাধি পীড়িত; তাহার শরীরে শক্তিমাত্রও নাই।

হে দেব ভাস্কর! তুমি আমার আবাহন শ্রবণ কর! আমি ইঙ্গিত করিলেই তুমি এস! আসিয়া এই নৈবেদ্য গ্রহণ কর! এবং ইহার শরীরে যে পাপ-দেবতা আশ্রয় করিয়াছে তাহাকে বধ কর!

আমার রোগী তোমার সাহায্যে দুর্ব্বল হইতে সবল হউক!

Lenormant—Chaldian Magic, P. 181.

খৃষ্টের জন্মের ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের প্রচলিত আর একটি মন্ত্র এইরূপ :—

তারা সাত জন, তারা সাত জন,
সমুদ্রের গভীরগর্ভে তাহাদের বাস,
কিন্তু স্বর্গের উজ্জ্বল প্রদেশেও সাত জন আছেন।
সমুদ্রের গভীর গর্ভে রাজপ্রাসাদে তাঁহারা বিবর্দ্ধিত।
তারা পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে,
সমুদ্রপথে তাহাদের যাতায়াত,
তাহাদের স্ত্রীও নাই, পুত্রও নাই,
তাহাদের দয়া নাই, মায়া নাই,
অনুরোধ উপরোধ তারা মানে না—জানে না।
পর্ব্বতের কণ্টকে তারা বর্দ্ধিত,
হিয়ার সঙ্গে তাদের শত্রুতা,—
যে হিয়া সমুদ্রের রাজা,
তারা দেবতাদের সিংহাসন বহন করে,
তাদের দ্বারা জলের গতি রুদ্ধ হয়,
পাপমতি তারা, তারা ভয়ানক পাপমতি,

ভেষজ-বিভাগ।

তারা সাত জন, তারা সাত জন
কেহ বলেন, সপ্ত দ্বিগুণিত তাদের সংখ্যা।

Disturbing the water-courses in the canal are they set—
Wicked are they,
Wicked are they,
Seven are they,
Seven are they,
Seven times seven are they.

Smith's History of Babylon, P. 22.

আর একটি মন্ত্র—

ক্ষত, দূষিত ক্ষত, উদরাময়, হৃদ্রোগ, হৃৎপিণ্ডের কম্পন, নেত্ররোগ, শিরোরোগ, ব্যথাপূর্ব্বক জ্বর, তীব্র জ্বর, বিষম জ্বর, অবিরাম জ্বর, দূষিত জ্বর, পৌনঃপুনঃ জ্বর

ভূতাভিষঙ্গোত্থ যে কোন রোগী হউক না,
হে দেবগণ! নিরস্ত কর! নিরস্ত কর!
তা তোমরা স্বর্গেই থাক, আর মর্ত্ত্যেই থাক।

M. Lenormant.

বাবিলনিয়ায় প্রচলিত আর একটি পুরাতন মন্ত্রে পুরোহিত বলিতেছেন:—

এই যজ্ঞ, এই পীড়িত ব্যক্তির স্বাস্থ্যের কারণ হউক!

Bronze ব্রোঞ্জ ধাতু যেমন ভাঙ্গে না, তেমনি ইহার স্বাস্থ্য যেন কখন ভগ্ন না হয়।

হে দেব ভাস্কর! ইহার প্রাণদান কর!

হে মেরোদক! হে সমুদ্রের সন্তান! ইহার বল দাও! ধন দাও! স্বাস্থ্য দাও!

স্বর্গের রাজা তুমি! তুমি আশীর্ব্বাদ কর!
মর্ত্ত্যের রাজা তুমি! তুমি আশীর্ব্বাদ কর!

Records of the Past,
Vol I, P. 135—Prof. Sayce.

এই মন্ত্র সকল পাঠ করিলে মনে হয় না কি এই প্রাচীন দেশের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে, ভাস্করের স্থান অতি উচ্চ? সর্ব্বোচ্চে হিয়া; তাঁর নীচে ভাস্কর*; এবং তাঁর নীচে মেরোদক।

ফলতঃ ভাস্করকে কেন্দ্র করিয়া এই দেশের অধিকাংশ মন্ত্রই সংগঠিত; ভাস্করই এই সকল মন্ত্রের দেবতা। অথর্ব্ববেদে যেমন মন্ত্র সকলের ঋষির নাম পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না, এ সকল মন্ত্রে সেইরূপ জানিবার কোন উপায় নাই, কাহার দ্বারা কখন ইহা বিরচিত। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, ভাস্কর সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি এই সকল মন্ত্রের রচয়িতা।

এখানে পরকৃত অভিচারের প্রতিষেধার্থ নানাবিধ মন্ত্রও পরিদৃষ্ট হয়।

Mr. Smith বলেন, অসুরবনীপালের লাইব্রেরীস্থিত একখানি শিলা-লিপিতে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার মতে,—

The tablet is on the charms to expel evil curses and spells.

Hea স্বয়ং এই মন্ত্রের উপদেষ্টা।

মন্ত্রটির একাংশে এইরূপ বাক্য সকল পরিদৃষ্ট হয়ঃ—

From the curse of his father,
,, ,, ,, ,, ,, mother,
,, ,, ,, ,, ,, elder brother,
,, ,, ,, ,, ,, of the incantation which the man does not know,

---

* 1. "*Sun* at the raising of my hand,
Come at the call, eat his food,
Absorb his victims,
Turn his weakness into strength."

2. May the great Gods,
Who have created me take my hand,
Thou who curest, my face,
Direct my hand, direct it
Lord, light of the universe *Sun*.

3. May the *Sungod* give this man life.

The spell in the words of the lips of the God Hea.

Like a plants break,

Like a fruit crush,

Like a branch split.

* * * *

The evil invocation, the finger pointing, the marking, the cursing, the sinning

The evil which is in my body,

My limbs and teeth is fixed,

Like this plant may it be broken.

এই মন্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি, এই প্রাচীনযুগে এ দেশের লোকে বিশ্বাস করিত, ভূতাভিষঙ্গ ছাড়া আভিচারিক মন্ত্র প্রয়োগ, কুদৃষ্টি প্রদান, নাম করিয়া কোনস্থানে দাগ দেওয়া, শাঁপ দেওয়া, এবং আত্মকৃত দুষ্ক্রিয়া এবং অপরাধ ও মানুষের শরীরে নানাবিধ রোগের উৎপাদক। এই সকল কারণে সমুৎপন্ন ব্যাধি প্রতিষেধার্থ দৈব-চিকিৎসক সাতটি গিঁট দেওয়া একগাছি সূতা রোগীর হাতে জড়াইয়া দিয়া জলপড়ার ছিটা দিতেন; ইহাতে যে কোন প্রকার কঠিন পীড়া হউক না কেন আরোগ্য হইত।

কোন ধর্ম্মপুস্তক হইতে একটি শ্লোক উঠাইয়া শয্যাস্থিত রোগীর মস্তকে বন্ধন করিয়া দিলেও সমান ফল হয়।

ফলতঃ এই প্রাচীন জাতির চিকিৎসাবিজ্ঞান এইরূপ নানারকমের মন্ত্রে পূর্ণ; ইহার কতক আভিচারিক কতক বা পরকৃত অভিচারের প্রতীকার।

"Some to ward off Sorcery,

some to bewitch other persons."

আমাদের দেশে শালগ্রামশিলা রোগীর গৃহে আনয়ন করিয়া যেমন রোগীর জন্য স্বস্ত্যয়ন করা হয়, প্রাচীন এসিরিয়াও সেইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

অনেকে অনুমান করেন, জরাথুস্ত্রর মতের অনুকরণে এই প্রাচীন জাতির ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের ভিত্তি পরিনির্ম্মিত।

Sir Henry Rawlinson বলেন, প্রাচীন চালডিয়ায় মন্ত্রচিকিৎসা যেমন প্রচলিত ছিল, তেমনি এখানে ঔষধের দ্বারা রোগ প্রতিকার যে না ছিল, তাহা নহে; তিনি বলেন,

There were three classes of Chaldian doctors. * *

These were the Khartumin or conjurors,
The Chakamin or Physicians,
And the Asaphin or Theosophists.

মনে হয়, ইহাদিগের কাত্যুমিন্ আমাদিগের কৃত্যাহর। চাকুমিন—আমাদিগের চিকিৎসক এবং আশাপিন্ বোধ হয় আমাদিগের সেই সম্প্রদায়ের পুরোহিত, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি সমাচরণ করিতেন।

যদিও এখানে Rawlinsonএর মতে এই Chukamin বা চিকিৎসক সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু এই দেশের প্রাচীন ইতিহাসে এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে, মন্ত্র, হোম, জলপড়া, কবচ, প্রভৃতি ছাড়া, কোন প্রকার ঔষধ-প্রয়োগ—রোগপ্রতিকারার্থ ব্যবহৃত হইত।

"This is why Herodotus found no physician it Babylon and Assyria. There was no Science of medicine. It was simply a branch of magic, and was practised by incantations and exorcisms, the use of philters and enchanted drinks."

গৃহদ্বারে বৃষ কিম্বা শুভকর পশুপক্ষীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিলে পাপ-দেবতারা সে গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না, এরূপ বিশ্বাস এই জাতির ভিতর যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের দেশের পুরাণ সকলেও এইরূপ মত পরিদৃষ্ট হয়। রোগীর গৃহের চতুঃপার্শ্বে আশীর্ব্বচন, মন্ত্র, স্তুতি, এমন কি রোগীর শয্যায় এবং শীর্ষদেশে দেবতাদিগের নাম সংস্থাপন করার রীতি ছিল। অধিকন্তু রোগীর পান ও ভোজন পাত্রের গাত্রে মন্ত্র সকল অঙ্কিত করা হইত, লোকের বিশ্বাস এই সকল পাত্র হইতে পান এবং ভোজন মঙ্গলজনক।

ফলতঃ মনে হয়, এ সব যেন আমাদের দেশেরই শান্তি, স্বস্ত্যয়নের অবিকল অনুকরণ! উচাটন, বশীকরণ তাহাও যেন ঠিক আমাদের মত। মন্ত্রগুলিও এমনভাবে এমন করিয়া বিরচিত যেন মনে হয়—আমাদেরই প্রাচীন অথর্ব্বাদি বেদের সূক্ত সকল, এখানে কে যেন যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছে।

ফলতঃ আমাদের অথর্ব্ববেদে যেমন শান্তিকপৌষ্টিক আভিচারিক বিধি সকল মন্ত্রাকারে systematized, এখানেও দেখি ঠিক যেন সেইরূপ।

৯০০০ বৎসর পূর্ব্বে, নিপ্পুরের বল নামক দেবতা বা অসুরের অদ্ভুত মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া যাহারা প্রাচীন যুগে আপনাদিগের উন্নত শিল্পনৈপুণ্যের

পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, সেই প্রাচীন আকাডিয়ান জাতির চিকিৎসা-বজ্ঞানের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারি, যে ইহাদিগরও প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞান, দুইটি স্তরে বিভক্ত। জানিতে পারি, যে ইহার প্রথম স্তরের চিকিৎসাবিজ্ঞান, একমাত্র "ভূতাভিষঙ্গ" যাবতীয় ব্যাধির উৎপত্তির হেতু এইরূপ ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার দ্বিতীয় স্তর যে ভিত্তির উপর সংস্থাপিত, তাহার মূলে আমরা দেখিতে পাই, লোকের মনে যেন সে সময়ে ধারণা হইয়াছে, ব্যাধি পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধের ফলস্বরূপ দেবতা-দিগের দ্বারা প্রেরিত হইয়া মনুষ্যদেহে সহসা সমুৎপন্ন হয়। এই দুইটি বিশ্বাস চিকিৎসাবিজ্ঞানে দুইটি প্রধান স্তর পরিগঠন করিলেও, আমরা দেখিতে পাই, আর একটি বিশ্বাস এই উভয় স্তরকে একত্র সংযোজিত করিয়া সেখানে বিদ্যমান অর্থাৎ সকলেরই ধারণা, এই সংসার ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের সংগ্রামক্ষেত্র। একদিকে পাপমতি জিঘাংসু অধর্ম্মের দল, আর তাহার বিপক্ষে ধর্ম্মমতি দেবতা সকল তাহাদিগকে সর্ব্বত্রই, বিশেষতঃ মনুষ্যদেহে, বিনাশ করিতে প্রযত্নশীল। ব্যাধি ভূতাভিষঙ্গোত্থই হউক, আর যথাকালে মনুষ্যদেহে পূর্ব্বজন্মকৃত অপরাধের ফলস্বরূপেই দেবতাদিগের দ্বারা প্রেরিতই হউক, একমাত্র পুরোহিতদিগের হস্তে ইহাদিগের প্রতিকার সংন্যস্ত। ভূতই হউক, আর দেবতাই হউক, তাহারা পুরোহিতদিগেরই আয়ত্তাধীন। ভূতদিগকে শাসন করিতে হইলে, পুরোহিতগণই তাহাতে পারদর্শী; দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদিগের সহায়তা লাভ করিতে হইলে, পুরোহিতগণই জানেন, তাহা কি করিয়া সুসম্পন্ন করিতে হয়।

যে প্রমাণ সকলের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এই কথা বলিতেছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। Berdœ বলিয়াছেন :—

"In the Chaldian creed all diseases were the work of demons. This is why Herodotus found no Physician in Babylon and Assyria. There was no Science of medicine. Professor Lenormant said the idea of punishment of sin by means of disease, was a dogma of a later School of Chaldian thought. The old religion of spirits and upon which Chaldian magic was originally founded, was independtly the doctrine of the priests of magic, so that there were two sets of priests in later Chaldian civilization—the old class who composed incantations to the

spirits who fought with and replaced the disease-demons, and the Theological priests who urged repentance for sin as the only means by which one could get rid of his sufferings."

৩। প্রাচীন পারস্য

পারসিকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তার বর্ণনায় অসুর মজদ যদিও অসুরদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, কিন্তু ত্রিত বা ত্রৈতন সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক।

হামজার মতে তিনি ঔষধসূত্র সকল আবিষ্কার করেন।

"According to Hamza he was the inventor of medicine."

তবিদ্ সকল (Tavids=formulas of exorcism) তাঁহার নামের দোহাই দিয়া বিরচিত।

"The Tavids (formulas of exorcism) against sickness are inscribed with his name."

চর্ম্মরোগ, উষ্ণ ও শীতজ্বর, বাতপিত্ত শ্লেষ্মার প্রকোপ, বারবেশী রোগ, অহিজাত প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধিসকল দূর করিতে ত্রৈতনের ফারবসি বিশেষ শক্তিশালী বলিয়া অবস্তায় বর্ণিত হইয়াছে।

"And we find in the Avesta itself the Farvashi of Thrætoana invoked against itch, hot fever, cold fever, humours, Varveshi; against the plague created by the serpent."

পারসিকদিগের বিশ্বাস ব্যাধি সকল অহি নামক সর্পের সৃষ্টি। এইজন্য বিষহরদিগের নাম করিয়া বিষ ঝাড়াইতে হয়। ত্রিত সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, তিনি অহিনামক সর্পকে বধ করিয়াছিলেন; ইহার জন্য তিনি বিষহরদিগের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

ঔষধের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানীয় হওয়ামা বা সোম ও তাঁহার আবিষ্কৃত; সুতরাং সোমের পুরোহিত, এবং অহি হন্তা, একাধারে এই দুইটি গুণ থাকায় জন্য, ত্রিতই অবস্তার আদি চিকিৎসক।

"Thus Thrita Thertoana had a double right to the title of the first of the healers both as a priest of Hoama and as the conqueror of the serpent."

অহ্রিমান দশ সহস্র ব্যাধি সৃষ্টি করিলে, অহুর মজদ ত্রিতকে ডাকিয়া দশ সহস্র ঔষধ প্রদান করেন, এই সকল ঔষধের মধ্যে সোম কেন্দ্রস্থানীয়।

"Ormuzd (Ahura Muzd) brought him from heaven ten thousand healing plants which had grown round the tree of eternal life, which is the white Hoama (the Indian Soma) or Goakerena, which grows in the middle of the Sea (Vouru-kasha)."

অবস্তার ত্রিত বা ত্রৈতন সম্বন্ধে যে সকল কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে আমাদিগের মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, যে পারসিকদিগের প্রথম বিশ্বাস ছিল, ঔষধের সহিত মন্ত্রশক্তি, সংযুক্ত হইলে, ইহা সর্ব্বব্যাধি বিনাশক হয়! সেই জন্য অবস্তায় লিখিত আছে, অহুর মজদ যখন, স্বর্গ হইতে সোম আনয়ন করিয়া মর্ত্ত্যে সংস্থাপন করিলেন, তখন তিনি বলিয়াছিলেন :—

"To thee, O Sickness, I say Avaunt !
To thee, O Death, I say Avaunt !
To thee, O Pain, I say Avaunt !
To the, O Fever, I say Avaunt !
To the, O Disease, I say Avaunt !"

Vanidad, Fargad, XX. 7.

কিন্তু এই প্রাচীন মত জোরায়ষ্টারের সময়ে সম্ভবতঃ নূতন আকার ধারণ করে। জোরায়ষ্টারের বিশ্বাস এ জগতে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রাম চলিয়াছে। অহ্রিমান—অধর্ম্মের দলের প্রধান, অবমজদ, ধর্ম্মের দলের শীর্ষস্থানীয়। অহ্রিমান অন্ধকারের স্রষ্টা, অহুরমজদ আলোকের স্রষ্টা। ইজেড সকল (Izeds) অহুরমজদের অনুচর (angels and archangels) জোরায়ষ্টারের সময় দেব শব্দের উপর ভয়ানক বিজাতীয় বিদ্বেষের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়।

এই সময় দেব বলিতে অধর্ম্মের সম্প্রদায় এবং অসুর বলিতে ধর্ম্মের সম্প্রদায় বুঝাইত। দ্রুজ ও অহ্রিমান একই দেবতা। মানুষও দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; কেহ ধর্ম্মের দলের, কেহ বা অধর্ম্মের দলের। ধর্ম্মের দলে যাহারা, তাহাদিগকে আশার (Asha) দলে বিবেচনা করার রীতি ছিল। দ্রবন্ত (Dravant) আশার বিরুদ্ধে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, পারসিকদিগের বিশ্বাস অধর্ম্ম দিনরাত্রি মানুষের অনিষ্ট

চেষ্টায় রত। ছিদ্র অন্বেষণ তাহার ব্যবসায়। অশুচি শরীর পাইলেই তাহারা তাহাতে আবিষ্ট হয়। অশুচি শরীরের মধ্যে মৃতদেহই প্রধান। শরীর হইতে নখ, কেশ প্রভৃতি যাহাই কেন বিযুক্ত হউক না, তাহাও মৃতদেহকল্প এবং অশুচি।

"We learn from the Zendavesta that the doctrine of Zoraoster teachas that only real death makes one unclean but also partial death also."

শরীর হইতে কোন পদার্থ বিযুক্ত হইলেই তাহা পাপদেবতার আশ্রয়স্থল হয়। স্ত্রীরজঃও এইজন্য অশুচি। প্রশ্বাস শরীর হইতে বিযুক্ত হয় বলিয়া তাহাও অশুচির মধ্যে গণ্য; এই জন্য ফুঁ দিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ অবৈধ। ইহাতে অগ্নি অপবিত্র হয়।

রজঃ অশুচি বলিয়া ঋতুমতী স্ত্রীও অশুচি। সুতরাং ইহাদের স্বতন্ত্র ঘরে থাকার নিয়ম। হাতে হাতে ইহাদিগকে খাদ্য দেওয়া সেই জন্য নিষিদ্ধ। খাদ্যও বেশী দেওয়া উচিত নহে। বেশী খাদ্য দিলে সে খাদ্য পাপদেবতাদিগের পেটে যায়।

মৃতবৎসা নারী সর্ব্বাপেক্ষা অশুচি। মৃতবৎসা নারীকে প্রাণান্তে জল দেওয়া হয় না।

সন্তান প্রসবের পর তিন দিন প্রসূতির মৃত্যু ঘটা খুব সম্ভব। ঐ তিন দিন পাপদেবতা অহরহঃ ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ায়, কি করিয়া তাহাকে সংহার করিবে। সূতিকা গৃহে সেইজন্য দিবারাত্রি প্রদীপ কিম্বা অগ্নি জ্বালিয়া রাখা হয়। অগ্নি থাকিলে সে গৃহে পাপদেবতা প্রবেশ করিতে পারে না।

গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও রক্ষা করিতে হইলে, গৃহে দিবারাত্রি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখার নিয়ম।

জোরায়ষ্টারের মতেও ব্যাধি পাপদেবতার সৃষ্টি; সুতরাং মন্ত্রই ইহার প্রধান ঔষধ।

যদি কোন গৃহে রোগীর চিকিৎসার্থ শল্যহর চিকিৎসক, রসবিশারদ বৈদ্য এবং মন্ত্রবিশারদ পুরোহিত একসঙ্গে উপস্থিত হন, তাহা হইলে অসুর মজদ প্রশ্ন করিলেন, "হে স্পিতিমা জরাথুস্ত্র। ইহার মধ্যে কাহার শরণাপন্ন হইবে? উত্তর—মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক; তাঁহারই শরণ গ্রহণীয়।

It declared that "If several healers offered themselves together, O Spitama Zarathastra ! namely one who heals with the knife, one who heals with herbs, ann one who heals with the holy words (i. e. by spells) it is this one who will best drive away sickness from the faithful,"

ফলতঃ মন্ত্রই ঔষধ এ বিশ্বাসের উৎপত্তির মূলে সেই একই যুক্তি :— মনুষ্য শরীরে পাপদেবতা আবিষ্ট হইয়া ব্যাধি উৎপন্ন করে।

"Logic compelled that a sick man should be treated as one possessed. Sickness is sent by Arhiman and is to be cured by washings and spells."

জোরাষ্টারের পূর্ব্বে মন্ত্র ও তন্ত্রের সম্মিলনে চিকিৎসা করাই বিধেয় বলিয়া লোকের ধারণা ছিল. কিন্তু জোরাষ্টারের সময় মন্ত্রচিকিৎসাই ইরানীগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন।

রোগহর বৈদ্য ও শৈল্যতন্ত্র চিকিৎসক যে সে সময় ছিল না তাহা নহে, কিন্তু তাহাদিগকে সহজে অসুরদিগের চিকিৎসার উপযুক্ত বিবেচনা করা হইত না। দেবতাদিগের চিকিৎসায় তাহাদের শরীর ছিন্ন ও বিদ্ধ করিয়া মন্ত্র-চিকিৎসক কৃতকার্য্য হইলে, তবে তাহারা অসুরদিগের চিকিৎসার অধিকারী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। দেবতাদিগকে পর পর তিনবার চিকিৎসা করিয়া কৃতকার্য্য হইলে, তারপর তাহাদিগকে অসুরদিগের চিকিৎসা করিতে দেওয়া হইত। আর কৃতকার্য্য না হইলে, তাঁহারা অসুরদিগের চিকিৎসায় অনধিকারী থাকিতেন। দেবতাদিগের উপর ইহা এক প্রকার vivisection নহে কি ?

পারসিকদিগের প্রাচীন চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে প্রদত্ত হইল, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই, ইহার দুইটি স্তর। প্রাচীন স্তরে যখন আর্য্য ইরানী এবং আর্য্য হিন্দুগণ একই শাখাস্বরূপ একই জাতি ছিলেন, সে সময়ে রসমন্ত্রের মিলিত চিকিৎসাই ইহাদের ভিতর সমাদৃত ছিল। পরে দেবাসুরের যুদ্ধের পর জোরাষ্টারের অভ্যুদয়ে মন্ত্রচিকিৎসাই আবার প্রবল হয়। মন্ত্রচিকিৎসা প্রবল হওয়ার কারণ জোরাষ্টারের ধর্ম্মবিশ্বাসের ভিত্তি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের জয় পরাজয় লইয়া। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ইহার মতে রূপক নহে,— দেবযোনি ও ভূতযোনির মত যোনিবিশেষ (Spirits)।

"The most characteristic feature of Zoroaster's teaching is the dualistic conception of the scheme of the Universe according ta which two powers—a

good and an evil—are for ever contending for the mastery—Ormuzd against Ahriman. Ormuzd is of light, and from him emanate the good Spirits whose laws are executed by Izeds, who are angels and archangels.

Ahriman is of the darkness, and from this emanate Dævas, powers by whom mankind are led to their destruction—evil powers, false Gods, devils. From these Dævas proceed all the evil that is in the world; they are agents of that higher evil principle Druj, or falsehood and deception and are the causes of all diseases, which can only be cured by the good spirits. Man belongs either to Orimuzd or to Ahriman according to his deeds. If he offers sacrifice to Ormuzd and the gods aud helps them by good thoughts, good deeds and spreads life over the world and opposes Ahriman by destroying evil, then he is a man of Asha who drives away fiends and diseases by spells. He who does the contrary to this is a Dravant "demon", a foe of Asha."

জোরায়ষ্টারের এই মত যেন ভারতের মার্কণ্ডেয়পুরাণের মতের যথাযথ অনুকরণ। মার্কণ্ডেয়পুরাণের রচনাকাল অধ্যাপক উইলসন সাহেবের মতে খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দী। আর জোরায়ষ্টারের প্রাদুর্ভাব কাল সম্বন্ধে নানা মত পরিদৃষ্ট হয়। তবে তিনি যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই। Duncker বলেন, খৃষ্টের ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে তিনি প্রাদুর্ভূত হন। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি মুসার সমসাময়িক। জেন্দাবস্তা অনুসারে তিনি বিটসপ্ বা গুষ্টাপের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। বিটসপ্‌কে অনেকে ডেরায়স হিসটাপিস বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ডেরায়স হিসটাপেসের রাজত্বকাল হওয়াই সম্ভব।

কিন্তু আরিষ্টটল এবং ইউডক্সস্ বলেন, জোরায়ষ্টার প্লেটোর আবির্ভাবের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। প্লেটো খৃষ্টাব্দের ৪২৭ হইতে ৩৪৭ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

"Aristote and Eudoxus stated that he lived six thousand years before Plato."

অধ্যাপক মোক্ষমুলার বলেন, জোরাষ্টার যে ভারতবর্ষ আসিয়া এখান হইতে পারস্য দেশে গমন করেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

"That the Zoroastrians and their ancestors started from India, during the

Vedic period, can be proved as distinctly as that the inhabitants of Massilia started from Greece. Many of the gods of the Zoroastrians come out * * * as reflections and deflections of the primitive and authentic gods of *Veda.*"

এই অভিযান এখন হইতে অন্যূন ৪০০০ বৎসরের ঘটনা। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাই আমরা বলিয়াছি, যে দেবাসুরের যুদ্ধের পর হপ্তহিন্দু হইতে জরাথস্রু পারস্যে ফিরিয়া যান।

৪। তিব্বত।

তিব্বতীয়দিগের বিশ্বাস মনুষ্যশরীর ৪৪০ প্রকার রোগের বশীভূত; বেশীও নহে, কম নহে। লামাদিগকে এই সকল রোগের লক্ষণ এবং চিকিৎসা কণ্ঠস্থ করিতে হয়। এজন্য পুস্তকও আছে।

প্রশ্ন উত্তরে এই পুস্তক লেখা। শৃঙ্খলা ইহার ভিতর একবারেই নাই।

চীনাদিগের মত ইহারা রক্তপাতে ভীত নহে! রক্তমোক্ষণ, (cupping) খুব চলিত।

মূত্র পরীক্ষায় ইহাদের বড় রোক্। রোগী না দেখিয়া কেবলমাত্র মূত্র পরীক্ষা করিয়া ইহারা রোগ নিরূপণ করিয়া থাকে; ইহা আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষার মত নহে। কাটি দিয়া প্রস্রাবের উপর খুব করিয়া জোরে তাহারা আঘাত করিতে থাকে, আর শুনে, ইহার বুদ্বুদ হইতে কিরূপ শব্দ উঠিতেছে। শব্দ শুনিয়া সেই শব্দের উপর নির্ভর করিয়া রোগীর স্বাস্থ্য ও অস্বাস্থ্য স্থির করে।

যদিও ইহাদের মধ্যে বিজ্ঞান বলিয়া কিছু নাই, কিন্তু বহুদর্শিতা ফলে ইহাদের এমন সকল ঔষধের সংগ্রহ আছে, যে তাহার ক্রিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহাতে বিজ্ঞান না থাকিলেও বহুদর্শিতা আছে।

"They may nevertheless be in possession of very important secrets, which Science alone, no doubt, is capable of explaining, but which, very possibly Science itself may never discover."

অর্থাৎ মানুষ বিজ্ঞান না জানিলেও সময় সময় বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে উপনীত হয়। তাহার দৃষ্টান্ত চীনেরা বারুদ প্রস্তুত করে, কিন্তু কেন ইহা উহাতে মিশায় তাহারা বলিতে পারে না।

৫। তাতার

মঙ্গোলিয়ার অধিবাসিগণ, জীবদেহে কোথায় কি অস্থি আছে, সব জানে।

পশুচিকিৎসায় ইহারা বিলক্ষণ পারদর্শী। শিংএর ভিতর পুরিয়া গরু, ঘোড়াকে ঔষধ খাওয়ায়। ইহারা বস্তি দ্বারা বস্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার শীর্ষদেশে শৃঙ্গ যোজনা করিয়া সুন্দররূপে পিচকারী দিতে পারে! পশুর দেহে কি রোগে, কোথায় কাটিতে খুঁড়িতে হয়, তাহাও বেশ জানে। ভাল ভাল শরীরতত্ত্ববিদ্ কিম্বা অস্ত্রচিকিৎসকের যে জ্ঞান, ইহাদের সে সমস্তই আছে, কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই মোটা ধরণের।

তাতার দেশে লামারাই চিকিৎসক। কাহারও কঠিন পীড়া হইলে নিকটবর্ত্তী মঠে গিয়া সংবাদ দেওয়া হয়; একজন লামা আসেন। প্রথমেই তাঁহার কার্য্য রোগীর নাড়ী পরীক্ষা। আমরা যেমন এক হাতের নাড়ী পরীক্ষা করি, ইঁহারা সেরূপ করেন না; একসঙ্গে উভয় হস্তের নাড়ী দেখেন। দেখেন যেন বীণাযন্ত্রের তার, কোনস্থানে বিগড়াইয়া গিয়াছে কি না। তারপর অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গম্ভীরভাবে রোগের নাম স্থির করেন। তাতারবাসী-দিগের বিশ্বাস রোগ ভূতাভিষঙ্গোত্থ; এই ভূতকে ইহারা Tchutgour কহে। সুতরাং কি করিয়া এই ভূতের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়, চিকিৎসকের তাহাই পরবর্ত্তী চিন্তা।

অন্য দেশের ভূতবিদ্যায় মন্ত্র আগে, পরে ঔষধ; এখানে কিন্তু উল্টা—আগে ঔষধ পরে মন্ত্র।

"The expulsion of the demon is first a matter of medicine."

সুতরাং প্রথমেই ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। ইহারা খনিজ দ্রব্যের উপর চটা; গাছগাছড়া দিয়া কষায় ও ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে প্রথমে খাওয়ান হয়। সঙ্গে সঙ্গে বড়ী ঔষধও দেওয়া হয়। যদি ঔষধ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কুছ্ পরোয়ানা নাই,—কাগজের টুকরার উপর ঔষধগুলির নাম লিখিয়া লামা চিকিৎসক থুঁতু দিয়া বড়ী করিয়া রোগীকে বলেন—খাও!

"He writes the names of the remedies upon a little scrap of paper, moistens the paper with his saliva,"

রোগী অম্লানবদনে তাহা গভীর শ্রদ্ধার সহিত তৎক্ষণাৎ উদরস্থ করে।

"The patient tosses down (the same) with the same perfect confidence as though they were genuine medicaments."

ঔষধ পান করা আর ঔষধের নাম পান করায় একই ফল।

(Comes precisely to the same thing).

ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা পাপপিশাচকে জব্দ করিয়া পরে মন্ত্রের দ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করা হয়। ইহাই লামাদিগের রোগের চিকিৎসা। এখন রোগীর আর্থিক অবস্থা লইয়া কথা—তেমন তেমন রোগী হইলে, ঘোড়া চাই, পোষাক চাই, ভূত, ছাড়িয়া যাইবার সময় এ সব প্রয়োজন মনে করিতে পারে। আর রোগী দরিদ্র হইলে, দুই একটি মন্ত্রেই চিকিৎসা শেষ করিয়া লামা গৃহে ফিরিয়া যান।

রোগী সম্পত্তিশালী হইলে, সে স্বতন্ত্র কথা। বড় লোকের ভূত একা থাকেন না; অনুচরগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে আসিতে হয়। সুতরাং ঘোড়া একটা হইলে হয় না, পোষাকও অনেকগুলি চাই। এইরূপ নানারকম পাওনা থোওনার বন্দোবস্ত করিয়া পুরোহিত রোগ প্রতিকারে ব্রতী হন। একা হইলে কাজ ভাল হয় না, সুতরাং নিজের আত্মীয় যে যেখানে থাকে, সব ডাকা হয়। নিকটবর্ত্তী স্থানের কুটুম্ব এবং অন্তরঙ্গগণও আসিয়া কাজের সাহায্য করিতে থাকেন। একসপ্তাহ বা একপক্ষ মন্ত্রপাঠ হয়;—তারপর যখন দেখেন যে রোগীর গৃহে, চা ও মেষমাংসের অভাব অনুভূত হইতেছে, তখন ভূতও প্রস্থান করে, তাঁহারাও প্রস্থান করেন। যাইবার সময় বলিয়া যান, যদি রোগী সারে ভালই, না সারে তাহাতেও ক্ষতি নাই; ভূত ত যাইবেই; রোগীরও শেষকালে সদ্গতি হইবে। লোকও তাহাই বিশ্বাস করে। রোগী মারা পড়িলে ভাবে—

"The patient has transmigrated to a state far better than that he has quitted."

M. Huc স্বচক্ষে এই লামাদিগের চিকিৎসা প্রণালী দর্শন করিয়া যে গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে লোকের ধারণা হইবে, মন্ত্রচিকিৎসা আমাদের দেশে এবং অন্য দেশে কিরূপ আড়ম্বরপূর্ণ; এবং ইহাদের ভিতর কি কি প্রভেদ। টকুরায় সামন্তের—খুড়ী কি পিসি কি মাসীর (auntএর) সবিরাম জ্বর (intermittent fever)। লামাদিগকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই, কারণ যদি তাহারা বলে ইহার স্কন্ধে একজন বড়দরের Tchut gour আছে, তাহা হইলেই যথাসর্ব্বস্ব যাইবে এই ভয়ে! কিন্তু খুড়ীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হওয়ায় অগত্যা লামাদিগকে সংবাদ দিতে হইল। সম্ভবতঃ যে সময় বা যে দিন জ্বর আসিবার পালা, সেই সময়ের পূর্ব্বে বা সেই দিনে একজন লামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

টকুরার আশঙ্কাই ঠিক হইল। স্থির হইল একজন বড়গোছের ভূত খুড়ীর ঘাড়ে চাপিয়াছে। লামা রোগ ঠিক করিয়া বলিলেন, আর চিকিৎসার বিলম্ব করা উচিত নহে। তৎক্ষণাৎ আর ৯ জন লামাকে ডাকিয়া পাঠান হইল। তাঁহারা আসিয়াই গাছগাছড়া দিয়া একটা ভূতের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। মূর্ত্তির নাম রাখা হইল, Demon of intermittent fever। মূর্ত্তিটাকে রোগীর তাম্বুর ভিতর একটা লাঠি পুতিয়া তাহার সাহায্যে খাড়া করিয়া দেওয়া হইল।

রাত্রি ১১টা বাজিয়াছে; লামারা অর্দ্ধচক্রে শংখ, ঘণ্টা, এবং তাতারী বাজনা লইয়া তাম্বুর উচ্চাংশে উপবিষ্ট হইলেন, আর অর্দ্ধচক্রে বাড়ীর যত লোক মাটীতে নিম্নে বসিয়া চক্রটি পূর্ণ করিল। রোগিনীকে হাঁটু গাড়িয়া নতভাবে ভূতের কৃত্রিম মূর্ত্তির সম্মুখে বসিতে বলা হইল। রোগিনী তাহাই করিলেন। লামা চিকিৎসকের নিকট একটা সরিষাপূর্ণ তামার পাত্র, তাহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্কনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি। এ সকল পূর্ব্বেই সঙ্গে করিয়া আনা হইয়াছিল।

ঘরে ঘুঁটেয় আগুণ জ্বালা হইয়াছে। তাহার অল্প অল্প ক্ষীণ রশ্মিতে স্থানটি যেন কাঁপিতে ছিল। ইঙ্গিতমাত্র, বাজনা এমন কর্কশভাবে বাজিতে আরম্ভ করিল যে, ইহা শুনিলে সয়তান যে তাহারও ভয় হয়। বাড়ীর লোক বাজনার সঙ্গে হাততালি দিতেছে। খানিকক্ষণ বাজনার পর মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হইল। লামার হাঁটুর উপর এই পুস্তক অবস্থিত। লামা মন্ত্রপাঠ করেন, আর মধ্যে মধ্যে পূর্ব্ব, পাশ্চম, উত্তর, দক্ষিণে থাপ্‌লা থাপ্‌লা করিয়া সরিষা ছড়ান। কখন কান্নার স্বর—কখন উগ্র স্বর! সহসা ক্রোধ—ভীষণ ক্রোধ! লামার দেহ যেন ক্রোধে কাঁপিতেছে—ভূতের মূর্ত্তিকে ভয়ানক গালাগালি! তাহার সঙ্গে বিকট মুখভঙ্গি! হটাৎ গালাগালি বন্ধ হইল; লামা দুই হস্ত বাম ও দক্ষিণে বিস্তার করিলেন; আবার ঘোরতর রবে বাজনা বাজিয়া উঠিল। বাড়ীর লোক সহসা একে একে উঠিয়া গিয়া তাম্বুর চারি পাশে ঘুরে, আর পাগলের মত তাম্বুকে আঘাত ও চীৎকার করে। বার বার তিনবার এইরূপ করার পর তাহারা তাম্বুর ভিতর আবার ফিরিয়া আপন আপন আসনে স্থির হইয়া বসিল। অপর লামাগণ অশ্রদ্ধারভাবে মুখাবৃত করিলেন; প্রধান লামা তখন ভূতের প্রতিমূর্ত্তিতে আগুণ লাগাইয়া দিলেন। যেই অগ্নিশিখা বিস্তৃত হইল, অমনি লামা ভয়ানক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। অন্য লামারাও তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন।

বাড়ীর লোক এই অবসরে উঠিয়া প্রতিমূর্ত্তিটাকে টানিয়া একটা মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়া গালি দিতে দিতে তাহার সৎকার শেষ করিল।

ইতিমধ্যে লামারা বিকট গম্ভীরস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। বাড়ীর লোক প্রতিমূর্ত্তি দাহ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিলে, মন্ত্রপাঠ শেষ করিয়া লামারা পরস্পর কোলাকুলি ও আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরক্ষণে বাড়ীর লোক আগে আগে প্রত্যেকে এক একটি মশাল হাতে করিয়া, তারপরে দুজনে রোগীর দু পাশে রোগীকে মধ্যে করিয়া তাম্বু হইতে বাহির হইল। তারপর ৯ জন লামা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলেন। ভয়ঙ্কর বাজনা বাজাইতে লাগিল, এইরূপ সকলে সারবন্দী হইয়া দূরস্থিত আর একটি তাম্বুতে রোগিনীকে লইয়া গেলেন। হুকুম হইল রোগিনী একমাস নিজের তাম্বুতে যাইবেন না। এই চিকিৎসার ফলে রোগিনীর পালার সময় আর জ্বর আসিল না।

M. Huc বলেন, কারণ মনে হয় counter-excitement অর্থাৎ যে সময়ে জ্বর আসিবে সে সময় এইরূপ করায় সে দিন জ্বর আসিল না। ইহার ব্যয় :—

"As the devil is one of the chief of the lower world it would not be decent, for a great Tchut gour to travel like a mere spirte ; the family, accordingly are directed to prepare for him a handsome suit of clothes, a pair of rich boots, a fine horse, ready saddled and bridled, otherwise the devil will never think of going, physic or exercise him how you may. It is even possible, indeed, that one horse will not suffice, for the demon, in very rich cases, may turn out upon inquiry to be so high and mighty a prince, that he has with him a number of courtiers and attendants, all of whom have to be provided with horses."

এই ত গেল দক্ষিণা ; ইহার উপর ভোজনব্যাপার তাও সহজ নহে।

"Everything being arranged the ceremony commences. The Lama and numerous co-physicians called in from his own and other adjacent monasteries, offer up prayers in the rich manstent, for a week or a fortnight, until they have exhausted all the disposable tea, aud sheep. If the patient recovers, it is a clear proof that the prayers have been efficaciously re-cited ; if he dies, it is still a greater proof of the efficaciousness of the prayers, for not only is the davil gone, but the patient his transmigrated to a state far better than that he has quitted."

এরূপ ফলাফলও মন্দ নহে !

তিব্বত, তাতার প্রভৃতি দেশের মন্ত্রচিকিৎসার মূলেও বিশ্বাস ভূতাভিষঙ্গ হইতে রোগের উৎপত্তি, কিন্তু এখানে ভূত তাড়াইতে বলি উপহারের যেমন ব্যবস্থা আছে, তেমনি মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগে জোর করিয়া তাহাকে দেহ হইতে বহিষ্করণ করাও প্রয়োজন এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাতারে ভূতের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ—ইহাই এখানে আমাদের শিক্ষা স্থল; তিব্বতীয়দিগের মূত্র পরীক্ষায়ও বিশেষত্ব আছে।

৬। চীন

মঙ্গলিয়া জাতির মধ্যে চীন প্রধান জাতি। অধ্যাপক মোক্ষমূলার বলেন, চাইনা, জাপান, তিব্বত, ও কোরিয়ার অধিবাসীগণ এবং ইউরাল, আলটাই ভূখণ্ডের অধিবাসী তুরনীয়গণ পরস্পর ধর্ম্ম এবং আভিজাত্যে এক।

অধ্যাপক সেইস্ ও এচ ডিলা কুপারীর মতে চীন ও আকাডিয়া পরস্পর সংসৃষ্ট। অধ্যাপক ডিলা কুপারী বলেন, খৃষ্টাব্দের ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বে চীন, সুসিয়ানা হইতে উত্তর পশ্চিম চাইনায় প্রবেশ করিয়া সেখানে প্রথম আপনাদিগের উপনিবেশ সংস্থাপন করে।

ফিনো টাটারির পৌরাণিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ফিনলাণ্ডের দেবতত্ত্বের সহিত আকাডিয়া ও চালডিয়ার দেবতত্ত্বে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে আরও বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীন যুগে কি করিয়া একস্থানের মন্ত্র ও ঔষধি অন্যস্থানে প্রচারিত হইয়াছিল! মঙ্গলিয়ার অধিবাসীদিগের গভীর বিশ্বাস, মন্ত্রের উপর। চীনের Taoismও ঠিক এইরূপ। এমন কি এমন বৌদ্ধধর্ম্ম ইহাও ইহাদের হস্তে পড়িয়া এখন মন্ত্রের মধ্যে পরিণত হইয়াছে! ইহাকে ইংরাজীতে Shamanism বলে। ঠিক বলিতে গেলে, কন্‌ফিউসিয়সের ধর্ম্মই চীনদিগের ধর্ম্ম। পরলোকগত পিতৃগণের প্রীতিই এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য।

"It is simply a development of the worship of ancestory."

আর ইহাই চীনের আদিম নিবাসীদিগের ধর্ম্ম। ফলতঃ যে কোন ধর্ম্মই চীনবাসিগণ অবলম্বন করুক না কেন, মোটের উপর পিতৃগণের উপাসনা তাহাতে থাকিবেই থাকিবে। কন্‌ফিউসিয়সের খাঁটি মত নাস্তিকতা।

চীনদিগের সভ্যতার ইতিহাস অতি প্রাচীন হইলেও, কিন্তু মিশর কিম্বা

চালডিয়ার প্রাচীন ইতিহাস এখন যেমন আমরা জানিতে পারিয়াছি, চীনদিগের সেরূপ কোন বিশ্বস্ত ইতিহাস নাই। যাহা আছে তাহা আধুনিক; খৃষ্টাব্দের দুই এক শতাব্দীর পুর্ব্বে।

চীনেরা বলে,—Huangti তাহার পুস্তকে প্রথম ভৈষজ্যতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন। এই পুস্তকের উদয়কাল খৃষ্টাব্দের ২৬৩৭ বৎসর পূর্ব্বে। এ পুস্তক এখনও আছে, কিন্তু ইহার নূতন নাম হইয়াছে Nuykin. এই সংস্করণ খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে সঙ্কলিত।

কথিত আছে, সম্রাট্ Chin-nung খৃষ্টাব্দের ২৬৯৯ বৎসর পুর্ব্বে একখানি পুস্তক রচনা করেন, তাহা ঔষধের তালিকা।

এই হিসাবে বলা যাইতে পারে (২৬৯০+১৯১০=৪৬০০) প্রায় ৪৫০০ বৎসরের উর্দ্ধে ইহাদিগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রারম্ভ। সুতরাং দেবাসুরের যুদ্ধ ইহার পরের ঘটনা বলিতে হইবে। ইহাদিগের বিশ্বাস, পুর্ব্বজন্মের কুকর্ম্মের ফলে, এ জন্মে, মানুষ রোগ ভোগ করে। রোগরূপশাস্তি, দেবতাদিগের প্রদত্ত।

"They are sent by the Gods as a punishment for sins committed in a previous state of existence."

আমরা যাহাকে "বাতাস লাগা" বলি, ইহারা মনে করে—শারীরিক এবং এবং মানসিক ব্যাধিমাত্রেই "বাতাস লাগা" হইতে উৎপন্ন হয়।

"All bodily and mental disorders spring either from the air or spirits."

ইহাই প্রকারান্তরে ভুতাবেশ। সুতরাং চীনের সর্ব্বত্রই লোকের ভূতাবেশের উপর গভীর বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ত ছিলই, তাহার উপর বৌদ্ধধর্ম্ম আসিয়া মিলিত হওয়ায়, লোকে ব্যাধিকে আত্মাপরাধ বৃক্ষের ফলস্বরূপ (well-merited penalty) বলিয়া মনে করিয়া ইহার প্রতিকারের জন্য তেমন আর ব্যাকুল নহে। মনের ভাব—রোগের প্রতিকার করিতে গেলে পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যাঘাত করা হইবে।

"Arch-deaehon Grey found a grieviously afflicted monk in a monastery in the White Cloud Mountains. He desired to take him to the Canton Medical Missionary Hospital; but the abbot took him aside, and begged not to do so, as the sufferer had doubtless in a former state of existence been guilty of some henious crime, for which the gods were then makiug him pay the well-merited penalty."

যদি রোগের নিতান্তই প্রতিকার আবশ্যক হয় তাহা হইলে, চীনেরা, যাহারা নিকট অপরাধী সেই দেবতা বা অপদেবতার প্রীতির জন্য যত্নপরায়ণ হয়। কিন্তু রোগী কোন্ অপদেবতার নিকট অপরাধী, তাহা স্থির করা সহজ নহে। স্থির করিবার একটা উপায় এই তাহারা বাহির করিয়াছে, যে রোগীর পরিচারক কোন ব্যক্তি, ধূপের জলন্ত কাঠি হাতে করিয়া রোগীকে জিজ্ঞাসা করে "বল, কোন্ দেবতার নিকট তুমি অপরাধী ?" উত্তরে রোগী যাহা বলে, লোকের বিশ্বাস দেবতা নিজেই তাহা রোগীর মুখ হইতে বাহির করাইয়া দেন।

দেবতা স্থির হইলে, তাহারা তাঁহার মন্দিরে গমন করে ও সেখান হইতে একটি তীর লইয়া বাড়ী ফিরে। তীরটি ২ ফিট লম্বা—'command" এই শব্দটি তাহাতে লেখা। রোগী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে তীরটি ফিরাইয়া দিবার সময় তাহারা জাঁকজমক করিয়া দেবতার পূজা দেয়, আর যদি রোগী আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে চুপচাপ করিয়া তীর ফিরাইয়া দিয়া আসে।

"An offering of molk-money is made."

ইহাদের মতে এই উপদেবতার সংখ্যা ৭২।

প্রাচীন ইরানীদিগের বিশ্বাস হইতে ইহাদের বিশ্বাসের প্রভেদ এই যে, ইরানীগণ, পাপদেবতার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ধর্ম্মাত্মা অসুরদিগের নিকট আবেদন করে, অসুরেরা পাপদেবতার হস্ত হইতে রোগীকে নিস্কৃতি প্রদান করেন ও তাহার রোগ নিবারণের উপায় করিয়া দেন। কিন্তু চীনদিগের দেবতা সকলই একরূপ—ইহাদের মধ্যে ভালমন্দ নাই। সুতরাং যাঁহার নিকট অপরাধী—তাহারই শরণ গ্রহণ করার রীতি।

"Prayers and ceremonies are made use of to induce the "destroying" demon to banish the baneful influence under his eontrol."

অপদেবতার আবেশই যে কেবল রোগের মূল, তাহা নহে, ইহারা পিতৃগণের অভিধর্ষণও রোগের উৎপত্তির কারণ মনে করে।

"The disease is somertmes as amongst sevage nations, ascribed to the spirit of a disceased person."

গর্ভবতী স্ত্রীলোক কিম্বা তাহার স্বামীর কুদৃষ্টি হইতে শিশুর পীড়ার সম্ভাবনা—এরূপ বিশ্বাস ও ইহাদের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাদিগকে evil-eyed বলে; চীনে ইহাদিগের নাম four-eyed.

লোকে দুষ্টক্ষত কিম্বা চক্ষুরোগে পীড়িত হইলে মন্দিরে না গিয়া দেবতাকে বাটীতে লইয়া আসে; দশজন লোককে প্রথমে রোগীর জন্য জামিন রাখা হয়। এবং দেবতার পূজা দিয়া পরে এই দশ জনের নাম কাগজের উপর লিখিয়া দেবতার সম্মুখে ঐ কাগজ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়। যেখানে রোগীর পীড়া উৎকট বলিয়া বোধ হয়, সেস্থলে একজন Tourist পুরোহিতকে আমন্ত্রণ করিয়া আনার নিয়ম। পুরোহিত আসিয়া একটা ৮।১০ ফিট লম্বা বাঁশ (with green leaves at the end) এমনভাবে এমন স্থানে সংস্থাপন করেন, যে ইহার উপর একখানি দর্পণ স্থাপন করিলে রোগী মস্তকের প্রতিবিম্ব তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। দর্পণখানি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার নিকটে রোগীর গায়ের একটি জামা ঝুলাইয়া দেওয়া হয়, ও পুরোহিত মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। বিশ্বাস রোগীর আত্মা নিকটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মন্ত্রের গুণে বাহির হইতে আসিয়া ইহা সেই জামার ভিতর প্রবেশ করিবে। আর রোগী সেই জামা গায়ে দিলে তাহার আর ভয় থাকিবে না। সময় সময় পুরোহিতকে ছুরীর মই দিয়া উপরে উঠিতে হয়।

পুরোহিতের এই কঠোরতায়, লোকের বিশ্বাস, ফল বেশী হয়।

চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতার নাম, কু হি, ইনি তিনজন সম্রাটের মধ্যে একজন।

"He is one of the Sang Huong (or three emperors) and is the deity of doctors."

শল্যতন্ত্রের প্রধান দেবতার নাম I Kuang Tai Uong. লোকের বিশ্বাস ইনি লুচু দ্বীপ হইতে চীনদেশে আগমন করেন। ইনি বধির ছিলেন, লোকে ইহার পূজার সময় সেইজন্য তাঁহার কাণের কাছে গিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে।

কৌমারতন্ত্রের যিনি দেবতা তিনি পুরুষ নহেন—স্ত্রীলোক—নাম Ling Chin Na। শিশুদিগের পীড়া হইলে একজন Taurist পুরোহিতকে আনিয়া ইঁহার মন্দিরে পূজা দেওরা হয়।

কায় চিকিৎসক দেবতার নাম—Ioh Uang Chu Su—লোকে বলে ইনি একজন বিখ্যাত বৈদ্য—মৃত্যুর পর দেবতা পদবীতে উন্নমিত হন।

ঔষধ বিক্রেতারা বৎসরে একবার ইহার পূজা করে। কিন্তু চিকিৎসক

সমাজ এ পূজার যোগ দেয় না। এ ছাড়া, চীনেরা ঘাম ও বসন্ত রোগের স্বতন্ত্র দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করে। কাহারও বসন্ত হইলে যদি সেই সময় বজ্রধ্বনি হয়—তাহা হইলে তাহার প্রতিকারার্থ ঢাক বাজান হয়; উদ্দেশ্য বসন্ত এইপ্রকার করিলে আর ফাটিতে পারে না। ১৪ দিনের দিন বসন্ত শুকাইয়া গেলে, দেবীর পূজা দেওয়ার নিয়ম।

আমাদের দেশের "শয়াল" যেমন, ইহাদের দেশেও সেইরূপ শয়াল আছে, ইংরাজীতে ইহাকে Medium কহে। ইহারা কোন রোগের কি ঔষধ ঠিক করিয়া বলিয়া দেয়। ইহারা এক রকম Spiritualist। "Text of Taurism" নামক পুস্তকের মতে মানুষের ৭টি প্রধান ধাতু—ইহারাই শরীর যন্ত্রের প্রধান অবলম্বন। জীবনশক্তি ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধাতুগুলির নাম—

হৃৎপিণ্ড, বৃক্কদ্বয়, মস্তিষ্ক, নিশ্বাসবায়ু, রক্ত, শুক্র, মজ্জা।

মৃত্যু ঘটিলে ধূলার শরীর ধূলায় মিশিয়া যায়, কিন্তু এই ধাতুগুলির বিনাশ হয় না।

"These are not dispersed when the body returns to the dust."

শারীর স্থানের জ্ঞান শবদেহ ব্যবচ্ছেদের অভাবে এই দেশে বিশেষ উন্নতি লাভ করে নাই। ইহাদের মতে শরীরের অস্থি সংখ্যা ৩৬৫, ইহার মধ্যে পুরুষের মস্তকে ৮ খানি, এবং স্ত্রীলোকের মস্তকে ৬ খানি অস্থি আছে। পঞ্জরাদি পুরুষের ১২ খানি, স্ত্রীলোকের ১০ খানি। ইহাদের Physiology—শরীর অগ্নি ও সোমের আধার। হৃৎপিণ্ড, বৃকদ্বয়, যকৃৎ, প্লীহা, ফুস্ফুস্, উষ্ণ গুণ বহুল। আর—মূত্র ও বৃহৎ অন্ত্র পিত্তাশয়, আমাশয় এবং মূত্রাশয় সোম গুণ বহুল।

ইহাদের মতে পিত্তে উৎসাহ, প্লীহায়—যুক্তি, যকৃতে—আত্মা, আমাশয়ে—মন, অবস্থিত।

চীনদিগের চিকিৎসা ব্যবসা, যে সে ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে। প্রাচীন গ্রন্থ হইতে চিকিৎসা বিষয়ক উপদেশের কিছু কিছু নকল করিতে যে পারিবে, সেই চিকিৎসক। তবে একটা ভয়ের কারণও আছে—

"There is one and apparently only one check on quackery."

—মূর্খ বৈদ্যের জন্য নরকের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট; যাহারা ঔষধ ঠিক দেয় না তাহাদের জন্য চতুর্থ প্রকোষ্ঠ আর ৭ম প্রকোষ্ঠ তাহাদের জন্য যাহারা ঔষধ প্রস্তুত করিতে গোরস্থান হইতে অস্থি অপহরণ করিয়া থাকে। নরকের ৮ম প্রকোষ্ঠে সেই সকল বৈদ্য গমন করে, যাহারা কু-অভিপ্রায়ে ঔষধ প্রদান করিয়া থাকে। আর এই নরকে যাহারা যায়, তাহাদিগকে অবিরত বন্য শূকরের দন্তাঘাত সহ্য করিতে হয়। নরকের এই ভয়ঙ্কর বিভীষিকায় ভীত হইয়া যে সে অনেক সময় চিকিৎসা কার্য্যে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না।

এ দেশের চিকিৎসককে প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসক বলা যায় না। বরং পুরোহিত কিম্বা গণৎকার বলিলে কথাটা ঠিক হয়।

"A person between the heathen priest and the fortune-teller."

ঝাড়া ফুঁকা তন্ত্রমন্ত্র লইয়াই বেশীর ভাগ ইহাদের চিকিৎসা।

রাজবৈদ্য যাহারা তাহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, তাহাদের জন্য পরীক্ষা আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে কেহ রাজবৈদ্য হইতে পারেন না। মাদুলি, কবচ, গ্রহশান্তি লইয়া চীনদিগের চিকিৎসা, ঔষধ প্রযোগ যে একবারে নাই, তাহা নহে, তবে ব্যবস্থামত ঔষধ না মিলিলে ব্যবস্থাপত্র গলাধঃকরণ করাও চলে।

ইহাদিগের হাত দেখা (নাড়ীজ্ঞান) সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার যোগ্য, যেমন বীণাযন্ত্রের তার, তেমনি ইহাদিগের মতে নাড়ী; নাড়ী ধরিয়া ইহারা বলিতে পারে, কি রোগ। তাহা ছাড়া কোথায় কি হইয়াছে, কোন্‌ভাবে কি দোষে তাহাও বলিয়া দিতে পারে।

("It not being enough for them to know that there is something amiss which spoils the tune, but they must also kuow what string it is which causes that fault)."—*Southey.*

শবদেহ ব্যবচ্ছেদ প্রচলিত না থাকায় শল্যতন্ত্রের উন্নতির পক্ষে ইহাদের বিষম বাধা ঘটিয়াছে। সেইজন্য অস্ত্রচিকিৎসায় ইহাদের দৌড় বড় জোর acupuncture. স্বর্ণ কিম্বা রৌপ্যএর একটা সূচি (with twisting motion) বেদনা স্থানে ফুটাইয়া দেওয়ায় ইহাদের অস্ত্রচিকিৎসার পরিসমাপ্তি।

আমবাত, গেঁটেবাত সকল চিকিৎসাতেই এই শিরাব্যধন। কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে যেমন তেমনি ইহাদের মতে ৩৬৭টি মর্ম্ম স্থান আছে, যেখানে সূচীব্যধন পরিহার করা অবশ্যকর্ত্তব্য। এই মর্ম্মস্থান স্রোত সকলের সন্ধিস্থল।

দন্তরোগ এবং চক্ষুরোগের চিকিৎসার জন্য ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ই আছে।

আত্মীয় স্বজন থাকিতে হাঁসপাতালে রোগী প্রেরণ করা নিন্দনীয়।

বড় লোকের বাড়ীতে চিকিৎসক মাহিনা করা নিযুক্ত আছে। যতদিন বাড়ীতে কাহারও পীড়া না হয়, ততদিন চিকিৎসক রীতিমত বেতন পান, রোগ হইলেই গোল, চিকিৎসকের বেতন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

রোগী নিজে রোগের অবস্থা কিছুই বলে না, চিকিৎসক নাড়ী দেখিয়া, জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া রোগ নির্ণয় করেন।

রোগ নির্ণীত হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। ঔষধ—মুক্তা, প্রবাল, হীরক চূর্ণ ও মণিমাণিক্যের সঙ্গে, মৃগনাভি মিশান বটিকা; দামও সেইজন্য বেজায়। বসন্ত, জ্বর প্রভৃতি ইহাতে ভাল হয়।

টনিক ঔষধের মধ্যে Kiuchiuএর খুব আদর—ইহা একপ্রকার আসব বা অরিষ্ট—উপাদান, alœs. myrrh frankincense. saffron. এবং সুরা। চিকিৎসা ব্যবসায় বংশগত; সুতরাং নূতন ঔষধ আসিবে কোথা হইতে? ("Hence its complete stagnation").

এ ছাড়া আরও ঔষধ আছে। ইহার মধ্যে ১ম ৩৭ প্রকার—anthropophagous remedies অর্থাৎ জঙ্গম ঔষধ উল্লেখযোগ্য।

সুস্থকায় জীবন্ত শিশুর (ক) রক্ত—কুষ্ঠরোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তির রক্ত বৃক্ষসারের সহিত মিশাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া বাজারে বিক্রয় হয়। নাম—Shu man tou (blood bread) রাজযক্ষ্মায় ব্যবহার্য্য।

(খ) জীবিত ব্যক্তির মাংসপেশী ও শোষরোগে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইহার ভিতর একটি নিয়ম আছে, ছোটর মাংস বড়র পক্ষে উপকারী; কিন্তু বড়র মাংস ছোটর পক্ষে নহে।

"In no case is the operation to be performed for an inferior, as by a husband for a wife or a parent for a child."

গুরুজনের আরোগ্যার্থ এইরূপ শরীর হইতে মাংস দানে, পুণ্য ও যশঃ আছে। যাহারা এইরূপে গুরুজনের সেবা করে, তাহাদের নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে—ইহা রাজহুকুম।

একজন উচ্চ শিক্ষিত গ্রাডুয়েট এই উদ্দেশ্যে শরীর হইতে চর্ম্ম উঠাইতে বেদনা অনুভব করায় একটি হস্তাঙ্গুলি এক চোপে ছেদন করিয়া জননীকে প্রদান করিয়াছিলেন। রোগী যাহাতে একথা টের না পায় তাহারও জন্য বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করা হয়।

অনেক সময়ে এইরূপ চিকিৎসা সমাচরিত হওয়া দুষ্কর হয়; তখন একমাত্র উপায় মানুষ খুন করা!

বহুদিন ধরিয়া এই নিষ্ঠুর ব্যাপার এদেশে সংঘটিত হইয়া আসিতেছে, এখনও ইহার সম্পূর্ণ প্রতিবিধান হয় নাই।

(গ) মৃত ব্যক্তির চক্ষু এবং মর্ম্মস্থান অনেক সময়ে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঘ) মানুষ ছাড়া, সাপ হইতে রক্ত, মাংস ও খোলস ঔষধার্থ গ্রহণ করা হয়; সর্প পুষ্টিকর খাদ্য।

(ঙ) ভালুক, বাদুড়, কুম্ভীর, বাঘ, বৃশ্চিক জ্বরে; পায়রার বিষ্ঠা গর্ভবতী স্ত্রীলোকের জন্য। Cockles—চর্ম্মরোগে, বসন্তরোগে; ইন্দুরের মাংস কেশ রোগের ঔষধ।

কাঁকড়া, Lizard—টিকটিকি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, তুঁতপোকা, গর্দ্দভ—(Glue), হরিণের শৃঙ্গ ও অস্থি, কুকুরের মাংস, ড্রেগনের কঙ্কাল কিম্বা দন্ত, মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া যত রকম জন্তু আছে, সকলের বিষ্ঠা, শুষ্ক জোঁক, শুষ্ক ভেক, কচ্ছপের খোল—এ সকলই চীনদিগের ঔষধ। এ ছাড়া ধাতুদ্রব্যও আছে; black lead, white lead, স্বর্ণ, রৌপ্য।

ইগ্নেসিয়া—চীনদিগের চলিত ঔষধ—রক্ত গরম হইলে ইহার ক্বাথ পান করার নিয়ম। অভিঘাতে ইহা ধন্বন্তরি। গরু, ভেড়ার কোন অসুখ হইলেও ইহা ব্যবহৃত হয়। চীনেরা ইহাকে Kou-kouo বলে।

Ginseng বা লক্ষণামূলের মত একপ্রকার উদ্ভিদ—মনুষ্যাকৃতি। ইহা চীনেদের বড় আদরের জিনিস, ইহা Araliaceœ শ্রেণীভুক্ত—Panax জাতীয় একপ্রকার উদ্ভিদের মূল। জাস Ginsing—P. quinquefolium—আমেরিকা

হইতে আমদানি হয়। Ginsengএ রাজার অধিকার। সোণার দরে ইহা বিক্রীত হয়। লোকে বলে ইহা বৃষ্য গুণ; এক আউন্স ঔষধ সময় সময় ৩০০ হইতে ৪০০ ডলারে বিক্রয় হয়। কিন্তু ইহার এরূপ কোন বিশেষ গুণ আছে, বলিয়া বোধ হয় না।

"It is no doubt a remarkable instance of the doctrine of signatures."

ইহা বৃষ্য; তা ছাড়া কোন গুরুতর রোগ হইলে এবং যে কোন প্রকার দুর্ব্বলতায় ইহা বল্য বলিয়া ব্যবহৃত হয়। এক বৎসরের বিক্রয় ১৫,০০০ পাউণ্ড। যদি কোন গুণ ইহার থাকে তাহা হইলে তাহা gentianএর মত—mild tonic. অন্যান্য ঔষধের মধ্যে ৬৫০ প্রকার পত্র ঔষধরূপে ক্রেয়ালয়ে রক্ষিত হয়।

Thor's Hammer + এইরূপ আকৃতির কবচ।

ইহা চীনেদিগের আদরের বস্তু, ইহার দশ সহস্র গুণ, ঔষধ মোড়া কাগজের উপর এই মন্ত্র অঙ্কিত থাকে। ইহাকে চীনেরা Svashtika বলেন—ইহা মাঙ্গল্য (accumulation of lucky signs)।

এ ছাড়া সম্রাট Suh-Hiর আবিষ্কৃত eight diagrams এখনও জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত।

আমাদের দেশে ভূর্জ্জপত্রের লেখা কবচ যেমন স্থলবিশেষে রোগ প্রতিকারের জন্য প্রযুক্ত হয়, ইহাদের চিকিৎসকগণ সেইরূপ কাগজের কবচ নিজেদের সঙ্গে রাখেন; রোগবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন কবচ দেওয়া হয়। এরূপ কবচ যাহার নাই, সে চিকিৎসকই নহে।

চীনেদিগের ব্যাধির উৎপত্তির মূলে যে বিশ্বাস অবস্থিত, তাহা যে সম্পূর্ণ অথর্ব্ববেদীয় তৎসম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। বলি উপহার ইহাদের ভূতাভিষঙ্গের চিকিৎসা; মন্ত্র ঔষধি কবচ প্রভৃতি অভিচারের প্রতিকারার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে। কাগজে ঔষধের নাম লিখিয়া তাহা গলাধঃকরণ—faith-cureএর হিসাবে, ইহাও শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। যদি বাবিলনিয়া হইতে এই প্রথা এদেশে প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ঠিক ভারতবর্ষ হইতে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা এদেশে প্রবেশ করে নাই; মধ্য এসিয়া হইতে ভাস্করযুগে ইহা সেখানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল।

৭। ফিন্‌লাণ্ড

প্রাচীনত্বে, ফিন্‌লাণ্ড ইয়ুরোপের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। অনেকের বিশ্বাস—মধ্য এসিয়া হইতে ঔপনিবেশিকগণ যখন ভারতাভিমুখে প্রস্থিত হয়েন, সেই সময়ে ইহাদিগের এক শাখা বাল্টিক্ উপসাগরের কূল দিয়া ইয়ুরোপখণ্ডে উপনীত হইয়া সেখানে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। সম্ভবতঃ ফিন্‌লাণ্ডের প্রাচীন ইতিহাস এই উপনিবেশের ইতিহাসের সহিত বিশিষ্টরূপে বিজড়িত।

ইহাদের চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনে হয় যেন, আর্য্যজাতির প্রাচীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছায়া। একই মন্ত্র—যেন উভয় স্থানে প্রতিধ্বনিত। ভূতাভিষঙ্গে রোগের উৎপত্তি, তা ছাড়া এখানে, সেই পরকৃত অভিচার পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিতজৎ (Teitjat) এবং নোইজৎ—চিকিৎসকগণ এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত;—একজন রোগ অপনোদন করেন, আর একজন রোগের সৃজন করেন।

The former practised "white magic" or sacred Science; the latter practised "black magic" or Sorcery.

তিতজৎ—দেবতাদিগের সাহায্যে মন্ত্রের প্রয়োগে মানুষের উপকার করিতে নিযুক্ত; নইজৎএর পাপদেবতা লইয়া যতকিছু নাড়া চাড়া, সঙ্গে সঙ্গে অভিচার আছে; এমন কি বিষ প্রয়োগ করিতে হইলেও ইহারা পশ্চাৎপদ নহে। তিতজৎ কেবল মন্ত্রের উপর নির্ভর না করিয়া ভেষজ প্রয়োগেও রোগ প্রতিকার করিয়া থাকেন। মন্ত্র তন্ত্রের সম্মিলনে ইহাদিগের চিকিৎসা।

আকাডিয়ায় যেমন Ana, Hea Mut-ge. প্রধান দেবতা, ইহাদিগের নিকট সেইরূপ Ukko, WainaMoinen Ilmerien।

এই তিন জনের মধ্যে Waina Moinenএর স্থান আবার সর্ব্বোচ্চে; এমন কোন পাপদেবতা নাই, যে ইঁহার নিকট নতশিরঃ নহে। ইহাদের মতে প্রত্যেক ব্যাধিই এক একজন পাপদেবতা বা পাপদেবতার আবেশ হইতে সমুৎপন্ন।

"Every disease was itself a demon."

"The invasion of the disorder was an actual possession."

আমাদের বেদ ও (মার্কণ্ডেয়) পুরাণাদিতে যেমন আছে, পাপদেবতা সকল নৈঋ‌র্তেয়া,—নিঋ‌র্তের কন্যা, ইহাদের মতে, পাপাচারগণ Louhiatarএর

কষ্ট। মন্ত্রের সাহায্যে কেবল ইহাদিগকে জয় করিতে পারা যায়, শুধু তাহা নহে, এমন মন্ত্র আছে, যে তাহার দ্বারা ইহাদিগকে চালভাজার মত ভাজিয়া ফেলা বড় কঠিন নহে।

পুরোহিত রোগের উৎপত্তির হেতুভূত পাপাচারের নাম স্থির করিয়া প্রথম "করণ" করেন, ("had to be in a divine ectasy") পরে মন্ত্র পাঠ করিবার সঙ্গে গাছগাছড়ার দৈবশক্তির সাহায্য পরিগ্রহণ করিয়া ভূত ঝাড়াইতে থাকেন। প্রথম অনুরোধ, উপরোধ—"বলুৎপকার"।

"I will give thee a horse, with which to escape, whose shoes shall not siide on ice,"

তারপর ভয় প্রদর্শন—

"Go. O diseases, to where the virgin of pains has her hearth, where the daughter of Wainamoinu cooks pain ; go to the hill of pains."

মন্ত্রে কাটা ঘা সারে, রক্ত বন্ধ হয়। Suonetar (শোণিতর) এই সকল মন্ত্রের দেবতা,—তাঁহার হস্তে সূঁচ সূতা। যাহার শির ছিন্ন হইয়াছে, তাহার জন্য শির, যাহার পেশী বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য পেশী, এই সব সঙ্গে তিনি আসেন,—যেমন তাঁহার রূপ, তেমনি তাঁহার হৃদয়—

"She is beautiful, the goddess of sinews, Suonetar—the beneficent goddess. She knits the veins wonderfully with her beautiful spindle, her metal distaff, her iron—wheel."

পুরোহিত বলিতেছেন :—

"Come to me, I wish thy help ; come to me, I call thee. Bring in thy bosom a bundle of flesh, a ball of viens, to tie the extremity of the viens."

৮। গ্রীশ

প্রাচীন গ্রীশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎপত্তির ইতিহাস, Apolloর সহিত বিজড়িত। আপোলো, ভাস্করেরই বিভিন্ন নাম, এক চরক এবং সুশ্রুতসংহিতা ভিন্ন প্রাচীন দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রের সর্ব্বত্রই এই মহাপুরুষ তাহার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান। চরক এবং সুশ্রুতসংহিতায় ভাস্করের নাম গন্ধ কিছুই নাই; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভাস্করই চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রথম প্রচারক। ব্রহ্মার অবরোধ হইতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি,

প্রজাপতি দক্ষের দ্বারা বেদ হইতে আয়ুর্ব্বেদের সংগ্রহ; আর ভাস্কর হইতে ইহার প্রচার।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে :—

"ঋগ্‌যজুসামার্থর্ব্বাখ্যান দৃষ্ট্বা বেদান্ প্রজাপতিঃ।
বিচিন্ত্য তেষামর্থঞ্চ আয়ুর্ব্বেদং চকার সঃ।
কৃত্বা তু পঞ্চমং বেদং ভাস্করায় দদৌ বিভুঃ॥"

তিনি আরও বলেন, ভাস্কর দক্ষ হইতে এই পঞ্চম বেদ স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্বন্তরি, কাশীরাজ, দিবোদাস, অশ্বিনীকুমার প্রমুখ শিষ্যদিগকে ইহা প্রদান করেন;—

"প্রদদৌ পাঠয়ামাস।"

চরক এবং সুশ্রুতসংহিতা পাঠ করিলে আমরা জানিতে পারি, ব্রহ্মা হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অশ্বিদ্বয়, অশ্বিদ্বয় হইতে ইন্দ্র, ইন্দ্র হইতে ভরদ্বাজ, আত্রেয় ধন্বন্তরি প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ইহা প্রাপ্ত হন; এই মতে ইন্দ্রই আয়ুর্ব্বেদের আদি প্রচারক; ভাস্কর বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের যে কোন প্রচারক ছিলেন, এ কথার কোন আভাস আমরা চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত হই না। প্রাচীন জগতের সর্ব্বত্রই যে ভাস্কর (Sun-god) চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রচারক বলিয়া অভিহিত ও সমাদৃত, সেই মহাপুরুষের নামগন্ধ চরক এবং সুশ্রুত গ্রন্থে না থাকার কারণ কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে, যে আয়ুর্ব্বেদ পূর্ণাঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গ ভেদে দুইটি স্তরে বিভক্ত।

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মধ্য এসিয়াসংস্থ অলকনন্দার তটভূমি হইতে ভরদ্বাজ কর্ত্তৃক বদরিকাশ্রমের পথে ভারতবর্ষে আনীত এবং ঋষিসমাজে প্রচারিত হয়, এখন হইতে ন্যূনকল্পে ইহা ৩৬০০ বৎসরের উর্দ্ধের ঘটনা। আর পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদয়কাল, সৃষ্টির পূর্ব্বের ঘটনা, ইহার সংগ্রহকাল, প্রজাপতি যুগের উদয়ে, এবং প্রচার কাল ভাস্করযুগে। দেবাসুরের যুদ্ধে অশ্বিদ্বয়ের হস্তে ইহা উন্নতির অত্যুন্নত স্তরে অধিরোহণ করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য দেবাসুরের যুদ্ধের পর সিন্ধুতটে আর্য্যোপনিবেশ সংস্থাপনের সময় হইতে, ইহা এ দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়—ভারত তখন দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ।

আমরা এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি—দেবাসুরের যুদ্ধের পর নূনকল্পে ৪০০ বৎসর ধরিয়া ভারত যুক্তিব্যপাশ্রয় চিকিৎসার উজ্জলশ্রী ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই। শুধু ভারত নহে, তখন প্রাচীন দেশের সর্ব্বত্রই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসাই জয়যুক্ত। চিকিৎসাক্ষেত্রের এই তামসযুগের অবসানের জন্য একমাত্র ভারতীয় প্রাচীন ঋষিসমাজই প্রথমে বদ্ধপরিকর হন; অষ্টাঙ্গে বিভক্ত ত্রিসূত্রায় ত্রিস্কন্দ আয়ুর্ব্বেদ নববেশে নবীনশ্রীতে যখন ভারতক্ষেত্রে প্রথম আনীত হইয়া দেশ বিদেশে এখান হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়—তখন আমরা দেখি, প্রাচীন মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতের পার্শ্বে রসবিশারদ বৈদ্য চিকিৎসকরূপে এক নূতন স্তর পরিগঠন করিয়া দণ্ডায়মান। মন্ত্রের সঙ্গে তন্ত্র,—ভাস্করযুগে পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের অভ্যুদয়ে যেমন ছিল, এখন যেন ঠিক আবার তাই, তবে পার্থক্য কোন স্থানে মন্ত্রের ভাগ বেশী, তন্ত্রের ভাগ কম, কোন স্থানে তন্ত্রের ভাগ বেশী মন্ত্রের ভাগ কম; কিম্বা মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্র অথবা তন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র। তাই প্রাচীন মিশর, প্রাচীন চালডিয়া, প্রাচীন এসিরিয়া, প্রাচীন বাবিলন, প্রাচীন ইরাণ, প্রাচীন চীন, প্রাচীন তিব্বত, প্রাচীন তাতারের চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসের সর্ব্বত্রই, এই দৈব ও যুক্তির সাম্মিলিত মূর্ত্তি; পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যোগ! দ্বিতীয় স্তরে, ভারতের চিকিৎসাক্ষেত্রে নূতন বৈদ্যজাতির সমুদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতনের পার্শ্বে এই নবীন স্তরের অভ্যুদয়!

তখন রসবিশারদ বৈদ্য নিজ যত্ন ও অধ্যবসায়ে রসতন্ত্রের যেমন উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তেমনি অন্য তন্ত্র হইতে তিনি আর বহিষ্কৃত নহেন; পুরোহিতের মন্ত্রচিকিৎসায়ও তিনি এখন সম্পূর্ণ পারদর্শী। নামে ভিষক্,—কিন্তু দৃষ্টান্তস্বরূপ বালরোগের চিকিৎসায় দেখুন, তিনি একাধারে পুরোহিত এবং বৈদ্য। মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতের স্বাতন্ত্র্যের অবসানের সূত্রপাত এখান হইতে। পরিষেক, অভ্যঙ্গ, ধূপ, ঘৃতপানের ব্যবস্থা যেমন ভিষকের হস্তে, তেমনি মণিধারণ; বলি, উপহার, মন্ত্রপাঠের ভারও তাঁহারই উপর সংন্যস্ত! সুশ্রুতে আছে—

"রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্।
অহন্যহনি কর্ত্তব্যা যা ভিষগ্ভিরতন্দ্রিতৈঃ॥"

প্রাচীন গ্রীসের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, উর্দ্ধ ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অবস্থিত। সুতরাং বলা যাইতে পারে, গ্রীশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্তর চরক সুশ্রুতের উদয়কালের পরে পরিগঠিত। এই সময় ইহা প্রথম পরিগঠিত হইলেও, ইহার পৌরাণিক ইতিহাসে, আপোলোর স্থান সর্ব্বোচ্চে, তার নিম্নে Chieron the wise and just centaur, ইহার পর, Æsculapius এখন হইতে (১২৫০+১৯১০) ৩১৬০ বৎসর উর্দ্ধে অবস্থিত। এই মহাপুরুষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মনে হয়, ইনি যেন ঠিক সেই স্থান অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান, যে স্থানে ভারতে আমরা স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারের বংশজাত ধন্বন্তরি অমৃতচার্য্যকে বৈদ্যজাতির পুর্ব্ব পুরুষরূপে অবস্থিত দেখিতে পাই।

অমৃতচার্য্যের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে হয়, আমরা যেন দেখিতেছি Æsculapiusএর মাতা Croonisএর উপাখ্যান এখানে যৎকিঞ্চিৎ রূপান্তরিত। Æsculapiusএর শিক্ষক Chieronকে অশ্বিনীকুমারের স্থানীয় মনে করিলে গোলযোগ আরও সুমীমাংসিত হইয়া যায় এবং আমরা বুঝিতে পারি, সর্পের সহিত কেন ইসকুউলাপিয়াসের এমন ঘনিষ্টতা। সর্প—ধন্বন্তরি গোত্রজ বৈদ্যের পরমাত্মীয়।

ফলতঃ গ্রীশের পৌরাণিক যুগের ইতিহাস যতই পুরাতন হউক না কেন, হিপক্রেটিসের অভ্যুদয় যে স্তরে, সে স্তর যে অগ্নিবেশ এবং সুশ্রুতের উদয়-কালের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে, তাহা সুনিশ্চিত। অন্যে স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই, হিপক্রেটিসের যাহা কিছু সমস্তই চরক এবং এবং সুশ্রুত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে; এমন কি যেখানে চরক এবং সুশ্রুত অপরিস্ফুট হিপক্রেটিস্ তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাই তাঁহার পুস্তকে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যে এখন হিপক্রেটিসের ভিতর দিয়া প্রতীচ্য বিজ্ঞানবিদ্গণ তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে উপহাসের বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতু ও হিপক্রেটসের humoural pathology ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হিপক্রেটিসের মতে blood, bile, phlem, এবং water এই চারিটি লইয়া শারীরিক ব্যাধির উৎপত্তি; তাহার মতে ইহারাই humours. কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের ত্রিধাতুতে বায়ুরই স্থানই সর্ব্বোচ্চ। শ্লেষ্মা এবং phlegm.

শোণিত এবং blood, পিত্ত এবং bile সমনার্থক শব্দ, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের বায়ু ও হিপক্রেটিসের water কখনই একার্থক শব্দ নহে; সুতরাং বলিতে হইবে হিপক্রেটিস, আয়ুর্ব্বেদের বায়ুতত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, তৎস্থানে water বা অপ্‌কে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার হিউমারাল প্যাথলজি পরিগঠন করিয়াছেন। বায়ুতত্ত্ব তাঁহার না বুঝিবারই কথা, কেন না, চরক এবং সুশ্রুত অধ্যয়ন করিয়া বায়ু "কিং স্বরূপ" তাহা বর্ত্তমান সময়েও চিকিৎসকমণ্ডলী সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিতে পারেন না। বায়ু লইয়া গোলযোগ না করিয়া আমাদের মনে হয়, হিপক্রেটিস, ইহার পরিবর্ত্তে অপ্‌ ধাতুকে তৎস্থানে যোগ করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম মনে করিয়াছিলেন।

ফলতঃ স্থানবিশেষে, যেখানে চরক সুশ্রুতের সহিত হিপক্রেটিসের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সেইখানে তাহার পূর্ব্বোক্তরূপ একটা কারণও যে নির্দ্দেশ না করিতে পারা যায়, এমন নহে। হিপক্রেটিসের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, গ্রীশের দার্শনিক পণ্ডিতগণ, সৃষ্টির মূলে যে সকল তত্ত্ব সংস্থাপিত ও প্রচারিত করিতে সচেষ্ট হয়েন, তাহার প্রত্যেকটিই মনে হয়, যেন উপনিষদের যথাযথ অনুকরণ, উপনিষদে এ সম্বন্ধে যেমন স্তরের পর স্তর আছে, এখানেও দেখিতে পাওয়া যায়, যেন সেইরূপ স্তরের পর স্তর বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন সময়ে জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

Thales of Miletus (about 609 B. C.)—ইহার মতে অপ্‌ হইতে বিশ্বের উৎপত্তি; অপেই বিশ্বের লয়।

এ ছাড়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল, জগতের প্রতি বস্তুতে এক একটি দৈবশক্তি নিহিত আছে। অপ্‌ তাহাদিগের অন্তরাত্মা স্বরূপ; ইহাই গতির উৎপাদক। জগতের এ ছাড়া কোন স্বতন্ত্র স্রষ্টা নাই। শুনা যায়, মিশর দেশের মন্ত্রবিশারদ পুরোহিতদিগের নিকট হইতে তিনি এই জ্ঞান লাভ করেন। ল্যাসিডিমোনিয়ার অধিবাসীদিগের অনুরোধে তিনি তাহাদিগের জন্য দেশের মহামারি ও দুরবস্থা দূর করিবার জন্য যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাহা মিশর দেশের অনুকরণ। এসিয়া এবং মিশরের চিকিৎসাবিজ্ঞান গ্রীশে প্রচলিত করিতে তিনিই প্রথম।

Pherecydes.—Thalesএর সমসাময়িক, তিনি সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে তিনি একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ শুনা যায়।

Epemenedesকে কেহ কেহ গ্রীক Rip Van Winkle কহে, এথেন্স নগরে প্লেগ বা মহামারী নিবারণের জন্য তিনি দেবতাদিগের তুষ্টির জন্য বলি এবং উপহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি অনশন ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, এবং শুনা হায় মহাত্মাদিগের মত তিনি আপন শরীর হইতে আত্মাকে বিযুক্ত করিতে পারিতেন। অনেক দ্রব্যগুণও তাঁহার জানা ছিল। একটি গুহায় তিনি ৫০ বৎসর একাদিক্রমে যোগনিদ্রায় নিমগ্ন ছিলেন। রোগ প্রতিকারে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল।

Anaximander, born 610 B. C.—কেহ কেহ বলেন, ইনি Thales-এর শিষ্য। ইহার মতে অপ্ এবং মরুতের মাঝামাঝি এমন একটি পদার্থ আছে, যাহা হইতে এই বিশ্ব সমুৎপন্ন। এই পদার্থ অচেতন, ইহা অবিনাশি ও বিশ্বব্যাপি, ইহাই দৈবশক্তি। ইহাকে তিনি তমঃস্বরূপ মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, অগ্নি সোমের জয় পরাজয় হইতে এই বিশ্ব অভিব্যক্ত; প্রত্যেক অনুকণার ভিতর একটা বৈদ্যুতিক সংসর্গস্পৃহা বিদ্যমান, এ মতও তাঁহার।

Anaximenes.—থেলসের এবং আনাক্‌সিমাণ্ডারের বন্ধু। তিন জনেরই জন্মভূমি মিলিটস্। তঁহার মতে বায়ুত এই জগতের মূল কারণ, বায়ুই ন্যূনাতিরেকে ঘনীভূত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছে। বায়ুর গতিমত্ত্বাই ইহার কারণ। শীত উষ্ণ বায়ুরই অবস্থাবিশেষ। তিনি স্বীকার করিতেন এই বায়ু অবিনাশি, এবং আত্মা বায়ুরই রূপান্তর। তাঁহার মতে এই বিশ্বের কোন স্রষ্টা নাই, গতিই জগতের সর্ব্বত্র। তিনি বলিতেন, বায়ু এবং গতি ভিন্ন জগতের সৃষ্টির জন্য আর কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব স্বীকার করার আবশ্যক নাই।

Heracleitus of Ephesus, born about 556 B. C.—ইহার মতে অগ্নি জাবন্ত মূলতত্ত্ব। ইহা প্রতি বস্তুর অন্তরে অবস্থিত। ইহার কোন স্রষ্টা নাই, ইহা স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হয় এবং স্বতঃই লয় প্রাপ্ত হয়। এই জগতের কোন ঈশ্বর নাই, একমাত্র চৈতন্য দ্বারা চালিত হইয়া তেজ বা অগ্নি হইতে এই বিশ্ব সমুৎপন্ন। স্বর্গ হইতে তেজ অবতীর্ণ হইয়া নানারূপ ধারণ করে, ক্ষিতিরূপে

যখন ইহা অভিব্যক্ত হইতে থাকে তখন, প্রথমে ইহা বায়ুর আকারে পরিণত হয়। মানবাত্মা এই অগ্নির একটি কণা মাত্র।

Anaxagorus, born about 499 B. C.—ইনি Pericles এবং এথেন্সের Emripides-এর বন্ধু। ইঁহার বিশ্বাস ছিল, অচেতন প্রকৃতি জগতের মূল কারণ হইতে পারে না, চৈতন্যই বিশ্বের মূলে অবস্থিত, কিন্তু ইহা হইতে পরমাণু সমুৎপন্ন হইতে পারে না, পরমাণু চিরন্তন। চৈতন্যের দ্বারা চালিত হইয়া ইহা হইতে জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরমাণু এইরূপ চৈতন্যযুক্ত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা অন্ধতমঃ রূপে বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিতি করে, এই অন্ধতমঃকে তিনি chaos এই নামে অভিহিত করিতেন। আর চৈতন্যের নাম দিয়াছিলেন *Nous*।

তিনি বলিতেন, (১) জীব শরীর রাগবশে ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে, আপনার পোষণোপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ করে (by means of a kind of affinity). (২) কুক্ষির দক্ষিণভাগে পুত্রসন্তান এবং বামভাগে কন্যাসন্তান জন্মে। (৩) পিত্ত, রক্তবাহিনী ধমনীর মধ্যে, ফুস্ফুসে, এবং তাহার আবরণীতে প্রবেশ করিয়া ব্যাধির সৃষ্টি করে। তিনি পশুদেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরজ্ঞান লাভ করেন; মস্তিষ্কের Lateral ventricles তাঁহার আবিষ্কৃত। পিত্তই তরুণ ব্যাধির মূলকারণ, তিনিই প্রথম এই মতের প্রচারক।

Diagenes of Apollonia, about 460 B C.—এথেন্স নগরে ইহার জন্মস্থান। ইনি এনিক্সিমেনিসের শিষ্য, তাঁহার রচিত পুস্তকের নাম On Nature. আরিষ্টটল ইহার কতক অংশ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শিরার উৎপত্তি এবং বিস্তার এই অংশে পরিদৃষ্ট হয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, বায়ুই এই জগতের মূল কারণ। তিনি বলিতেন, এই বিশ্বে এই পৃথিবীর মত অসংখ্য অসংখ্য গ্রহ বিদ্যমান, ইহাদিগের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ শূন্যে পরিপূর্ণ। বায়ু ঘনীভূত এবং তরলীভূত হইয়া এই গ্রহসকলের সৃষ্টি করিয়াছে। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব এবং সৎ কখন অসতে পরিণত হইতে পারে না। পৃথিবী গোলাকার, মধ্যভাগে ইহা আশ্রিত; ইহার এই আকৃতি, উষ্ণ বাষ্পের ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে সমুৎপন্ন; ইহার কাঠিন্য শৈত্য হইতে সঞ্জাত।

Diogenes.—ইহার মতে, মন এবং পরমাণু উভয়ই অচেতন, কিন্তু তিনি

বলিতেন, কেবল বায়ু চৈতন্যবিশিষ্ট। রক্তসঞ্চালন, এবং ধমনীর বিষয় ইনিই প্রথম অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন।

Empedocles of Agrigentun, born about 490 B. C.—ইনি পরিণামবাদী ছিলেন, এবং এই পরিণামের মূল অনুসন্ধান করিয়া তিনি স্থির করেন এই জগতে, ক্ষিত্যপতেজ এবং মরুৎ ইহারাই মূল কারণ; এই তত্ত্ব চতুষ্টয়ের পরস্পরের মধ্যে একবার সংযোগ হইতেছে, একবার বিয়োগ হইতেছে; আর এই সংযোগ ও বিয়োগের মূলে রাগ এবং দ্বেষ এতদুভয় একমাত্র শক্তিরূপে বিদ্যমান, ইহাই আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণ। মানুষে রাগ ও দ্বেষ স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া যে কেবল মানুষের ভিতর ইহা অবস্থিত তাহা নহে, সমস্ত বিশ্বে যে কোন সংযোগ বা বিয়োগ তাহার মূলেও এই শক্তিদ্বয় বিদ্যমান আছে। এই কারণ চতুষ্টয়ের তারতম্যভেদে জীব শরীরের মাংসাদি ভিন্ন ভিন্ন ধাতু সমুৎপন্ন। তিনি বলিতেন, পেশী এবং রক্ত ইহাদের সমপরিমাণ যোগে উৎপন্ন, অস্থির মধ্যে তেজ ১।২, ক্ষিতি ১।৪, অপ ১।৪, এইরূপ সংযোগ বিভাগ বশতঃ বস্তুর বৃদ্ধি এবং ক্ষয় সংঘটিত হয়। নূতন করিয়া কোন বস্তু এ জগতে সমুৎপন্ন হয় না, পরিণামই এ জগতের নিয়ম, আর পরিণাম ক্ষিত্যপতেজ এবং মরুতের পাশাপাশি সমাবেশের পরিবর্ত্তনের উপর নির্ভর করে।

তাঁহার ধারণা, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, ভূতযোনি শাস্তিস্বরূপ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইলে পুনরায় ইহাদের স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিতে পারে। গ্রহদৃষ্টি যে ব্যাধির কারণ এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস ছিল; এবং এইজন্য তাঁহার চিকিৎসাও তদনুরূপ ছিল। কোন সময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া এবং জলাভূমি হইতে দূষিত জল নিষ্কাশন করিয়া তিনি মহামারী নিবারণ করিয়াছিলেন; এই হিসাবে তাঁহাকে একজন bacteriogist বলা যায়। সংক্রামক পীড়ার কারণ তাঁহার কতক পরিমাণে জানা ছিল, দেবতাদিগের দ্বারা ইহা প্রেরিত তাঁহার মনের ভাব এইরূপ ছিল। গর্ভ নাভিনাড়ী হইতে পরিপুষ্ট হয়, এ কথা তিনি জানিতেন। গর্ভবেষ্টন—জরায়ুকে তিনি দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া একটির নাম দেন ammnion আর একটির নাম দেন chorion. এ নাম এখনও চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ্‌গণের নিকট সমাদৃত। তিনি বলিতেন, মৃত্যু শরীরোষ্মার বিনাশ হইতে সংঘটিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসের মূলে যথাক্রমে

রক্তের উর্দ্ধগতি এবং অধোগতি বিদ্যমান এ মতও তাঁহার! শুনা যায় তিনি একটী মৃত নারীকে পুনর্জীবিত করেন। জন্মান্তর সম্বন্ধে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল; তিনি আমাদের বামদেবের মত বলিতেন, আমি এই জন্মের পূর্ব্বে একটি বালক, তাহার পূর্ব্ব জন্মে একটি বালিকা, তাহার পূর্ব্বে একটি উদ্ভিজ্জ, তাহার পূর্ব্বে একটি উজ্জল বর্ণের মৎস্য, তাহার পূর্ব্বে একটি পাখী ছিলাম। তাহার অনেক শিষ্য ছিল, তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, আমি তোমাদিগকে যে সকল উপদেশ দিতেছি, তাহা দ্বারা ব্যাধি ত আরোগ্য করিতে পারিবেই, বৃদ্ধকে যুবাকরা ও তোমাদের সাধ্যায়ত্ত হইবে, এমন কি, যমপুরী হইতেও তোমরা লোক ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবে।

প্রাচীন গ্রীশে চিকিৎসাবিদ্যা আদিম অবস্থায় ধর্ম্মের সহিত সংসৃষ্ট না হইলেও, মন্দিরের ধর্ম্মযাজকদিগের হস্তে ইহার ভার ছিল, তারপর দার্শনিকগণ ইহার বিচার বিবেচনায় প্রবৃত্ত হন। এ দেশে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রকৃত উন্নতি যদিও হিপক্রেটিসের সময় হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাই, পিথাগোরাস তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিক মত একাধারে সংস্থাপন করিয়া এক অদ্ভুত জ্ঞানরাজ্যের সৃজন করিয়াছেন। মনে হয়, ভারতের ব্রাহ্মণ জাতিগণ ইহার শিক্ষক; কেবল তাহা নহে, ইরাণীয় পুরোহিত, মিশরের ধর্ম্মযাজক, প্রাচীন ফিনিসিয়া, প্রাচীন চালডিয়া, যিহুদি জাতি, আরববাসী, গলের ড্রুইড পুরোহিতগণ, ইহাদিগের প্রত্যেকরই সঙ্গে যেন তাহার পরিচয়। ফলকথা; ইনি জ্ঞান সঞ্চয় করিতে এই সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। মিশর দেশে যে তিনি কোন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা সুনিশ্চিত। ভূমধ্যসাগরের তীরস্থিত নগর সকল ইহার পর তাঁহার পরিভ্রমণ তালিকায় স্থান লাভ করে। পিথাগোরাস ৫৮২ B. C. তে জন্মগ্রহণ করেন; ৬২৯ B. C. তে তিনি ক্রোটনা নগরের বাসস্থান পরিবর্ত্তন করেন।

সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, আমরা দেখি গ্রীশের কি পৌরাণিক যুগ, কি দার্শনিক যুগ, কি হিপক্রেটিস যুগ, ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। মধ্য এসিয়ায় চিকিৎসাবিজ্ঞানরূপ মহীরুহের উৎপত্তি; ইহার ভিন্ন ভিন্ন স্তর হইতে সমুদ্ভূত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে

পরিব্যাপ্ত হইয়া সে দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ দণ্ডায়মান হয়। ইহার প্রথম স্তরের সহিত প্রাচীন ফিনল্যাণ্ড, দ্বিতীয় স্তরের সহিত প্রাচীন চালডিয়া, প্রাচীন ব্যাবিলনিয়া, প্রাচীন চীন, প্রাচীন তাতার অতি নৈকট্যভাবে সংস্পৃষ্ট ; কেহ কেহ মনে করেন, এই সকল দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় স্তর জরাথস্ত্রুর পরবর্ত্তী সময়ে ভারত হইতে পরিগৃহীত। সমস্ত প্রাচীন দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে যে স্তরভেদ পরিদৃষ্ট হয়, সে স্তর সে দেশের ঠিক নিজস্ব নহে, হয় মধ্য এসিয়া, না হয় ভারত হইতে সেই স্তর পরিগঠনের উপযোগী উপাদান সকল, সংগৃহীত হইয়াছিল। ভারত দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর পরিগঠনে সাহায্য করে ; মধ্য এসিয়া হইতে, ভাস্করযুগে প্রথম স্তরের পরিগঠনের উপযোগী উপাদান সকল, সংগৃহীত হয়। সেই জন্য আমরা দেখি, একই দৈব চিকিৎসা একই প্রণালীতে প্রত্যেক দেশের চিকিৎসাক্ষেত্র পরিগঠন করিয়া দণ্ডায়মান। তন্ত্র মন্ত্রে সম্মিলিত চিকিৎসা ভারতের বৈদ্যজাতির উৎপত্তির সহিত সংমিশ্রিত। প্রথম স্তরে কেবল পুরোহিতই চিকিৎসক ; দ্বিতীয় স্তরে পুরোহিত ও বৈদ্য, একসঙ্গে এক সময়ে রোগীর শয্যাপার্শ্বে সমুপস্থিত। তৃতীয় স্তরে, বৈদ্যই, চিকিৎসক ও পুরোহিত—একাধারে তখন তন্ত্র ও মন্ত্র অবস্থিত। অথর্ব্ববেদে যেমন বৈদ্য অভিজ্ঞ, তেমনি শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, রসায়ন, বাজীকরণ, কৌমারতন্ত্রে তিনি পারদর্শী,—স্বতন্ত্রে কুশল অন্য তন্ত্রে অবহিক্কৃত চিকিৎসকের বিদ্যমানতা মহর্ষি পুনর্ব্বসুর সময়ে ঠিক না হইলেও ভগবান্ ধন্বন্তরির আবির্ভাবের পর হইতে, সুশ্রুতের উদয়কালের পূর্ব্বে, সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপ চিকিৎসকের আবির্ভাব—ধন্বন্তরির প্রাচীন শিষ্য মহর্ষি গালবের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। ধন্বন্তরি অমৃতাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবে প্রাচীন চিকিৎসাক্ষেত্রে এক অভিনব যুগান্তর আনীত হয়।

ব্রাহ্মণজাতির হস্ত হইতে বৈদ্যজাতির হস্তে কেবল যে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ব্যবসায় আগমন করে, তাহা নহে ; ভাস্করযুগে অশ্বিনীকুমারদিগের হস্তে দৈবযুক্তি সম্মিলিত উচ্চ চিকিৎসাপ্রণালী যে অমৃত প্রসব করে, অমৃতাচার্য্য অশ্বিনীকুমার-দিগের প্রসাদে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া আসেন। আমরা পুরাণের সাহায্যে অবগত হই, যে অমৃতাচার্য্য অশ্বিনীকুমারদিগের সিদ্ধবিদ্যা, সাধ্যবিদ্যা ও কষ্টবিদ্যা নাম্নী তিন কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এবং এই তিন কন্যার গর্ভে,

যে ২৫ কন্যার উদ্ভব হয়, তাঁহারা সকলেই মুনিপত্নী; ইহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণ বৈদ্যজাতির আদি পুরুষ। সমস্ত ভারত কেন দেশবিদেশ ইহাদিগের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, এমন কি, কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন মিশরে গুপ্তবংশীয় কোন ব্যক্তি গমন করিয়া সেখানে আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া সে দেশের চিকিৎসাক্ষেত্রে যুগান্তর সংসাধন করেন। আমরা দেখিয়াছি, দেবাসুরের যুদ্ধের পর অথর্ব্ববেদীয় মন্ত্রচিকিৎসাই ভারতের প্রধান ও প্রাচীন চিকিৎসা, তারপর কৌশিকীসূত্র পাঠে আমরা দেখি, মন্ত্রের সহিত ঔষধি ও মণিধারণের ব্যবস্থা; তারপর প্রলেপ; প্রলেপের পর ঔষধের সহিত সিদ্ধ ও সংসাধিত পথ্যের ব্যবস্থা; আর সেই সঙ্গে বা পরে চিকিৎসাক্ষেত্রে বমন বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্মের সমুদয়—এমন কি ৬০০ বিরেচনের কল্পনা, ৩৬৭ প্রকার বমনবিধি এই সময় সংগঠিত হয়, বমন ও বিরেচনের এমন ঘোর ঘনঘটা—জগতে কোথায়ও এইরূপ আর পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতের সর্ব্ব প্রাচীন, ফারমাকোপিয়া এই সময় প্রথম সঙ্কলিত হয়। চরকসংহিতায় ইহা কল্পস্থান নামে অভিহিত ও সকলের নিকট সুপরিচিত। ঔষধ সেবন করিয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে, এখনও লোকে সহজে সম্মত হয় নাই। সকলেরই সংস্কার ঔষধ বিষ,—মন্ত্র, ঔষধি ধারণ, মণি ধারণ—প্রলেপ, পথ্য, পঞ্চ কর্ম্মে, রোগের প্রতিকার হইলে, কে ইচ্ছা করিয়া বিষ পান করিবে? এমন কি এই সকল মত এ দেশে সম্রাট আলেকজন্দারের ভারত আক্রমণকালেও সাধারণের ভিতর বিদ্যমান ছিল, এইরূপ পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন ইতিহাস লেখক এরিয়ান এবং ষ্ট্রাবো এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

Arrianus, in his history of Alsxander's expedition to India, says that "speckled snakes of a wonderful size and swiftness" are found in that country, and that "The Grecian physicians found no remedy against the bite of these snakes; but the Indians cured those who happened to fall under that misfortune; for whtch reason, Nearchus tells us, Alexander having all the most skilful Indians about his person, caused proclamation to be made throughout the camp that whoever was bit by one of those snakes, should forthwith repair to the royal pavilion for cure. These physicians also cure other diseases; but as they have a very temperate clime, the inhabitants are not subject to many. However, if

any among them feel themselves much indisposed, they apply themselves to their sophists, who by wonderful, and even more than human means, cure whatever will admit of it."

Strabo speaks of the Hindu philosophers or sages, and the physicians. "Of the Garmanes, the most honourable," he says, "are the Hylobii, who live in the forests, and subsist on leaves and wild fruits; they are clothed with garments made of the bark of trees, and abstain from commerce with women and from wine. The kings hold communication with them by messengers concerning the causes of things, and through them worship and supplicate the Divinity. Second in honour to the Hylobii are the physicians, for they apply philosophy to the study of the nature of man. They are of frugal habits, but do not live in the fields, and subsist upon rice and bread, which every one gives when asked, and receive them hospitably. They are able to cause persons to have a numerous offspring, and to have either male or female children by means of charms. They cure diseases by diet, rather than by medicinal remedies. Among the latter, the most in repute are ointments and plasters. All others they suppose partake greatly of a noxious nature." They had enchanters and diviners versed in the arts of magic, who went about the villages and towns begging.

ফলতঃ যুক্তিব্যপাশ্রয় মূলক, অন্তঃপরিমার্জ্জন, এ দেশে প্রবর্ত্তিত করিতে বৈদ্যজাতীয় চিকিৎসকগণকে অনেকানেক কৌশল ও উপায় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; এমন কি, রসবিশারদ বৈদ্য স্বীয় শরীরে দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা দ্বারা যখন প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়েন, ঔষধমাত্রই বিষ নহে, বিষও বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবহার করিলে অমৃতকল্প হয়, তখন প্রথমে জ্ঞানিগণ এই চিকিৎসার পক্ষপাতী হয়েন, সেই সঙ্গে নৃপতিরও দৃষ্টি ইহার উপর আকৃষ্ট হয়। ক্রমে সাধারণে দলে দলে সমুচ্ছ্রিত ধ্বজের ন্যায় চিকিৎসাক্ষেত্রের মধ্যকেন্দ্র অধিকার করিয়া দণ্ডায়মান বৈদ্যের শরণাগত হইতে আরম্ভ করে। তখন বৈদ্যই একাধারে দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসক, ও যুক্তি ব্যপাশ্রয় চিকিৎসক। এই সময় ভূতবিদ্যার অভিনব ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়, ভূত বলিতে তালপ্রাংশু রাক্ষসাদির কথা মনে না করিয়া লোকের ধারণা জন্মে, ভূত, micro organism. ইহারা নৈঋতেয়া—দেবানুচর। অশুচি বা ক্ষত শরীরে ইহারা মাংস, বসা

ও শোণিত পিপাসু হইয়া আবিষ্ট হয়। জ্বরকে বিষম জ্বরে পরিণত করিতে ইহারা যেমন শক্তিশালী, তেমনি মসূরিকাকে শীতলা বা বসন্তে পরিণত করিতে ইহারাই করে।

লোকে সর্পবিষ চিকিৎসায় পূর্ব্বে কেবলমাত্র মন্ত্রের উপর নির্ভর করিত; এখন, মন্ত্রশক্তি কার্য্যকরী না হইলে, রোগী তৎক্ষণাৎ বৈদ্যের শরণাপন্ন হইতে আরম্ভ করিল; বিজ্ঞানের অদ্ভুতশক্তি সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। বৈদ্যের জয় সর্ব্বত্র!

যুক্তিব্যপাশ্রয় Rational Therapeuticsএর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি, তাই বলিয়াছি, বৈদ্যজাতির সমুদ্ভবের সহিত বিজড়িত। কিন্তু এই সমুন্নত যুগের উদয় সর্ব্বশেষে। চরকসংহিতা যাহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন, আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভেষজ বিভাগ অঙ্কিত করিতে গিয়া যে স্তরভেদের কথার উল্লেখ করিয়াছি, তাহা আমাদের স্বকপোল কল্পিত নহে। প্রথমতঃ তাহার সাপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ—সম্রাট আলেকজন্দারের সময়ে এ দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের অবস্থায় যথাযথ ইতিহাস। দ্বিতীয় সাক্ষ্য—চরকসংহিতাধৃত দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়।

যদিও দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চকর্ম্ম ও পথ্য প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আলেকজন্দারের ইতিহাসের সহিত একত্র করিয়া ইহা পাঠ করিলে অবশ্য প্রলেপ ও পথ্য প্রথম, পরে পঞ্চকর্ম্ম এইরূপ মনে আসে। এ সম্বন্ধে ষ্ট্রাবোর কথাগুলির উল্লেখ করিতেছি, তিনি লিখিয়াছেন:—

"They cure diseases by diet rather than by medicinal remedies· Among the latter the most in repute are ointments and plasters. All others they suppose, betake greatly of a noxious nature."

সুতরাং যদি বলা যায়, প্রথম প্রলেপ ও পথ্য পরে পঞ্চকর্ম্ম, তাহা হইলে ঐতিহাসিক প্রমাণ ইহার সাপক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু এই স্তরভেদ উল্লেখ করিতে গিয়া যেন আমরা বিস্মিত না হই, ভাস্করযুগে পূর্ণাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদয় ও অভ্যুদয়—আর অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদয় কাল ভরদ্বাজ যুগে; আর ইহার মধ্যবর্ত্তী কাল চিকিৎসাবিজ্ঞানের তামসযুগ—তামসযুগ হইলেও দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি এই সময়ে। এই সময়ে অথর্ব্ববেদ সংহিতাকারে

এ দেশে সঙ্কলিত হয়। অথর্ব্ববেদের সংকলনের অনেক দিন পর কৌশিকী সূত্রে আমরা মন্ত্রের সহিত বাহ্য প্রয়োগরূপে ঔষধ ও মণি ধারণাদি এবং যৎকিঞ্চিৎ আভ্যন্তরিক প্রয়োগের সমারম্ভ দেখিতে পাই। প্রকৃত অন্তঃপরিমার্জ্জনের অঙ্গীভূত সংশোধন অর্থাৎ বমন, বিরেচন প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্ম অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উদয়ের প্রথম স্তরে যে প্রবর্ত্তিত হয়, চরকসংহিতা ধৃত দ্বিতীয় অধ্যায় তাহার প্রমাণ। সংশমন ঔষধ রসবিদ্‌দিগের দ্বারা তাহার পর ক্রমশঃ সংস্থাপিত হয়। এই কথাগুলি আমরা ভেষজ-বিভাগ সম্বন্ধে প্রকৃত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইরূপ স্মরণ করিয়া ইহার তথ্য নির্ণয় করিবার জন্য এইবার চেষ্টা করিব।

ভেষজ-বিভাগের প্রারম্ভেই আমরা দেখাইয়াছি, দৈবব্যপাশ্রয়, যুক্তিব্যপাশ্রয়, এবং সত্ত্বাবজয় ভেদে ঔষধ ত্রিবিধ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার মধ্যে কাহারও কাহারও মত সত্ত্বাবজয় যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজের অন্তর্গত। এ ছাড়া উন্মাদাদি রোগে তাড়ন, ভৎর্সন, হর্ষোৎপাদন, বন্ধনাদি অদ্রব্যভূত ভেষজ "উপায়" বলিয়া অভিহিত—"উপায়াভিপ্লুত"! যেখানে যতপ্রকার ঔষধ রোগ-প্রতিকারার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহারা এই কয়েকটির মধ্যে কোন না কোনটির অন্তর্ভুক্ত। আমরা প্রথমে দৈবব্যপাশ্রয় ঔষধ কি, কেন, কিরূপে তাহাতে রোগ প্রতিকার হইয়া থাকে, এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। দৈবব্যপাশ্রয়, ভেষজের উপযোগিতা সম্বন্ধে আধুনিক প্রতীচ্য বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা পাঠকের অবগতির জন্য প্রথমতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

দৈবব্যপাশ্রয় চিকিৎসা কি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, আমাদের প্রথমতঃ জানা আবশ্যক, লডার ব্রানটনের মতে Therapeutics of fancy বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন :—Quain's Dictionary of Medicine নামক পুস্তকের Therapeutics শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন :—

"Therapeutics may be devided in two classes—the Therapeutics of fancy and the Therapeutics of facts. In order to cure disease with certainty the practitioner must know what the nature of the disease is, and what the action of his remedies will be. When these are positively known, Therapeutics becomes a Science; but when either is uncertain it is simply an art." * * * be dependent for success upon the skill of individuals. For the symptoms, which ought to indicate to the

practitioner the natuae of the disease, may be wrongly interpreted by him, or as it is usually termed he may form a wrong diagnosis and thus be led to apply wrong medicine. The idea in the practitioner's mind may correspond more or less exactly with the condition of the patient, or may, not have the slightest resemblance to it ; and it is only by careful comparison and experiment that this agreement can be ascertained. An absurd fancy of the practitioner will lead to absurd treatment, and the therapeutical results will not be satisfactory.

In all ages of the worlds' history we have had the Therapeutics of fancy and the Therapeutics of fact running side by side ; and in proportion as the latter has predeminated has treatment been improved. In primitive times the imaginations of physicians was busy with faneies regarding disease. The nature of the disease was sometimes supposed to consist in the possession of the body by an evil spirit, which caused the morbid symptoms, and the cure consisted of various incantations aud exorcisms. At other times the disease was suppased to consist in alterations of the fluids or of the solids of the body or of the formative principle which pervaded them, It was supposed that in disease the juices left their proper places in the body or became disproportioned in quantity or that the the atoms and pores of solids became altered, so as no langer to allow of free atomic motion.

রোগ সম্বন্ধে যেমন কল্পনা, ঔষধের গুণাগুণ সম্বন্ধেও সেইরূপ কাল্পনিক মত বহুশঃ পরিদৃষ্ট হয়। কোন দ্রব্য উষ্ণবীর্য্য (hot) কোন দ্রব্য শীতবীর্য্য (cold) কোন দ্রব্যের শক্তিতে স্রোতঃপথ সকল সঙ্কুচিত হয় (astringent) কোন দ্রব্য ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট অর্থাৎ স্রোতঃমুখ বিস্তৃত করে, এইরূপ ধারণা। ঔষধ ও শারীর ধাতু বা যন্ত্রের আকৃতির তুল্যতা পরিদৃষ্টে, ভেষজ প্রয়োগ (doctrine of signatures) ইহার মধ্যে আরও চমৎকার (fanciful)।

উল্লিখিত মন্তব্য হইতে আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে লডার ব্রনটনের মতে মন্ত্রাদি ত দূরের কথা, আমাদের বাতপিত্তশ্লেষ্মাও (Therapcutics of fancy)র অন্তর্ভুক্ত। তিনি মন্ত্রাদির প্রয়োগে রোগের যে প্রতিকার হয় না, এমন কোন কথায় যদিও স্পষ্টভাবে তাঁহার প্রবন্ধের কোন স্থানে উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বলিয়াছেন, যে যে পরিমাণে যুক্তিব্যপাশ্রয় ভেষজ চিকিৎসাক্ষেত্রে

প্রবেশ লাভ করে, সেই পরিমাণে রোগ প্রতিকার ও সুনিশ্চয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

একদিকে অধ্যাপক লডার ব্রনটনের এই মত, অন্যদিকে Professor Charcotএর Miracles of Healing, Faith cures, Mind-cures Christian Science of Healing প্রভৃতির সম্বন্ধে যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টত উল্লিখিত হইয়াছে, যে মন্ত্রাদির প্রয়োগে, দেবতাদিগের প্রীতির উদ্দেশ্যে হোম প্রণিপাতাদি এবং দেবমন্দিরে ধন্না দেওয়া, নিয়ম, উপবাস প্রভৃতি কঠোরতা (resignation) কিম্বা স্পর্শাদি (Mismerism) আর এখন উপহাস বিদ্রূপের বস্তু নহে। প্রতিপন্ন হইয়াছে, যে এ সমস্তই বিজ্ঞানসম্মত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এখন পরিগণিত।

ফলতঃ অধ্যাপক চারকট দৈবব্যপাশ্রয় প্রক্রিয়া সকল বিজ্ঞানসম্মত প্রতিপন্ন করিয়া শেষ বলিয়াছেন—যদিও ইহাতে আশ্চর্য্যভাবে দুরারোগ্য ব্যাধি সকল প্রশমিত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা সর্ব্ব ব্যাধির প্রশমন নহে। ইহার একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। মনের অবস্থার সঙ্গে যেখানে ব্যাধির যোগ কেবল সেইখানেই এই দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ কার্য্যকরী হয়। এ সম্বন্ধে তিনি একটি আশ্চর্য্য ঘটনাও উল্লেখ করিয়াছেন—ঘটনাটি এই :—

"লেডী ডেনবিগ্ আমবাত রোগে শয্যাশায়ী হয়েন, এমন কি তাঁহার পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের শক্তিমাত্রও ছিল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এই অবস্থায় কালযাপন করেন। পরে একদিন পোপ Puis IX, লর্ড ডেনবিগ্‌কে বলেন, Cancelli নামক একটি জনপদে একজন বৃদ্ধ আছেন, তিনি অনেক আমবাত রোগ আরোগ্য করিয়াছেন। তাঁহাকে একবার ডাকিয়া লেডী ডেনবিগ্‌কে দেখান।"

পোপের ইচ্ছা অনুসারে লর্ড ডেনবিগ্ Cancelli হইতে ঐ বৃদ্ধকে তাঁহার গৃহে আনয়ন করিলেন। বৃদ্ধ রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া একটি Cross হস্তে লইয়া যেমন প্রার্থনা করিলেন, কি আশ্চর্য্য! লেডী ডেনবিগ্ তদ্দণ্ডে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ! বৃদ্ধকে প্রশ্ন করায় বৃদ্ধ বলিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি, যে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহে একদিন St. Paul এবং St. Martin অতিথি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের
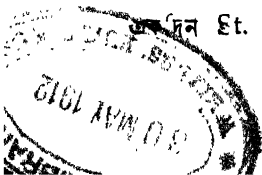
সেখানে অবস্থানকালে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ কেহ, স্ত্রীপুরুষে তাঁহাদিগকে এমন যত্ন ও সেবাশুশ্রূষা করেন, যে তাহাতে প্রীত হইয়া সাধুদ্বয় এই বর দেন, যে তাঁহার বংশের যে কোন পুরুষ Cancelli গ্রামে বাস করিবে, সে চিরদিন আমবাত রোগ আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে। লেডী ডেনবিগ্ আরোগ্য লাভ করিয়া মধ্যে একবার কিছুদিনের জন্য পুনঃ পীড়িতা হন, কিন্তু কঠোর নিয়ম ও প্রার্থনায় আর তাঁহার সে রোগ দেখা দেয় নাই। ফলতঃ প্রতীচ্য বৈজ্ঞানিক-দিগের সাক্ষ্য হইতে যে সকল প্রমাণ এখানে আমরা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে কাহারও মনে করিবার অধিকার নাই, যে মন্ত্রচিকিৎসা Therapeutics of fancy বলিয়া ঘৃণিত ও উপেক্ষিত হইবার যোগ্য। ইহা নিশ্চয়ই বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসা। তবে ইহার একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে; সে সীমার মধ্যে ইহা অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন। সমস্ত চিকিৎসাক্ষেত্র অধিকার করিবার ইহা উপযুক্ত নহে।

বার্ডোই বলেন,—

There are many things connected with the healing art in which the public mind is better informed than the recognised authorities on medicine. The miracles of healing wrought at the Shrines of Saints, long the objects of scorn and contempt at the hands of the medical profession are now declared to be well within the domain of scientific fact. The miracles of Lourdes, the faith cures at Bethsham and similar phenomena having been subjected to the strictest investigation by the most competent medical authorities, are proved to be not impostures and delusions, but simple matters of fact. Science having reluctantly accepted the Faith-cure now declares it to be "an ideal method" since it often attains its end when all other means have failed."

"Its domain is limited; to produee its effects it must be applied to those cases which demand for their cure no intervention beyond the power which the mind has over the body. That is to say faith will cure paralysis and other disorders of motion cnd sensation, dependent on idea, but does not avail to restore a lost organ or an amputated limb,

Professor Charcot believes that the faith-cure may cause ulcers and tumours to disappear, if such diseases be of the same nature as the paralysis cured by the same means. In all this there is no miracle."

কি কারণে মন্ত্রাদি দ্বারা রোগের প্রতিকার হয়, ইহা নির্দ্দিষ্ট করিতে গিয়া Professor Charcot বলিয়াছেন :—

"The diseases are all of hysterical origin ; and being merely dynamic, and not organic, the mind has power to influence and cure them. The mind of the invalid becomes possessed of the overpowering idea that a cure is to be effected and it is so."

মন্ত্রাদির প্রয়োগ রোগের প্রতিষেধক সেই জন্য লোকে ইহাকে faith-cure, mind-cures ইত্যাদি সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকে। Professor Charcotএর এইরূপ মত। M. Littre এই প্রকার আরোগ্যের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করিতে গিয়া বলিয়াছেন, ইহা auto-suggestion। শরীরের উপর সত্ত্ব বা মনের শক্তির একটি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন :—

"The mind which is most eminently receptive of suggestion, will be the most likely to be influential iu curing the body in which it is enshrined, by the powerful force of Auto-suggestion."

সম্প্রতি British Medical Journal নামক পত্রিকাতেও Faith Healing সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, তাহাতে এমন কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে, যে ঘটনা হইতে মনে করা যাইতে পারে, সত্ত্ব (বা মন) এবং শরীরের সংযোগ ইহার একমাত্র কারণ নহে। Rev. Father Gasquet P. P. President of the English Benediction বলিয়াছেন :—

"There are many cases which to a greater or lesser extent may be considered as brought about by the action of the mind on the body, there are a great many cases which can not be explained in this way in the present state of Medical and Physical Science."

Advocate of India নামক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উদ্ধৃত হইল :—

তাহাতে আছে, গর্গেন নামক এক ব্যক্তি তাঁহার হাঁটুতে অলিনস্ রেলওয়ে কোম্পানির অসাবধানতা বশতঃ উক্ত লাইনে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন, [illegible] আঘাত যে তিনি চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবেন, এরূপ [illegible] হয়। [illegible] স্থানের ক্ষত পচিতে আরম্ভ করে এবং সময়ে ইহা হইতে

প্রাণ বিনষ্ট হইবে এইরূপ ভয় হয়। রেলওয়ে কোম্পানির নামে কোর্টে তিনি নালিশ করেন, এবং কোর্ট হইতে ৬০০০ ফ্রাঙ্ক প্রতি বৎসর এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৬০,০০০ ফ্রাঙ্ক তিনি প্রতিবাদীর নিকট ডিক্রী পান। এই অবস্থা যখন, তখন তাঁহাকে জনৈক বন্ধু বলেন, Lourdesএ একবার গেলে কি হয়? তিনি তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া সেখানে যান, সঙ্গে ৬০ জন ডাক্তার কেহ বিশ্বাসী, কেহ অবিশ্বাসী, কি হয়, সকলেই দেখিবার জন্য সমুৎসুক। গার্গেন যেমন সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানকার ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার হস্তে একখানি বাইবেল প্রদান করিলেন ও তাঁহার জন্য যেই প্রার্থনা করিলেন, এত দিনের রোগ এক মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হইল।

"During the blessing of the Sick by the Blessed Sacrament he was instantly cured."

দৈব ঔষধে কেন উপকার হয়, এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও, ইহা যে ক্ষেত্রবিশেষে অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ আর নাই। আমাদের দেশের তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে ধন্না দিয়া কত শত রোগী বৎসর বৎসর দৈব ঔষধে আরোগ্য লাভ করিতেছে, কেহ যদি সচেষ্ট হইয়া এই সকল ঘটনার একটি রেজষ্টারী রক্ষা করিবার নূতন ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি দেশের একটি বিশেষ অভাব মোচনে সমর্থ হইবেন; এবং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে কত সামান্য ব্যয়ে কত দুরূহ রোগী ইহাতে কত সহজে ব্যাধিমুক্ত হইতেছে! দৈবব্যপাশ্রয় ভেষজ যেখানে জয়যুক্ত, সেখানে বুঝিতে হইবে রোগীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ইহা হইতেই সে নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করিবে।

"The mind of the invalid becomes possessed of the overpowering idea that a cure is to be effected, and it is so."